তাহাদের কদাপি তুলনা হইতে পারে না। মোসলমানদিগের মধ্যেও এবিষয়ের অনেক স্বতন্ত্রতা প্রত্যক্ষ হইতেছে। আরব-ও তুর্ক-ও পারস-ও বঙ্গদেশীয় স্ত্রীদিগের অবস্থা তুল্য ইহা কদাপি বক্তব্য নহে; পরন্তু এই কএকের মধ্যে আফ্গান জাতীয়-বনিতারা কাহাহইতে নিকৃষ্টা নহেন। প্রদেশাচার ও স্বামির সম্পত্তি ভেদে স্ত্রীদিগের অবস্থার অবশ্য ভেদ হইয়া থাকে, পরন্তু তাহাতে আফ্গানস্ত্রীদিগের অধিকাংশকে কোন বিশেষ পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। খাঁ, মল্লিক বা অন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা পারসদিগের দৃষ্টান্তানুসারে আপন ২ স্ত্রীদিগকে গৃহে লুকায়িত করিয়া রাখে বটে; কিন্তু সাধারণ লোকদিগের রীতি তাদৃশী নহে। তাহারা আপন২ স্ত্রীকে রাজপথে পদব্রজে গমন করিতে দেয়। সামান্য গৃহস্থদিগের কামিনীরা গৃহ কর্ম্ম ও জলাহরণ করিয়া থাকে; এবং নিতান্ত দরিদ্রদিগের ভার্য্যারা স্ব২ স্বামির ক্ষেত্রাদি কর্ম্মেও সাহায্য করে; কিন্তু ভারতবর্ষে ইষ্টক বহন ও অন্যান্য ভার বহনাদি কর্ম্ম যে প্রকারে স্ত্রী-লোকদ্বারা নিষ্পন্ন করান যায় এমত কদর্য্য রীতি আফ্গান্ দেশে নাই। মহম্মদের রচিত-শাস্ত্রে স্ত্রীদিগকে প্রহার করিবার নীতি আছে; কিন্তু আফ্গানেরা ঐ অসভ্য রীতির অনুগামী কদাপি নহেন।

আফ্গান্ জাতীয় ভদ্র মহিলারা বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন; এবং অনেকে কবিতা-রচনায় নিপুণা হন। কিন্তু দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের লিপিচাতুরী নিন্দনীয়া, তথাপি অনেক আফ্গান্ গৃহিণীরা লেখনী ধারণ করিয়া সাংসারিক আয়ব্যয়াদি-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং হিন্দু ও মহম্মদীয় শাস্ত্রে স্ত্রীদিগকে অধীন রাখিবার নিমিত্তে নানাবিধ আদেশ-সত্ত্বেও ভর্ত্তৃদিগকে সম্যক্ স্ত্রীজিত * হইয়া উঠিতে হয়। ফলতঃ সর্ব্বত্র অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমের অধীন হইয়া থাকে; শাস্ত্রাজ্ঞায় তাহার অন্যথা হয় না। তন্মধ্যে ক্ষমতাবতী সহধর্ম্মিণী যে অক্ষম ভর্ত্তৃকে স্ববশে রাখিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

নগরবাসিনী আফ্গান বনিতারা গৃহহইতে বহিরাগমন করিতে হইলে এক শুক্ল সুদীর্ঘ আবরণ-বস্ত্র (ঘেরা টোপ) দ্বারা আপদ-মস্তক বেষ্টন করে; কেবল নয়ন পুরোভাগে জালিকামাত্র থাকে; তদ্দ্বারা পথ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থা হয়। কি ভাগ্যবানের কি সামান্য লোকের যোষিৎ সকলেই এই রীতির অনুগামিনী হইয়া এক স্থূল বস্ত্রের অবগুণ্ঠন ব্যতীত বহিরাগমন করে না, আর ঐ আচ্ছাদনীর ও তারতম্য নাই; সকলেই এক প্রকার বস্ত্রের এবং এক প্রকার গঠনের আচ্ছাদনী ব্যবহার করে। ধনাঢ্য মহিলারা অশ্বারোহণ করিয়া থাকে, এবং অনেকে উষ্ট্র-জানে ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে; কিন্তু পালকির ব্যবহার কুত্রাপি নাই। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র হইয়া উদ্যানে গমন ও নৃত্যগীতাদি-আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করার রীতি অদ্যাপি প্রবল আছে; এবং অনেকে ঐ সুখে প্রমোদিনী হয়। ফলতঃ তাহাদের অবস্থা কোন প্রকারে ক্লেশকরী নহে। পল্লীগ্রামে ইহারা পূর্ব্বোক্ত-আচ্ছাদনী ব্যবহার করে না; তথায় সকলেই অবগুণ্ঠন (ঘোম্টা) ব্যতীত সর্ব্বত্র গমনাগমন করে; কেবল কোন বিজাতীয় পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘোম্টা টানিয়া

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে স্ত্রীজিত বিষয়ে লিখিত আছে যে;
"স্ত্রীজিত-স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বং পুণ্যং প্রণশ্যতি।
নভূমৌ পাতকী পাপাৎ পাপিনাং স্ত্রীজিতাৎ পরঃ"।
অর্থাৎ "যে ব্যক্তি স্ত্রীর অধীন তাহার স্পর্শমাত্রে সমুদয় পুণ্য-ধ্বংস হয়। তদ্ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত পাপী পৃথিবীতে আর নাই", কিন্তু এ শ্লোকার্থের সহিত আমাদিগের অভিপ্রায়ের ঐক্য স্বীকার করিতে পারিলাম না।

দেয়; এবং আপন বাটীতে অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সম্মুখেও আগমন করে না; কিন্তু হিন্দু পারস এবং আরমাণীরা এই নিয়মের অধীন নহে; আফ্‌গান্ বনিতাদিগের মধ্যে ইহারা প্রায় মনুষ্য মধ্যে গণ্য হয় না। স্বামির অনুপস্থিতিতে গৃহে কেহ আগমন করিলে গৃহিণীরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আতিথ্য-কর্ম্মের কোন ত্রুটি করেন না।

এতাদৃশ স্ত্রীরা সতীত্ব ধর্ম্মের অত্যন্ত অনুরাগিনী; এবং তাহাদের প্রতিবাসী পারস, বেলুচ, হিন্দু ও অন্যান্য-জাতীয়-ব্যক্তিরা ইহাদিগের আচার ব্যবহার জ্ঞাত-হইয়া সকলেই ইহাদিগকে পতিব্রতা বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। ফলতঃ আফ্‌গান্ বনিতারা সর্ব্বতোভাবে ঐ প্রশংসার উপযুক্তা বটেন।

আফগান্ জাতীয়দিগের মধ্যে কন্যা-দানের রীতি নাই, সকলকেই পণ দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়; একারণ দুহিতারা এক প্রকার সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হয়। মহম্মদের শাস্ত্রানুসারে স্বামির বিয়োগে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা আছে, এতদনুসারে দেবরের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহা না হইয়া অন্য পাত্র গ্রহণ করিলে ঐ দেবরের সম্মতি লইয়া তাহার ভ্রাতৃদত্ত-পণের টাকা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। পুত্রবতী স্ত্রীরা অনেকে দ্বিতীয়বার বিবাহ স্বীকার করেন না; অপত্য-প্রতিপালনেই কালযাপন করেন; এবং এতদাচার আফ্‌গান্দিগের মধ্যে প্রশংসনীয়।

এতদ্দেশে কন্যারা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বিংশতিবর্ষাধিকবয়স্ক পাত্রের সহিত বিবাহিতা হয়; এবং অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণ বশতঃ এই নিয়মের উল্লঙ্ঘনে পঞ্চ-বিংশতি-বৎসর পর্য্যন্ত অনেক কন্যা অনূঢ়া থাকে; ও নগরবাসি ও ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অল্পকালেও কদাপি বিবাহ হইয়া থাকে। সচরাচর ইহারা আপন ২ শ্রেণিহইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং কখন২ বিজাতীয় বনিতাও বিবাহ করে; কিন্তু কদাপি আপনাদিগের কন্যা বিজাতীয় ব্যক্তিকে দিতে স্বীকৃত হয় না।

ইউসফজি শ্রেণির মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও কন্যার পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত নিষিদ্ধ; কিন্তু ইমাক, হাজারা ও অন্যান্য আফ্‌গান্ শ্রেণিস্থেরা বিবাহের পূর্ব্বে আত্মীয়বর্গের অজ্ঞাতসারে তাহার শ্বশ্রূ বা অন্য কোন জ্যেষ্ঠা গেহিনীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভাবি-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন প্রকারে ঐ বার্ত্তা তাহার শ্বশুর বা শ্যালকদিগের নিকটে প্রচার করে না। তাহা হইলে তাহারা সে ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হয়। এতদ্রূপ সাক্ষাৎ হওনের নাম "নাম জাদ্‌বাজি"; এবং অনেকে এই পূর্ব্বানুরাগের লালসায় প্রাণ সংশয়ও তুচ্ছ করেন।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যায় রাজপুত্র-ইতিহাস-প্রসঙ্গে মিবার দেশীয় "হিন্দুসূর্য্য" নামে বিখ্যাত রাণাদিগের রাজ্যারম্ভাবধি ৮২০ সংবতে রাজকুলতিলক "চক্রবর্ত্তী" উপাধি বিশিষ্ট বাপ্পা-রাওলের মিবার-দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমে গমনানন্তর পরলোক প্রাপ্ত-হওন-পর্য্যন্তের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে; সম্প্রতি উক্ত উপাখ্যান পুনরুত্থাপনানন্তর চিতোর-রক্ষণ-চেষ্টার আশ্চর্য্য ইতিহাস বিন্যাস করা যাইতেছে।

বাপ্পার পুত্র অপরাজিত কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া কালভোজ নামক সন্তানের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। কালভোজের তনয় খোমানের রাজত্ব কালীন মোসলমানেরা কর লোভে লোলুপ হইয়া মিবার দেশ আক্রমণ করায় তিনি তাহাদিগের পরাজয় করত মহম্মদ নামক যবন সেনাপতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যবন-সংহার-ক্রিয়া এমত উৎসাহজনক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, যে শত ২ রাজবংশীয় মহাবল পরাক্রমিরা একত্রীভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মদ্রোহি যবনজাতীয়দের সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং তদুৎসাহসূত্রে রাজকুলকবি "খোমান রাশ" নামক গ্রন্থে তাহার বাহুল্য বর্ণনা করিয়াছেন। মহম্মদ উপাধি বিশিষ্ট দ্বিতীয় এক জন সেনাপতি উক্ত ব্যাপারের প্রায় দুই শত বৎসর পরে গজনির দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং সচরাচররূপে তাহাই যবনাক্রমণের সূত্রপাত বলিয়া গণ্য আছে; কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। মোসলমান-ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃ মহম্মদের মরণানন্তর যে সকল ব্যক্তিরা তৎপদারূঢ় হইয়া তাঁহার মত প্রচার করান তাঁহারা "খলিফা" উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাঁহারা ধর্ম্ম-যাজনের সহিত রাজ্য-বিস্তারে তৎপর হইয়া ক্রমশঃ ভূমণ্ডলে বৃহৎ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কএক জন খলিফার মৃত্যুর পর ওয়ালিদ্ নামক খলিফার সময়ে তাঁহার সৈন্যেরা সিন্ধু দেশ পরাজয় করত গঙ্গার পশ্চিম পার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই খলিফার সেনাপতি খোরাশানের রাজপ্রতিনিধি কাশিমের পুত্র মহম্মদ চিতোর আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়ায় বাপ্পা-কর্ত্তৃক কিরূপে পরাজিত ও তাড়িত হয়েন তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। দেশ-বিদেশে বিখ্যাত খলিফা হারুনুর্‌রসিদ্ লোকান্তর গমন কালীন আপন রাজত্বের অংশ করিয়া দ্বিতীয় পুত্র অল্‌মামুন্‌কে সিন্ধু ও খোরাশান্ প্রভৃতি ভারতবর্ষের পশ্চিম পার্শ্বস্থ পরাজিত দেশ সমূহ প্রদান করেন। অল্‌মামুন্ এবং খোমান উভয়েই এক কালীন রাজত্ব করিয়াছিলেন, অতএব "খোরাশানাধিপতি মহম্মদ" নামক যবন যে এই সময়ে চিতোর আক্রমণ করেন তিনি হারুনের পুত্র অল্‌মামুন্ ইহাতে সন্দেহ নাই; তবে তাহার মহম্মদ নামে, বোধ হয়, প্রমাদবশতঃ খ্যাতি হইয়াছে।

এতৎ ঘটনার প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইলে সবক্তগিন্ নামক এক জন সামান্য ব্যক্তি খোরাশানের রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইয়া আপন অদ্বিতীয়-তনয় মহম্মদকে রাজকীয় কর্ম্মের ভারার্পণ করাতে ঐ দুর্দ্দান্ত যবন ভারতবর্ষে দ্বাদশ বার উপর্য্যুপরি আগমন করত হিন্দু-সংহার-রূপ সঙ্কল্পিত-ব্রত সমাধা করিয়াছিলেন। যবন ধর্ম্মের প্রারম্ভাবধি এতৎ-কাল-পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারি শত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা পুনঃপুনঃ এ প্রদেশে আগমনাকাঙ্ক্ষী হইবায় এবং নিয়ত উৎপাত করাতে, "যবন" "ম্লেচ্ছ" এবং কদাচিত "দৈত্য" ও "দানব" উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমুদ্র-পথদ্বারা ও সিন্ধু-দেশদ্বারা তাহারা আগমন করিত।

হিন্দু রাজা-মাত্রেই দুর্দান্ত যবন অল্‌মামুনের আক্রমণ হইতে খোমান্‌কে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং বহু সাহায্যে অনায়াসেই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।

সূরসিংহ খোমান্ চতুর্বিংশতি মহা-সঙ্গ্রামে জয়ী হইয়া স্বীয় নামের গৌরব বিস্তার করত কিয়ৎকাল পরে শঠ ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিগণের পরামর্শ-ক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র যোগরাজকে রাজ্যার্পণ করিয়া পরে তাহা পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক কুমন্ত্রিবর্গের নিপাত

করত, অবশেষে জ্যেষ্ঠ সন্তান মঙ্গলের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। পিতৃঘাতক মঙ্গল পিতার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উত্তরারণ্যে লোদরোয়া দেশে মঙ্গলিয়া গেহলোট্ বংশের স্থাপন করেন।

তৎপরে চিতোর দেশে ভর্ত্তৃভট্ট রাজা হইলেন। তাঁহার এবং তৎপরের রাজত্ব কালীন চিতোর রাজ্য বহু-বিস্তার হইয়াছিল। এই অবধি সমর সিংহের রাজ্যারম্ভ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের উপাখ্যান ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত; এবং তাহার স্বল্পাখ্যান তিমিরোদ্ধার করিয়া ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

১২০৬ সংবতে সমর সিংহ নামক ক্ষত্রিয় রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চোহান বংশীয় দিল্লীর অধীশ্বর পৃথীরাজের সহায় হইয়া যবনদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন, এবং তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ব্যতীত সমরসিংহের উপাখ্যান স্পষ্ট ব্যক্ত হয় না, সুতরাং দিল্লীর তাৎকালীয় বৃত্তান্তের কতক এই স্থলে উদ্ধার করিতে হইল।

৮২৯ সংবতে বিলন দেব নামক এক জন ধনী ঠাকুর অঙ্গহীন-ইন্দ্রপ্রস্থ-পালনে প্রবৃত্ত হইয়া "অনঙ্গপাল" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। যৎকালীন খোমানের আনুকূল্যে দেশ-দেশান্তরীয় ভূপতি-সমস্ত যবন-দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন তৎকালীন এই রাজবংশ প্রায় বহুকাল স্থায়িত্বাবস্থায় অবস্থিতি করিয়াছিল, এবং বিলন দেব অবধি ১৯ জন সম্রাট্ অনঙ্গপাল উপাধি ধারণানন্তর ৪০০ বৎসর ব্যাপিয়া সাম্রাজ্য করত উনবিংশ অনঙ্গপাল স্বীয় রাজ্য রক্ষা হেতুক আজমিরাধিপতি চোহান বংশীয় সোমেশ্বর নামক রাজাকে স্বীয় কন্যা প্রদান করেন। উক্ত দুহিতার গর্ভে পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। তিনি অষ্টম-বর্ষ-বয়ঃক্রমে দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করেন। কান্যকুব্জাধিপতি বিজয়পাল অনঙ্গপালের দ্বিতীয় দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাহাহইতে জয়চাঁদ উৎপন্ন হয়েন। পৃথ্বীরাজের রাজ্যারোহণে জয়চাঁদ আত্মসত্বে বঞ্চিত হইয়া যথেষ্ট বৈরক্তি প্রকাশ করিয়া চোহানবংশের চিরবৈরি পত্তন অন্‌হলবারার ঈশ্বরের ও পরিহার বংশীয় রাজার আনুকূল্য-সম্ভ্রম-করিয়া রণসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে শেষোক্ত ভূপতি পৃথ্বীরাজকে স্বীয় কন্যা বিবাহ দিতে অস্বীকার হওয়াতে উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়া যুবরাজ তাহাতে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। এবং তৎপরে মিবারাধিপতি সমর সিংহ পৃথ্বীরাজ-স্বসাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পরম বন্ধুত্বে লীন হওত নাগোর দেশে ৭০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা লুক্কায়িত আছে এমত বার্ত্তা শ্রুত হইয়া তাহার প্রাপ্তি-চেষ্টায় ব্যগ্র হওয়াতে কনোজ এবং পত্তনাধিপতিরা তাহার বিরোধী হইলেন। এতদবস্থায় পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের সাহায্যাকাঙ্ক্ষায় চাঁদ-পুণ্ডরি নামক দূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। দৌত্যকর্ম্মোপযোগী চাঁদ চিতোর-নগরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন যে "একলিঙ্গ মহাদেবের প্রতিনিধি" সমরসিংহ ভূপতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান ও গলদেশে পদ্মবীজের মালা ধারণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। চাঁদ "যোগেন্দ্র" নামে তাঁহাকে সম্বোধন করত আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় তৎক্ষণাৎ রাজা দিল্লী নগরে সমাগত হইলেন। কনোজ এবং পত্তনাধিপতিরা স্বীয় পরাক্রমের স্বল্পতা বিবেচনায় তাতার নামক যবন জাতীয়দের আহ্বান করিলেন; কিন্তু সে সমস্ত সৈন্য পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহের সমরকুশল-সৈন্যাগ্রে সম্যগ্রূপে পরাভূত

হইল। সময়ক্রমে তাতার সেনাপতিরা দিল্লীশ্বরের নিশ্চিন্ততা ও শৈথিল্য দৃষ্টে নবানুরাগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সবলে সমাগত হইলে হিন্দু রাজন্যবর্গ ঈর্ষামদে মত্ত হইয়া পৃথ্বীরাজের মর্দ্দনাকাঙ্ক্ষায় যবন-বৈরির আক্রমণে নেত্র পাতও করিলেন না। পৃথ্বীরাজ এই নূতন শত্রুর দমনার্থে পুনর্ব্বার চিতোর নগরে সংবাদ প্রেরণ করেন। সমরসিংহ এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আপন কণিষ্ঠ প্রিয় পুত্র কর্ণকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দিল্লী নগরে উপস্থিত ও পৃথ্বীরাজকর্ত্তৃক আহূত হওয়া, তাঁহার রণকৌশল ও চাতুর্য্য, সৈন্য রক্ষণের ব্যবস্থা, ও সমর-নৈপুণ্য, এবং রাজ্য সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে সদসদ্বিবেচনা, রাজকুল-কবি চাঁদকর্ত্তৃক বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতাবতা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সমরসিংহের তুল্য সর্ব্বগুণান্বিত সম্রাট্ তৎকালে এতদ্দেশে বর্ত্তমান ছিলেন না।

যবন সেনানায়ক সহাবুদ্দিনের সহিত তিন দিবস ঘোরতর সঙ্গ্রামে নিযুক্ত থাকিয়া তৃতীয় দিবসে সমরসিংহ ভূপতি বীর শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহার পুত্র কল্যাণ এবং ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য ও বিবিধ সৈন্যাধ্যক্ষও সেই পথে গমন করিলেন। তাঁহার প্রিয়মহিষী পৃথ্বা স্বামি নিধন, ও ভ্রাতৃ বন্ধন, ও দিল্লী এবং চিতোরের বীর সমস্ত কাগার নদীতীরে অস্ত্র স্রোতোমধ্যে শয়ন, সংবাদ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভর্ত্তৃশবসমভিব্যাহারে অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক সহমৃতা হইলেন।

ইতিমধ্যে তাতার সেনাপতি সহাবুদ্দিন্ চোহান্ বংশের শেষাশ্রয়-স্থল কুমার রণসিংহকে শমন সদনে প্রেরণ করত দিল্লী নগরে নির্বিরোধে প্রবেশ করিলেন। যবন জয়পতাকা সর্ব্বত্রে উড্ডীয়মান হইল, এবং যবন আহ্বানকারক স্বজাতিদ্বেষী কনৌজাধিপতিও গঙ্গার গর্ভে জীবন সমর্পণ করিলেন। দুর্দান্ত ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা সংহারূপ হস্ত বিস্তার করিয়া ধর্ম্ম ও শিল্প বিষয়ক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি মাত্রই এককালীন লোপ করিলেক। রাজস্থান দেশ উভয় দলের শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হইল; তথাচ নূতন২ অসংখ্য তাতার-সৈন্য পর্ব্বত হইতে উপনীত হইয়া অবিরত সেই নিষ্ঠুর ক্রিয়া জাগরুক রাখিতে বিরত হইল না। এমত অসময়ে অবিশ্রান্ত দুরাচার সহ্য করিয়া রাজপুত্র ভিন্ন আর কোন্ জাতি আপন সভ্যতা ও প্রাচীন রীতি নীতি ও বীর্য্য রক্ষা করিতে পারে? স্বাভাবিক সতত সকল কর্ম্মে আগ্রহ্য, অথচ প্রয়োজনমতে ইহারা নিরুদ্যম হইয়া বৈরনির্যাতনের অবকাশের অপেক্ষা করিতে অনায়াসে সক্ষম হয়। পৃথিবীমধ্যে রাজস্থান এক মাত্র দৃষ্টান্ত স্থল আছে যথায় মনুষ্য অনির্বচনীয় দুর্দান্ত অসুরদিগের যৎপরোনাস্তি ক্রূরতা ও দৌরাত্ম্যে শত২ বৎসর ক্রমাগত সর্ব্বতোভাবে প্রমর্দ্দিত ও মৃত্তিকায় শিরোবনত হইয়াও আপনাদিগের বলবীর্য্যচ্যুত হয় নাই—বরং ক্লেশ ও দৌরাত্ম্য সহ্য করাতে তাহাদের বীর্য্য প্রশাণিতই হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত রণ বিশারদ ব্রিটনেরা রোমানদিগের শাসনে এককালে লীন হইয়াছিল, পরে সাক্সন্ ও ডেন এবং নর্মানদিগের পদানত হয়। তাহাদের মধ্যে এক সঙ্গ্রামেই রাজত্বের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং পরাজিত জাতির ধর্ম্ম ও আচার জয়িদিগের ধর্ম্মেতে লীন হইয়াছিল। তাহাদের তুলনায় রাজপুত্রেরা কি মহৎ প্রশংসনীয়!! ইহাঁরা অদ্যাপিও আত্ম স্বভাব রক্ষা পূর্ব্বক দেশীয় গর্ব্বের খর্ব্বতা করেন নাই!!! এ সাধারণ ক্ষমতা নহে; বরং অধিক আশ্চর্য্য এই যে যদবধি স্বদেশানিষ্টকারি রাজন্যবর্গ অবি-

স্বস্ত-কর্ম্ম বশত এককালীন সবংশে লোপ পাই-য়াছে, মিবার বংশীয় ভুপতিরা চিরকালাবধি প্রাণ সমর্পণে স্বীকৃত হইয়া এবং ধর্ম্ম রক্ষা ও সম্মান ও স্বাধীনতা বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকিয়া অদ্যাবধি পূর্ব্ব সীমায় বিরাজ করিতেছেন।

সমরসিংহের মরণানন্তর অবগণ্ড কর্ণনামক তাঁ-হার কনিষ্ঠ পুত্র রাজ সিংহাসনে উপবেশন করি-লেন; এবং রাজমাতা করমদেবী রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক কুতবুদ্দিনকে অম্বর-নগরের যুদ্ধে পরাভূত করেন। কর্ণের পরলোকানন্তর তাঁহার পুত্র মাহপ রাজা হন; কিন্তু রাজকার্য্যে অপটুতাপ্রযুক্ত কর্ণ রাজার দৌহিত্র ঝালোরীশ্বরের পুত্র রণধবল শঠ-তাক্রমে তাঁহার নিকটহইতে চিতোর রাজ্য অপ-হরণ করিয়া বাপ্পার সিংহাসনে চোহান বংশের স্থাপন করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু কর্ণের ভ্রাতৃপুত্র ভরত রাজার রাজধানী আরোর নগরে একজন রাজকুলকবি উপনীত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করাতে তিনি প্রধান সেনাপতি-বর্গের সহকারে সম্ভ্রমে জয়প্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

১২৫৭ সংবতে ভরতের পুত্র রাহপ রাজা হয়েন। তাঁহার সময়ে গেহলোট্ বংশ "শিশুদিয়া" নামে বিখ্যাত হয়; এবং মিবার দেশীয় রাজারা রা-ওল উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক "রাণা" উপাধি গ্র-হণ করেন। প্রথম উপাধির উৎপত্তির বিবরণ এই যে এতৎ বংশীয় এক জন রাজা চিতোর হইতে তাড়িত হইয়া তদ্দেশ নিকটস্থ পর্ব্বত মধ্যে কোন সময়ে অনেক পর্য্যটন পূর্ব্বক একটা শশক শীকার করাতে ঐ জীবের নামহইতে সেই স্থলের নাম, এবং বংশের নাম "শশোদা" রাখিয়াছিলেন। শেষোক্ত উপাধির বিষয়ে উক্ত আছে যে রাহপের প্রবল শত্রু পরিহার বংশীয় রাণা উপাধিবিশিষ্ট মোকল নামক রাজাকে পরাজয় করিয়া তিনি তাঁ-হার দেশ এবং উপাধি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাহপ অবধি লক্ষ্মণ সিংহ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎ-সরের মধ্যে নয় জন সম্রাট্ হইয়াছিল; তন্মধ্যে ছয় জন যবনাক্রমহইতে গয়াধাম রক্ষা করিতে যাত্রা করিয়া সম্ভ্রমে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

১৩৩১ সংবতে লক্ষ্মণ সিংহ পিতার আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারি সময়ে চিতোর আক্রমণ ও রক্ষণ চেষ্টার অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ঘটিয়া-ছিল। তাঁহার শৈশবাবস্থায় তদীয় পিতৃব্য ভীম-সিংহ রাজ্যের কর্তৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি সিংহল দ্বীপের হামির সঙ্ক চোহানের কন্যা পদ্মানী নাম্নী রমণীর পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কামিনীর রূপ লাবণ্যের আশ্চর্য্য মাধুরী এবং কোমল কমনীয় গঠনের শোভা এমত অনু-পমা যে রাজপুত্র রমণীগণের কমনীয় কুলমধ্যে তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টারূপে গণ্যা ছিলেন। এই অপূর্ব্ব রাজমহিষীর উদ্দেশে আলাউদ্দীন্ নামক দিল্লীর অধীশ্বর চিতোর আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েন; এবং ব্যাপক কাল অনর্থক চিতোর নগর সৈন্যদ্বারা বে-ষ্টন রাখিয়া পরিশেষে কেবল সেই অপূর্ব্ব রমণীকে দর্পণদ্বারা দর্শনমাত্র করিবার প্রত্যাশা প্রকাশ করাতে চিতোরাধিপতি তাহাতে সম্মত হইলেন। অত্যল্প সহচর সমভিব্যাহারে আলাউদ্দীন্ চি-তোর নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পদ্মানীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ করিয়া মানিলেন। ভী-মসিংহ অল্প সামন্ত সহিত আল্লার আগমনে মুগ্ধ হইয়া, এবং রাজপুত্র-সৌজন্যতায় চালিত হইয়া, বিশ্বাসঘাতক যবনের সম্মানার্থে স্বয়ং একাকী তা-হার শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অবিশ্বস্ত যবন পথিমধ্যে অস্ত্রধারি লোক সকলকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। তাহারা নিভৃত স্থানহইতে নির্গত

হইয়া ভীমসিংহকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেক; এবং পদ্মানীকে সমর্পণ ব্যতিরেকে তাঁহাকে মুক্ত করিতে কোনমতে স্বীকার করিলেক না। এই সংবাদ শ্রবণে চিতোরে হাহাকার রব উপস্থিত হইল। রাজমহিষীকে সমর্পণ, অথবা রাজপদাভিষিক্ত সমরপরায়ণ ভীমসিংহের জীবনাশা পরিত্যাগ করা, উভয়ই সঙ্কট; কিন্তু পদ্মানী ইহা শ্রবণমাত্র স্বয়ং গমনে সম্মতা হইলেন; এবং গোরানামক তাঁহার এক জন স্বদেশীয় সেনাপতি ও তস্য ভ্রাতৃপুত্র বাদল উভয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল, যে আল্লার নিকট সংবাদ প্রেরিত হয়, তিনি যে দিবসে চিতোর নগরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সৈন্য লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন সেই দিবস পদ্মানী তাঁহার নিকটে যাইয়া সাক্ষাৎ করিবেন; পরন্তু সেই রাজমহিষী স্বীয় পদের উপযুক্ত পারিষদের সমভিব্যাহারে গমন করিবেন, ইহাতে যথা বিহিতমতে অনুজ্ঞা প্রচার করান, যাহাতে স্ত্রীলজ্জা সম্বরণে কিছু মাত্র ত্রুটি না হয়। এই রূপে পরস্পর অবধারিত হইলে পর প্রায় ৭০০ শত আচ্ছাদিত পালকি রাজসন্নিধানে উপনীত হইল; প্রত্যেকের মধ্যে এক ২ প্রসিদ্ধ বীর লুক্কায়িত ছিল, এবং প্রত্যেক পালকিতে ছয় জন যোদ্ধা ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক বাহকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। যবন শিবিরে কানাতাবৃত স্থানমধ্যে যান সকল উপনীত হইলে ভীমসিংহ স্বীয় মহিষীর সহিত সাক্ষাৎকরণ কারণ অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবকাশ কাল প্রাপ্ত হইলেন। রমণী সমর্পণের ছলনায় ভীমসিংহ অবসর পাইয়া যানারোহণ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে গমন করিবা মাত্রেই ছলগ্রাহী যবন দম্পতি সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পদ্মানী দর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইল। তখন চিতোরের বীর-সমস্ত ছদ্মবেশ পরিহরণপূর্ব্বক সঙ্গ্রামে অগ্রসর হইল; কিন্তু আলাউদ্দীনও সমর সজ্জায় প্রস্তুত ছিলেন। ক্ষণমাত্রের মধ্যে তিনি স্বীয় সৈন্য-দলকে রাজপুত্রগণের প্রতি ধাবমান করাইলেন, এবং ঐ মহাবল পরাক্রমিরা আপনাদের অসম সঙ্খ্যা সত্ত্বেও পলায়নে বিমুখ হইয়া অসঙ্খ্য শত্রু হত্যা করিয়া পরিশেষে প্রত্যেকে রণক্ষেত্রে পাতিত হইল। ইতিমধ্যে ভীমসিংহ এক বেগবৎ হয়ারোহণ পূর্ব্বক অনায়াসে চিতোরের দুর্গ দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় পুনরায় যবন সৈন্যের সহিত তাঁহার সন্দর্শন হয়। চিতোর-নগরবাসি অতি প্রধান বীর-সমূহ গোরা এবং বাদল সেনাপতির আধিপতিত্বে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুলযুদ্ধের পর বহুতর শত্রু বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে আপাততঃ নিবৃত্ত করিল। এই ভয়ানক যুদ্ধে চিতোরের অনেক প্রিয় সন্তান হত হইয়াছিলেন। বাদলনামক সেনাপতি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, তিনি আঘাত মাত্র প্রাপ্ত্যনন্তর যুদ্ধে অবসন্ন পাইয়া গোরার সহধর্ম্মিণী আপন পিতৃব্য পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করাতে সেই আশ্চর্য্যা স্ত্রী তাঁহাকে স্বীয় স্বামির সমর-পরায়ণতার বিষয় প্রশ্ন করাতে বাদল প্রত্যুত্তর করিল; "তিনি সমরের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন; আমি তাঁহার অসির সামান্য অনুবর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বত্রে পশ্চাদগামী ছিলাম। তিনি রণক্ষেত্রে শত্রুমস্তকরূপ-শয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া এক যবন রাজকুমারের দেহ রূপ বালিসে বৈরি বেষ্টিত হইয়া স্বচ্ছন্দে রণভূমিতে শয়ন করিতেছেন"। রমণী প্রত্যুক্তি করিলেন; "কহ বাদল, আমার প্রিয় কি রূপ ব্যবহার করিয়াছেন"? তিনি কহিলেন "মাত, তাঁহার ব্যবহার বর্ণনাতীত, যেহেতুক শত্রু মাত্র নিপাত করিয়া শত্রুদ্বারা যশোল্লেখ অথবা শত্রুকে ভয় প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখেন নাই"। এই কথা শ্রুত হইয়া ঐ সাধী স্ত্রী

হাস্যবদনে "প্রিয় আমার বিলম্বে তিরস্কার করিবেন" এই মাত্র কহিয়া চিতোরোহণ করিলেন। এতদ্ঘটনার পর আলাউদ্দিন্ কিয়ৎকাল নিরস্ত থাকিয়া পুনশ্চ সৈন্য সঙ্গ্রহ করত চিতোর আক্রমণে প্রবর্ত্ত হইলেন। কথিত আছে যে এক দিবস ভীমসিংহ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া শয্যায় পড়িয়া আপন বংশ রক্ষা ও দেশ রক্ষার উপায় মনে২, চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে "মেই ভুখা হোঁ" অর্থাৎ আমি ক্ষুধিত আছি, এই দৈবধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ হইল। পরে চক্ষুরুত্তোলন করিয়া প্রদীপের নিবিড়ালোকে দেখিলেন প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যে দণ্ডায়মান এক দেবমূর্ত্তি আছে। তিনি চিতোরের রক্ষাত্রী দেবী। রাণা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন; "আমার অষ্ট সহস্র স্বজাতি তোমার পদে সমর্পণ করিয়াছি, তথাচ তোমার ক্ষুধা কি নিবারণ হয় নাই"? দেবী কহিলেন; "আমি রাজবলির আকাঙ্ক্ষা করি; এবং যদ্যপি দ্বাদশ রাজমুকুটধারী চিতোর রক্ষার্থে প্রাণ সমর্পণ না করে, তবে তোমার বংশের হস্তহইতে এ দেশ গত হইবেক"। এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন"। পরদিন প্রাতে ভীমসিংহ রাজমন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া রজনীর বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন; কিন্তু তাঁহারা সম্যক রূপে ঐ বাক্য গ্রাহ্য না করাতে নিবিড় রজনীযোগে সমীপে উপস্থিত থাকিতে তাহাদিগকে অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। নিরূপিত সময়ে দেবী পুনরায় প্রত্যক্ষ হইবায় দৈববাণী নিঃসৃত হইল; "যদিও সহস্র২ সামান্য ব্যক্তি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই; রাজভোগ ব্যতিরেকে আমার সন্তোষ জন্মে না। এক ২ ব্যক্তিকে রাজসিংহাসনারূঢ় করাইয়া তিন দিবস তাঁহাকে ছত্র এবং চামর ও কিরনিয়াদ্বারা রাজ সেবা করাইয়া চতুর্থ দিনে তিনি সমরক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পণ করিবেন তবে আমার সন্তোষ জন্মিবে"। এই বাক্যে সকলের প্রতীত হইল; এবং ইহার কর্ত্তব্যতাও স্থিরীকৃত হইল। দ্বাদশ রাজকুমার পরস্পর বিবাদে তৎপর হইয়া প্রত্যেকে দেশ-রক্ষা-রূপব্রতে অগ্রে উৎসর্গ হইতে চেষ্টিত হইলেন। প্রথমে অরিসিংহ জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত অগ্রগামী হইলেন। দ্বিতীয় অজয়সিংহ পিতার প্রিয়পাত্রবশাৎ পিতুনুরোধে ক্ষান্ত থাকিয়া পর২ একাদশ ভ্রাতা গত হইলেন। তখন ভীমসিংহ সেনাপতিদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন; "এক্ষণে আমি স্বয়ং চিতোর রক্ষা হেতুক প্রাণ দান করিব" এতৎপূর্ব্বেই "জোহর" নামক আর এক ভয়ানক ক্রিয়া সমর্পিত হইল। রাজপরিবারবর্গ যবন-হস্ত-হইতে স্বীয় সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা হেতুক এক নিবিড় গহ্বর মধ্যে চিতা প্রজ্জলিত করাইয়া ক্রমে২ সমস্ত রাজমাতা ও রাজ দুহিতা ও রাজ বনিতা ও রাজ স্বসা প্রভৃতি সহস্র২ রাজপুত্র-রমণীরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চিতারোহণ করিলেন। সর্ব্বশেষে স্ত্রীজাতির অদ্বিতীয় গর্ব্বপাত্রী ভীমসিংহের মনোরমা মহিষী পদ্মানী স্বীয় যৌবন ও সৌন্দর্য্য ও সতীত্ব দুরন্ত যবন হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে পিতা ও অবশিষ্ট পুত্র উভয়ে পরস্পরের রক্ষার্থে বিবাদমান হইলেন। অবশেষে পিত্রাজ্ঞা বলবতী হইল; এবং অজয় সিংহ এক ক্ষুদ্র দল আত্মীয় সমভিব্যাহারে অরি-শ্রেণিমধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে কেলবারা দেশে গমন করিলেন। পর দিবস প্রাতে রাণা ভীমসিংহ আপন বংশ রক্ষা বিষয়ে স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট সহস্র সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া নগরদ্বার বিমুক্ত করত রণভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া শত্রু-হত্যা করিতে২ সকলেই বীর

শয্যায় শয়ন করিলেন। আলাউদ্দিন্ পরিপূরিত মানসে চিতোর প্রবেশ করিয়া দেখেন যে নগর-মধ্যে মনুষ্য নাই। কেবল চতুর্দ্দিগে ছিন্ন-দেহ বীর-সমস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, এবং পদ্মানী অন্বেষণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তদভাবে গহ্বর মধ্যে চিতার শিখা দেখিতে পাইলেন। উক্ত গহ্বর চিরস্মরণীয় হইয়া দেবস্থলী মধ্যে গণ্য হইয়াছে; এবং আগন্তুক মাত্রের গতিরোধের নিমিত্ত এই রূপ জনশ্রুতি আছে যে তথায় এক কালসর্প বাস করে, যাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণ নাশ হয়।

সিম্পাঞ্জির বিবরণ।

কএক বৎসর হইল লণ্ডন নগরীয় জীব-সংস্থানুসন্ধায়িনী সভার উদ্যানে এক তরুণ বয়স্ক হৃষ্ট পুষ্ট সিম্পাঞ্জি নামক বনমানুষ-বিশেষ আনীত হইলে জনৈক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাহার স্বভাব ও চরিত্র সকল বিবেচনা করিয়া এক সুচারু প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া বিকাশ করা গেল। প্রস্তাব বাহুল্য হইবার ভয়ে সুমাত্রা দেশীয় বনমানুষের সহিত সিম্পাঞ্জির লক্ষণ-ভেদের বিবরণ এই ক্ষণে প্রকাশ করা গেল না।

"আফ্রিকা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের সমুদ্র-তটস্থ গ্রাণ্ডবেসান নামক স্থানের প্রায় ৬০ ক্রোশ অন্তরে উক্ত সিম্পাঞ্জির মাতা যৎকালীন তাহাকে ক্রোড়ে রাখিয়া স্তন পান করাইতেছিল সেই সময়ে গুলিদ্বারা ঐ প্রসূতিকে নষ্ট করিয়া এই শাবককে ধরা যায়। তথায় অতি যত্নে রক্ষিত হইয়া, তৎস্থানহইতে সমুদ্র-পোতদ্বারা ব্রিষ্টল নগরে প্রেরিত হয়, ও তন্নগরে প্রায় চারি সপ্তাহ থাকিলে পর, পূর্ব্বোক্ত জীব সংস্থানুসন্ধায়িনী সভার সভ্যগণেরা তাহাকে ক্রয় করিয়া অবিলম্বে আপনাদিগের উদ্যান মধ্যে লইয়া রাখিলেন। সে স্থলে এই পশুর কুঠরী প্রবেশ মাত্রেই আমরা উহার বৃদ্ধ, কুব্জ, ও খর্ব্ব কাফরির ন্যায় ভাব অবলোকনে আশ্চর্য্য হইলাম। ইহার শ্মশ্রুবধি বদনের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানে কতক গুলিন ক্ষুদ্র২ শুভ্র কেশ, এবং কপোলেতে সঙ্কুচিত চিহ্ন থাকাতে তাহার বৃদ্ধত্বের আধিক্য বোধ হয়। ইহার বয়স যথার্থ রূপে নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু দন্ত দৃষ্টে অনুমিত হইল যে অষ্টাদশ বা বিংশতি মাসাধিক না হইবেক। সিম্পাঞ্জী পশুর ইতিবৃত্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সহসা ইহার নিদর্শন দেখিয়া ইহাকে শিশু-মধ্যে গণ্য করিবেন। বিশেষতঃ ইতস্ততো দ্রুত গমনে রত ও সতত কৌতূহলাক্রান্ত থাকাতে ঐ বালাচরণ প্রকাশ পায়। অপিতু ইহা সতর্ক ও কৌতুকশালী হইয়াও কাহার প্রতি অপকারী কিম্বা উগ্রমূর্ত্তি হয় না; এবং তাহার নিকটে যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়, তাহার অবিকল জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে। আর নিকটস্থ প্রত্যেক বস্তু পরীক্ষা করণে এরূপ বিজ্ঞতা ও বিবেচকতা প্রকাশ করে, যে অতি প্রবীন দর্শনকারীও ইহাকে দেখিলে হাস্য সম্বরণে সমর্থ হইতে পারেন না।

"পিঞ্জর বা কুঠরীতে ইহাকে অনুক্ষণ বদ্ধ রাখায় ব্যায়ামাভাবে পীড়িত হইবে এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থে তাহার কুঠরী মধ্যে এক দোলনা স্থাপিত আছে, তদুপরি ইহা উপবেশন পূর্ব্বক শারীরিক ব্যায়ামে উল্লাসিত হয়, ও নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি প্রকাশ করে। তদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে ইহা বৃক্ষাদির নত শাখায় বা পল্লবে অবস্থান করিতে উপযুক্ত, ও ইহার পতন শঙ্কা নাই। কখন২ পশ্চাৎ পদ ও হস্তদ্বারা ঝুলনের রজ্জু
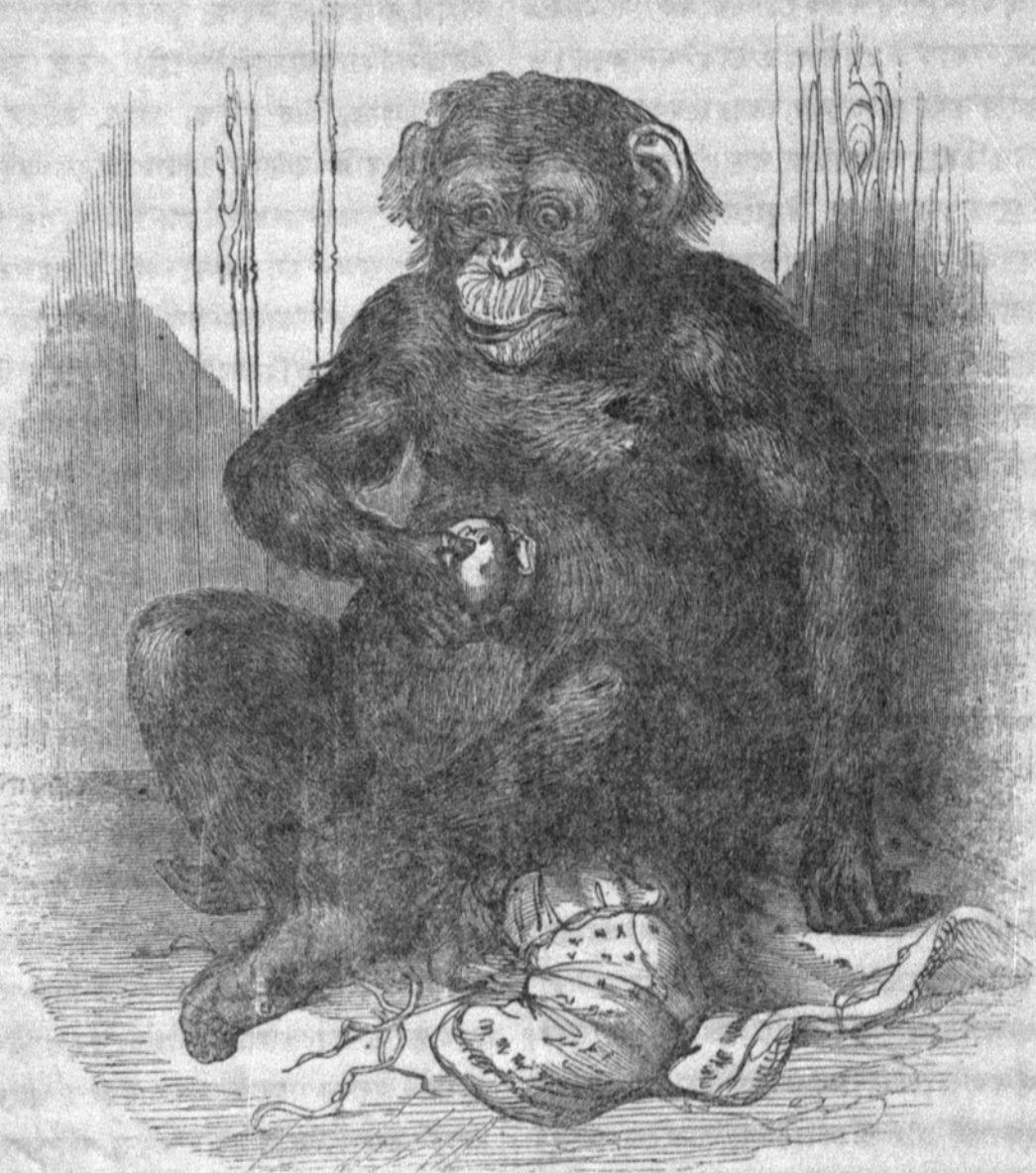
ধারণ পূর্ব্বক তাহার উপরে দণ্ডায়মান হয়। পরে এক চরণে কিম্বা এক করে শরীরের সমস্ত ভার রাখিয়া দুলিতে থাকে, অথবা রজ্জুর উপর অবিশ্রামে ও প্রফুল্লচিত্তে নৃত্য করে।

"উক্ত ক্রীড়ায় ক্লান্ত হইলে ভূমিতে পতিত হইয়া লুণ্ঠন করে, ও কখন খঞ্জভাবে ইতস্ততঃ করে, বা দ্রুত গতিতে গমনাগমন করে। এই রূপ ভ্রমণ কালীন হস্তের দুইটা অঙ্গুলির গ্রন্থি ভূতলে রাখিয়া ও স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ নত করিয়া বাড়াইয়া দেয়। এই পশু সর্ব্বদা সমান রূপে দাঁড়াইয়া চলিতে শক্য হয়, কিন্তু মনুষ্যের মত একাদিক্রমে পাদ নিক্ষেপ করিতে পারে না, কেননা মনুষ্য প্রত্যেক পাদ নিক্ষেপ কালীন প্রথমতঃ গুল্‌ফ দেশ উত্তোলন করে ও শরীরের ভার পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর

রাখে, ইহা সে রূপ না করিয়া এক সময়েই পদ-তল উত্থিত, ও নিক্ষিপ্ত করত প্রথমে এক পদে, পরে অপর পদে, কদাচ উভয় বিপর্য্যয়ে, গমন করে।

"এই পশু যখন পশ্চাৎ পদদ্বারা কোন কাষ্ঠাসন অবলম্বন করিয়া অনায়াসে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া পুনঃ তদবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন ইহাকে দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। এই ব্যায়ামে অতিশয় শারীরিক শক্তি প্রকাশ পায়, যেহেতুক ইহার দেহ সুদীর্ঘ, ও বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। ইহার পাকস্থলী বনমানুষের ন্যায় স্থূল।

"ইহাকে যাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহাদিগের প্রতি অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া ঐ পশু শিশুর ন্যায় তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করে। কখন বা তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে দৌড়ায়, কখন বা তাহাদিগের প্রবঞ্চনা করে, ও কদাচিৎ তাহাদিগের শরীরের উপরে আরোহণ করিয়া উহাদিগের গলদেশ হস্তদ্বারা বেষ্টন করে। পরন্তু প্রত্যহ ইহার হস্ত পদাদি ধৌত করিবার সময়ে সে অতি ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে।

"আমরা অনেক বার দেখিয়াছি যে এই জন্তু যখন তাহার পরিচারকের সমভিব্যাহারে ক্রীড়ায় ও পরিহাসাদিতে প্রবৃত্ত থাকে, তখন ইহার মুখশ্রী দর্শন করিলে ঐপশু যথার্থ হাস্য করিতেছে বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন; যেহেতুক তৎকালীন ইহার নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ মুদ্রিত, বদন-প্রান্ত অর্দ্ধ স্খলিত, ও দন্ত দর্শিত হওয়াতে এক অট্ট হাস্যবৎ শব্দ উচ্চারিত হয়। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে এই জন্তু কোন বস্তু প্রাপ্ত মাত্রেই বক্ষে রাখিতে অভিলাষ করে। উহাকে একটা টিনের ঝুমঝুমি প্রদান করাতে তাহার শব্দে মনোযোগ না করিয়া একেবারে দন্তদ্বারা চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল; পরে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা হস্তে ধারণ করিয়া নিক্ষিপ্ত করত অন্য একটা বস্তু লইল, এবং তাহাও ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের বস্তু গ্রহণ করিল। ইহা সর্ব্বদা হস্তদ্বারা অপ্রাপ্য বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া ত্যাগ করে। এই জন্তু মৃদু স্বভাব প্রযুক্ত সহজে রাগান্বিত হয় না; কিন্তু যদ্যপি কোন কারণে রাগান্বিত হয় তবে কর্কশে কণ্ঠ ও ওষ্ঠ উত্তোলন করিয়া গম্ভীর রূপে রাগোদ্দীপকের প্রতি দৃষ্টি করে, ইহাতে উহার কোটরস্থ চক্ষুদ্বয় চঞ্চল ও উজ্জ্বল হইয়া আকৃতির বিলক্ষণ চমৎকারিতা জন্মায়। ইহার বর্ণ ঘোর পাংশুল। এই ক্ষুদ্র জন্তুতে অন্য২ কপি জাতির ন্যায় হাস্য জনক ক্রীড়া, ও বাচালতা, ও চঞ্চলতা, ও অকারণ দন্ত প্রদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়া প্রায় দৃষ্ট হয় না। এবং এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় ক্ষুদ্র কপিদিগের সহিত ভিন্নতা হেতুক উহাকে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। ফল, দুগ্ধ, রন্ধিত মাংস, ও পিষ্টকাদি এই জন্তুর আমোদ জনক খাদ্য। ইহা চাও পান করিয়া থাকে; কিন্তু বিয়ার মদ্য বা অন্য কোন ফেণযুক্ত মাদক দ্রব্যাদি কখন পান করে না। যখন এই জন্তু মনুষ্যের ন্যায় দুগ্ধের বা চার পাত্র গম্ভীর রূপে হস্তে লইয়া ধীরে২ পান করত যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া দেয় তখন ইহাকে দেখিতে আমোদ জন্মায়। পান করিবার সময়ে এই জন্তুর ওষ্ঠ সর্ব্বদা উত্থিত থাকিলেও জলপাত্র বা একটা নারিকেল দুই হস্তে ধরিয়া উহার ছিদ্রে চপল ওষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া পান করত নিরুদ্বেগে যথাস্থানে রাখিতে পারে; এবং তৎ সময়ে তাহার আকৃতি দেখিতে অতি চমৎকার হয়। আমরা এই পশুকে একটা পিষ্টক ভক্ষণ করিতেও দেখিয়াছি। ইহা অন্য২ পশু জাতির ন্যায় পোষিত হয়, এবং উপকার ও যে

ব্যক্তি ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহারা উভয়ে ইহার প্রিয়পাত্র। ইহাদিগের আগমনে এই জন্তু নানা প্রকার হর্ষের চিহ্ন প্রকাশ করে; ও তন্নিমিত্তে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে দর্শন-মাত্রেই ওষ্ঠ স্ফুরিত করিয়া মদু২ শব্দে আহ্লাদ প্রকাশ করে, এবং যদ্যপি বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তবে নিকটবর্ত্তী হইয়া গাত্রোপরি উঠিতে থাকে, ও নানা প্রকার হাস্যজনক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কর্ম্মেতে সূপকার কখন২ বিরক্ত হয়, কেননা সে তাহার নিকটহইতে অবসর পাইতে পারে না; ও নিবারণ না করিলে বালকের ন্যায় অঙ্গরাখা ধরিয়া সঙ্গে২ বেড়ায়। এক দিবস ঐ পশু রন্ধনশালার গবাক্ষের কবাটোদ্ঘাটন করিয়া কৌতুকের সহিত চতুর্দ্দিগস্থ নানা প্রকার নুতন২ বস্তু নিরীক্ষণ করত উদ্যানের মধ্যে পলায়ন করিলে উহাকে পুনরানয়ন করা অতি সুকঠিন হইয়াছিল; কিন্তু পরে আহ্বান করিলে যদ্যপিও বাক্য সকল না বুঝিতে পারিয়াছিল তথাচ স্বরসংযোগ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং আপনার ভৃত্যগণের নিকট আগমন করত গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিল। বানর জাতি স্বভাবতঃ বৃহৎ সর্পকে ভয় করে, এবং তাহাদিগের দ্বারা প্রায় বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই জন্তু শৈশবাবস্থায় সর্প দেখে নাই অতএব এইক্ষণে সর্প দৃষ্টে ভীত হয় কি না ইহা নিরূপণার্থে লোকেরা তাহাকে একটা বৃহৎ সর্প দেখাইলে সে অতিশয় ভীত হইয়া এক কোণে লুকাইল। পরে সর্পের ঝুড়ির ডালা রুদ্ধ করিয়া তদুপরি একটা আতাফল রাখিলে যদ্যপিও সে ঐ ফল ভক্ষণ করিতে প্রয়াস করিয়াছিল, তথাপি ভয়প্রযুক্ত শত্রুর লুকাইবার স্থানে আসিতে সক্ষম না হইয়া নানা প্রকার শরীরের ভঙ্গিদ্বারা ভয় প্রকাশ করিল, তাহাতে কেহই কোন ক্রমেই তাহাকে মঞ্জুষিকার সমীপবর্ত্তী করণে সক্ষম হইল না। পরে সর্পকে স্থানান্তর করিয়া কিয়দংশ আতাফল চৌকির উপরে রাখিলে তখন সে বিশেষ অনুসন্ধান করত ও বার২ সচকিত গমনে অপ্রশস্ত মনে ফল গ্রহণ করিল। এই সকল পরীক্ষার দ্বারা ইহা স্পষ্ট বোধ হয় যে বানরজাতিমাত্রেই স্বভাবতঃ সর্পকে অতিশয় ভয় করে। সিম্পাঞ্জি কুক্কুরকে ভয় করে না, কেননা একটা মালটিস্ অর্থাৎ লোম শূন্য স্ত্রী কুক্কুর তাহার শাবকের সহিত সিম্পাঞ্জির ঘরে থাকাতে, সিম্পাঞ্জি শুনীর চীৎকারে কোন মনোযোগ না করিয়া পিঞ্জরের সমীপবর্ত্তী হইয়া উহার একএকটা শাবককে হস্তে লইয়া নিরীক্ষণ করত পুনর্ব্বার ধীরে২ রাখিয়া দেয়। এইরূপ পরিশ্রম করণানন্তর গৃহের কোণে কম্বলের বিছানায় যাইয়া কটিদেশ হস্তদ্বয়দ্বারা বেষ্টিত ও বদন আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে। ইহাকে উষ্ণ পরিচ্ছদ ও টুপি পরাইয়া ইংলণ্ড দেশে আনিবায়, ইহার অবিকল অপরূপ ও মনুষ্যাকৃতি হওয়াতে দর্শকমণ্ডলী-মধ্যে অসীম কুতূহল হইয়াছিল। অনেকে তাহার নম্রতা ও বুদ্ধি-বিষয়ে অধিক প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহার এতাদৃশ জ্ঞান ও মেধা থাকে কি না এই সন্দেহ অদ্যাবধি দূর হয় নাই। ইহা প্রতীত হইতেছে যে কপিজাতি বয়ঃপ্রাপ্ত মাত্রেই বাল্যকালের ক্রীড়াসক্তি ও নম্রস্বভাব সকল ত্যাগ করিয়া ঘোরতর রাগান্ধ ও হিংসুক হয়। এই জন্তুর স্বভাব ও মেধা অদ্যাবধি স্থির হয় নাই, কেননা এ পর্য্যন্ত কোন সিম্পাঞ্জি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত রাখা যায় নাই; এতজ্জন্যে আমরা ইচ্ছা করি যে এই জন্তু দীর্ঘজীবী হইয়া প্রাণিতত্ত্বজ্ঞদিগকে উহার পারকতা ও মেধা জ্ঞাত করাউক।" রা, চ, মি,।

নাগান্তক পক্ষী।

নাগান্তকপক্ষির অতি বিস্ময় জনক অবয়ব। ইহার পদদ্বয় সারসের পদের সদৃশ, অথচ মস্তক বাজের মস্তকের ন্যায়, এবং তদুপরি ময়ুর জাতির চূড়ার তুল্য এক চূড়া হয়, ও পুচ্ছ ময়ুর-পুচ্ছ সদৃশ দীর্ঘ হয়। পরন্তু ইহার শারীরিক সমুদয় লক্ষণ ও স্বভাবের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পক্ষিকে ক্রব্যাদ-বর্গের বাজ ও শকুনি শ্রেণির মধ্যে এক পৃথক্ জাতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান আফরিকা খণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চল। সেই স্থানে নানাবিধ সর্প ও বিষাক্ত কীট প্রচুর থাকায় তত্রত্য মনুষ্যদিগের সম্যগ্ অনিষ্ট হইত, কিন্তু এই পক্ষিরা নিয়ত তাহাদিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঐ হিংস্র-জীবদিগের সংখ্যা ন্যূন হইয়া পড়ে, সুতরাং মনুষ্যদিগের মঙ্গলদায়ক হয়। এই গুণ থাকাতে ফরাসিস্ লোকেরা গোয়াডুলুপ্ দেশে এই পক্ষি লইয়া প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সতত অহি-হিংসায় প্রবৃত্ত হওয়াতে এই পক্ষির নাম "নাগান্তক" হইয়াছে। অনেকে ইহাকে "মসীজীবী" অর্থাৎ কেরানি শব্দে কহেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে কেরানিরা যে প্রকারে কর্ণে লেখনী রাখিয়া থাকেন, এই পক্ষির চূড়াও তদ্রূপ বোধ হয়। কেহ২ দুর২ পাদ বিক্ষেপের ধারা দৃষ্টে ইহার নাম "দ্রুতপক্ষী" রাখিয়াছেন; এবং অপরে ইহাকে "ধানুকী" বা "তীরন্দাজ" শব্দে বিধান করেন, কারণ ধনুহইতে

যে প্রকারে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, এই পক্ষিরা তদ্রূপে চঞ্চুদ্বারা তৃণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

অন্যান্য বৃহৎকায় ক্রব্যাদ-বিহঙ্গমের ন্যায় নাগান্তক পর্ব্বত-শৃঙ্গে বা অতি উচ্চ বৃক্ষাগ্রে নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং তৎকর্ম্মে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে একত্রে নিযুক্ত হয়। স্ত্রীরা এককালে দুইটি অণ্ড প্রসব করে। কি শুষ্ক বালুকাময় ক্ষেত্র কি অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় জলাশয়, উভয়ই ইহাদিগের চরিবার স্থান; এবং প্রথমোক্তস্থানে সর্প ও গোধিকা এবং শেষোক্তস্থানে কচ্ছপ ও কীট-সকল ইহাদিগের মনোমত খাদ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল জীবদিগকে নাগান্তক পক্ষী আদৌ বিনাশ করিয়া পরে গ্রাস করে, এবং ঐ সংহার কর্ম্ম পদাঘাতদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অপর ইহার পদে এমন শক্তি আছে যে এক পদাঘাতে ইহা অনায়াসে স্থূলকায় কূর্ম্ম কি দুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল সর্প অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারে। দৈবাৎ তাহা না হইলে নাগান্তক পক্ষী ঐ সর্প লইয়া উড্ডীয়মান হইয়া অতি উচ্চহইতে তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করত স্বকার্য্য সাধন করে। কখন২ অতি বৃহৎকায় সর্পকে পুনঃ২ পাঁচ সাত বার প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ না করিলে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করে না; কিন্তু নাগান্তক তদ্বিষয়ে কোন মতে অপটু নহে, পদাঘাত ও পক্ষাঘাত ও উচ্চহইতে নিক্ষেপ করণদ্বারা সতত সর্পাদির সংহার করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ এই পক্ষী উগ্রস্বভাবী নহে, এবং অনায়াসে পোষিত হয়; কিন্তু ঋতুকালে পুংপক্ষিরা পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া থাকে।

কণিকাসমুচ্চয়।

অশ্ববিতরণ।

পাদরি হুক্ সাহেবকৃত "চীন তাতার ও তিব্বত দেশ-ভ্রমণ বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখিত আছে যে পূর্ব্ব-তাতার-দেশীয় "লামা" নামক বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাজকেরা প্রতিমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে এক উচ্চ শিখরোপরি আরোহণ করত বিদেশে গত আত্মীয় স্বজন ও স্বধর্ম্মাবলম্বিদিগের মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে; এবং পাছে তাহারা বাহন ভ্রষ্ট-হইয়া ভ্রমণ করিতে অক্ষম হয় বা ক্লেশ পায়, এতন্নিমিত্তে বহু সঙ্খ্যক ক্ষুদ্র২ কাগজ-খণ্ডে অশ্বাবয়ব অঙ্কিত করিয়া প্রবল বায়ু মুখে তাহা নিক্ষেপ করত এই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরানুগ্রহে ও তাহাদিগের ভজন-সাফল্যে ঐ অঙ্কিত অশ্ব প্রকৃতাবয়ব ও রক্ত-মাংসের শরীর প্রাপ্ত হইয়া পর্য্যটন-ক্লেশে নিবদ্ধ বিদেশস্থ ভ্রমণকর্ত্তৃদিগের দাসত্বে নিযুক্ত হইবেক।

মন্দ তিথি-নক্ষত্রাদির শান্তি করণের সুলভ উপায়।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ইহাও দৃষ্ট হইল যে তিব্বত দেশীয় দৈবজ্ঞেরা মন্দ তিথি নক্ষত্রাদির ফলে স্বদেশে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নিরাকরণার্থে তাহাদিগের রচিত পঞ্জিকাতে উক্ত তিথ্যাদির উল্লেখ করে না, এবং তৎপরিবর্ত্তে কোন মঙ্গলদ তিথির দ্বিত্বারোপ করে। কোন মাসে মন্দ নক্ষত্র বা করণ বা যোগবিশিষ্ট অমাবস্যা হইলে তাহাদিগের মতে সে মাসে অমাবস্যা নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে দুই দিবস চতুর্দ্দশী হয়; কখন২ পর পর তিন চারি তিথি অমঙ্গলদায়ক হইলে সে মাসে এ তিন চারি তিথি পঞ্জিকাতে থাকে না, এবং তৎস্থানে তৎপূর্ব্ব-গত শুভ তিথি পুনঃ২

লিখিত হয়, অর্থাৎ দশমী অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মন্দ হইলে সে মাসে ছয় দিবস নবমী থাকিয়া একে বারে প্রতিপদ হয়; দশম্যাদি তিথি এককালে ঘটে না।

যাত্ত্যার উপসর্গ।

স্বরভঙ্গো মতিশ্ছন্না গাত্রকম্পো মহদ্ভয়ং।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি সর্ব্বাণি যাচনে॥

স্বরভঙ্গ, বুদ্ধির ব্যতিক্রম, গাত্রকম্প এবং মহাভয়, যাহা মৃত্যু-কালের প্রধান চিহ্ন, তৎসমুদায় যাচ্ঞা করণ সময়েও উপস্থিত হয়।

উত্তমের ধর্ম্ম।

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনশ্চারুগন্ধং
প্রাণান্তেপি প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাং॥

যথা ইক্ষুদণ্ডকে খণ্ড২ করিলেও তাহার স্বাদুতা নষ্ট হয় না, এবং পুনঃ২ দগ্ধ করিলেও স্বর্ণের বর্ণের ব্যতিক্রম হয় না, আর চন্দনকে সতত ঘৃষ্ট করিলেও তাহার সদগন্ধ লোপ হয় না, তথা প্রাণান্তেও উত্তম ব্যক্তিদিগের স্বভাবের অন্যথা হয় না।

সৌহৃদ্যের পথ্য।

যদীচ্ছেদ্বিপুলাং প্রীতিং ত্রীণি তত্র ন কারয়েৎ।
বাগ্বাদমর্থসম্বন্ধং পরিহাসঞ্চ সর্ব্বদা॥

যাহার সহিত সম্যক্ প্রীতি করিবার মানস তাহার সহিত বিতণ্ডা ও অর্থ সম্বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, ও তৃতীয়তঃ তাহার সহিত অহরহঃ পরিহাস করাও নিষিদ্ধ।

লাহ্সা নগরীয়া স্ত্রীদিগের মুখবিন্যাস।

গৃহহইতে বহির্গমন সময়ে অথবা অপরিচিত পুরুষের সন্নিধানে অবগুণ্ঠনদ্বারা মুখাচ্ছাদন করণ রীতি স্ত্রীদিগের মধ্যে অনেক দেশে প্রচার আছে; কিন্তু লাহ্সা নগরে এতদ্বিষয়ে এক আশ্চর্য্য নিয়ম আছে, এমত আর কুত্রাপি নাই। পাদরি হুক সাহেব লেখেন যে পূর্ব্বে উক্ত নগরে অবগুণ্ঠনের ব্যবহার ছিল না; এবং যথাযোগ্য সন্নিয়মের অভাবে স্ত্রীরা অনেকে ধর্ম্ম-চর্য্যায় বিমুখ হইয়াছিলেন। এই মহদ্দোষের সদুপায় করণার্থে তিন শত বর্ষ-হইল তত্রত্য কোন প্রধান ধর্ম্মবেত্তা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে রাজপথে স্ত্রীদিগের উজ্জ্বল চন্দ্রানন দৃষ্টেই অনেকে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মাচরণের অন্যথা করে, অতএব তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে তৈল ও মসী ও অন্যান্য কুৎসিত দ্রব্যদ্বারা আপন২ মুখ অত্যন্ত কদর্য্যরূপে বিন্যাস না করিয়া কোন স্ত্রী উক্ত নগরের রাজপথে আসিতে পাইবেক না, এবং যে কেহ এই নিয়মের অন্যথায় আপন স্বাভাবিক অচিত্রিত মুখ লইয়া সাধারণ সমীপে দৃষ্টা হইবেক, তাহার দণ্ড বিধান করা যাইবেক। কথিত আছে যে এই নিয়ম প্রচার হওনাবধি অধর্ম্মাচরণের অনেক দমন হয়; পরন্তু সুচতুরা বেশ বিলাসিনীরা এই নিয়ম সত্ত্বেও আপন২ রূপ লাবণ্যের গরিমা প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে অপর স্ত্রীহইতে আপনাদিগের মুখ অত্যন্ত কদর্য্যরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন; সুতরাং উক্ত দেশে যাহার বদনে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক মসী তাহাকেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী জ্ঞান করিতে হয়।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ;

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড]　　　শকাব্দা ১৭৭৪, শ্রাবণ।　　　[১০ সঙখ্যা।

বিকুঞা পশু।
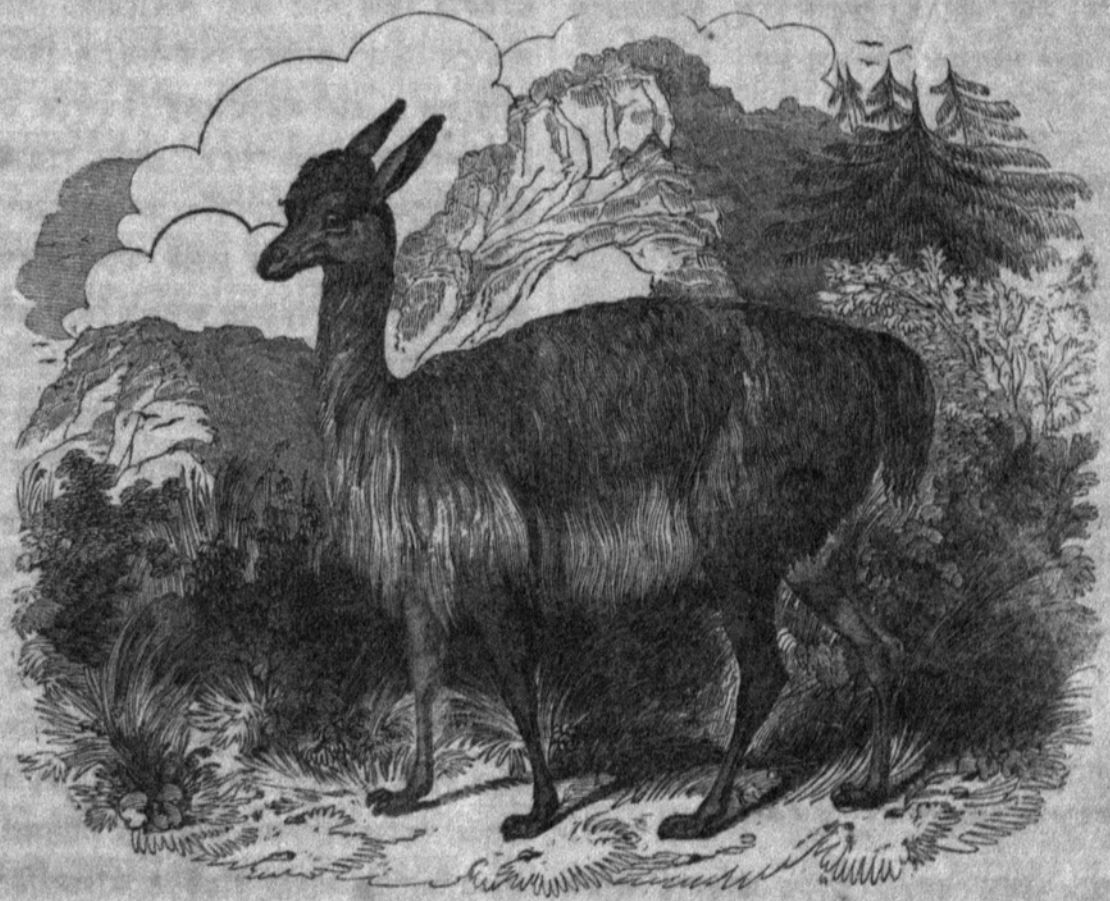
ল্লামা ও আল্পাকা বস্ত্র।

বিলাতহইতে যে সকল লোমশ বস্ত্র এতদ্দেশে আনীত হইয়া থাকে তন্মধ্যে ল্লামা এবং আল্পাকা বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষায় অভিনব, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ; পরন্তু ঐ বস্ত্র-সকল অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অনাদর যোগ্য নহে—বরং বিশেষ সমাদর করিবারই উপযুক্ত বটে; কারণ লোমশ বস্ত্রের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষায় চিক্কণ, সুক্ষ্ম ও লঘু, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিলে কার্পাশ

নির্ম্মিত বস্ত্রাপেক্ষায় শীতল বোধ হয়। এতদর্থে ইংরাজেরা বনাতের পরিবর্ত্তে অনেকে এই সুচারু বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং এতদ্দেশীয় কোন২ নব্য বাবুরাও আল্পাকা-নির্ম্মিত অঙ্গরাখা পরিধান করিতে আরব্ধ করিয়াছেন। আল্পাকা ও লামা বস্ত্র গরদের তুল্য লঘু ও চিক্কণ নহে, কিন্তু চাপ্‌কান্‌ বানাইবার নিমিত্তে গরদ অপেক্ষায় ইহা কোন২ মতে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্যয়-সম্বন্ধে আল্পাকার মূল্য গরদের তুল্য হইলেও আল্পাকাকে সুলভ মানিতে হইবেক; কারণ গরদ-নির্ম্মিত চাপ্‌কান্‌ কেম্ব্রিক্‌ বস্ত্রের চাপ্‌কানের ন্যায় একবার কি দুই বার পরিলেই কুঞ্চিত হইয়া যায়, তৎপরে ধৌত করিয়া তপ্ত লৌহদ্বারা "স্ত্রি" * না করিলে আর পরিধানের যোগ্য হয় না। আল্পাকা বস্ত্রের চাপ্‌কান্‌ সাবধানে ব্যবহার করিলে ছয় মাসের মধ্যে ধৌত করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং যাহার সপ্তাহে ৫।৬ টা কেম্ব্রিক্‌ বা গরদের চাপ্‌কান্‌ প্রয়োজন হয় সে অনায়াসে একটা আল্পাকার চাপকানে ছয় মাস কালযাপন করিতে পারে। অপর আল্পাকা বস্ত্র শুক্ল কৃষ্ণাদি নানা বর্ণের হইয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়েও কাহার পক্ষে অপ্রিয় হইবেক না।

লামা বস্ত্রাপেক্ষায় শাল সুদৃশ্য ও গরীয়স্‌ বটে; কিন্তু লামা শালহইতে লঘু ও শীতল, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহারার্থে পূর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেয়োজনক; পরন্তু যে দেশে ক্রমাগত নয় মাস ঢাকাই মল্‌মলও অসহ্য বোধ হয়, তথাকার লোকেরা যে স্বদেশজাত জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় সুক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেশীয় লোমশ বস্ত্রের অনুরাগ করিবেক ইহা সম্ভবও নহে, এবং প্রার্থনীয়ও নহে। তবে মনুষ্য জাতির সুখ সম্ভোগ-বৃদ্ধি করিবার যত উপায় বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে লামা ও আল্পাকা বস্ত্র লোমজ। ঐ লোম দক্ষিণ আমরিকা দেশজ পশু-বিশেষের দেহ হইতে উদ্ভব হয়। উক্ত দেশীয় ব্যক্তিরা বহুকালাবধি ঐ লোমদ্বারা এতদ্দেশীয় মলিদা † বস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার স্থূল বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এবং ঐ লোমজাত সূত্রদ্বারা বস্ত্র বপনও করিত; কিন্তু তাহা ইদানীন্তনের আল্‌পাকা বা লামা বস্ত্রের তুল্য হইত না। শেষোক্ত বস্ত্রদ্বয় আদৌ ইংরাজেরা প্রস্তুত করেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা সর্ব্বত্র নীত হইয়াছে। উক্ত লোম যে পশুর দেহহইতে উৎপন্ন হয় তাহার আকৃতি উষ্ট্রের তুল্য, কিন্তু উষ্ট্রহইতে আকারে ক্ষুদ্র। উষ্ট্রের ন্যায় লামার পৃষ্ঠে ককুদ থাকে না, অথচ পৃষ্ঠদেশের অস্থি সকল উভয়েরই তুল্য; এবং ইহারা উভয়েই তৃণহীন-স্থানে বাস করিতে ও জলকষ্ট সহ্য করিতে তুল্যরূপে সক্ষম, ও উভয়েই ভার বহন করিতে সর্ব্বতোভাবে পারগ। পরন্তু আশিয়া খণ্ডের উষ্ট্র বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করে, এবং তদর্থে তাহার পদতল স্থূল ও প্রশস্ত হয়, এবং তাহাতে চর্ম্মপিণ্ড থাকে। ঐ চর্ম্মপিণ্ডদ্বারা তাহারা উত্তম-রূপে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়, ও তাহাদের পদ বালুকামধ্যে পুতিয়া যায় না। লামা পশু পর্ব্বত-শিখর বাসী; তথায় স্থূলপদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা ইহাদিগের পদকে দুই অঙ্গুলিতে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গুলীর অগ্রে এক দৃঢ় নখ থাকে। লামার আকৃতি উষ্ট্রাপেক্ষায় অধিক সুন্দর; ইহার পদ

* তপ্ত লৌহদ্বারা কুঞ্চিত বস্ত্র ঋজু ও দৃঢ় করণের নাম "স্ত্রি"।

† বস্ত্র সামান্যতঃ উপ্ত হয়, অর্থাৎ ওত (টানা) ও প্রোত (পড়েন) সংযোগে প্রস্তুত হয়; মলিদা তদ্রূপে হয় না। আঠাবিশিষ্ট কোন পদার্থে লোম ভিজাইয়া তাহা বস্ত্রাকারে জমাইলে "মলিদা" প্রস্তুত হয়।

সুক্ষ্ম, স্কন্ধ ঊর্দ্ধাভিমুখ, মস্তক ক্ষুদ্র, নয়ন উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য, এবং কর্ণ দীর্ঘ ও নম্র। ইহার বর্ণ ও লোম এক প্রকার নহে, কতক খর্ব্ব, কতক দীর্ঘ কতিপয় কুঞ্চিত, কতকগুলিন সরল হয়।

স্বভাবতঃ ল্লামারা ১।২ শত সংখ্যায় একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; এবং "ইহো" নামক এক প্রকার শরবৎ তৃণ ভক্ষণ করত দিনপাত করে, ও ঐ শর নবীন হইলে জলপান করে না। পরন্তু শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিলে জলপানের প্রয়োজন হয়। মল পরিত্যাগ করণ সময়ে ইহারা এক বিশেষ নির্ণীত স্থানে গমন করে। অন্য পশুর ন্যায় অনিয়মে যথা তথায় মল ত্যাগ করিবার রীতি ইহাদিগের মধ্যে নাই; এবং এই স্বভাব-বশতঃ ইহারা সর্ব্বদা প্রাণে বিনষ্ট হয়, কারণ ইহাদিগের লোম আহরণকারি চিলিদেশীয় মনুষ্যেরা ঐ স্থান নির্ণয় করিয়া এক-কালে অনায়াসে শতাধিক পশু বিনাশ করে। কেহ২ কুক্কুরদ্বারাও এই পশু বধ করিয়া থাকে; এবং অপরে পর্ব্বতমধ্যস্থ অপ্রশস্ত স্থানে ২।। হস্ত উর্দ্ধে এক গাছা রজ্জু বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যে২ মলিন বস্ত্র-খণ্ড বান্ধিয়া রাখে; পরে অনেকে একত্র হইয়া এক দল ল্লামা পশুকে ঐ রজ্জুর নিকটে তাড়াইয়া দিলে ল্লামারা ঐ মলিন বস্ত্র সংযুক্ত রজ্জু দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়ে স্পন্দহীন হয়, এবং ঐ অবকাশে শিকারিরা ইষ্টক নিক্ষেপ করত বহু সঙ্খ্যক পশু বধ করে। কথিত আছে যে এই প্রকারে প্রতি বৎসর অশীতি সহস্র পশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গৃহ পালিত ল্লামা অনায়াসে মনুষ্যের বশীভূত হয়, অথচ ইহাদিগকে শস্যাদিদ্বারা পোষিত করিতে হয় না, কারণ উহাদিগের খাদ্য উহারা আপনারাই সঙ্গ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের এক বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ইহাদিগকে বিরক্ত করিলে অথবা প্রহার করিলে ইহারা মুখ ফিরাইয়া প্রহারকর্ত্তৃর বদনে নিষ্ঠীবন করে; এবং ঐ থুথু অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হওয়াতে প্রহারকর্ত্তারা ঐ পশুর পদাঘাতাপেক্ষায় নিষ্ঠীব সহ্য করা কঠিন বোধ করেন। ভারবহনের নিমিত্তে চিলি দেশে বৃষের পরিবর্ত্তে ল্লামা পশুর ব্যবহার আছে, এবং তাহারা ১।।০ মন ভার লইয়া অনায়াসে ১০।১২ ক্রোশ যাইতে পারে। ল্লামার মাংস সুখাদ্য, বস্ত্রার্থে তাহাদিগের লোম সমাদরণীয়, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ জন্য ইহাদিগের অস্থি অতি উপযুক্ত, এবং জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ইহাদিগের ঘুঁটিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে; ফলতঃ এক ল্লামা-পোষিয়া তাহাহইতে চিলি দেশীয় ব্যক্তিরা ভৃত্য, খাদ্য, বস্ত্র, আয়ুধ ও জ্বালানি কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়; অথচ এমত উপকারি পশু-প্রতিপালনার্থে কোন পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পশুর তিন জাতি নিরূপণ করিয়াছেন; প্রথম, যাহাদিগের লোম দীর্ঘ এবং কর্কশ; দ্বিতীয়, যাহাদিগের লোম কোমল এবং খর্ব; এবং তৃতীয়, যাহারা পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়াপেক্ষায় ক্ষুদ্র এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোমল লোমবিশিষ্ট। প্রথম প্রকার পশুর নাম "আলপাকা" বা "পাকো"; দ্বিতীয় জাতি পশুর নাম "ল্লামা" এবং তৃতীয়ের নাম "বিকুণা"; ইতিমধ্যে শেযোক্ত পশুর অবয়ব ১৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

দেশ-ভ্রমণ।

(প্রেরিত প্রস্তাব)

মানব জাতির জ্ঞানোপার্জ্জন নিমিত্ত যে যে কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পর্য্যবেক্ষণও এক কারণরূপে গণ্য, যাহা সম্পূর্ণরূপে দেশ ভ্রমণের পরতন্ত্র; অতএব

যাঁহারা জ্ঞানলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের দেশ-ভ্রমণ করা বিশেষ আবশ্যক। পরন্তু ইহার অসাধারণ ফল কেবল বিভিন্ন দেশ ভ্রমণেই প্রাপ্ত হওয়া যায় এমত নহে; এতদর্থে বিশেষ২ পদার্থের পর্য্যবেক্ষণ করার অত্যন্ত প্রয়োজন। অধ্যয়নদ্বারা যে সকল জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা ইহার ফল-হইতে প্রচুর, কারণ দেশ-ভ্রমণ-সহকারে যে জ্ঞানাদির উপার্জ্জন করা যায় তাহাতে উপাধ্যায়াদির উপদেশ সমগ্রূপেই বিহীন, অধ্যয়নাদিতে তাহার নিতান্ত সাপেক্ষত্ব আছে, সুতরাং আচার্য্যদিগের উপদেশ-পরম্পরার বাহুল্য প্রযুক্ত অধ্যয়ন ফলের আতিশয্য স্বীকার করিতে হয়। যে কোন লোক যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করুন না কেন, পরিশ্রমে পরাঙমুখ হইয়া এই আবহমান কাল পর্য্যন্ত কেহ কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সুতরাং যাঁহারা ইহার ফল লাভে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ গ্রহণ না করেন, তাঁহাদের এই অসুলভ জ্ঞানলাভে সুতরাং বঞ্চিত হইতে হয়।

ভ্রমণ-চর্য্যায় সকলে এক অভিপ্রায়ে নিযুক্ত হয়েন না; সুতরাং অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু নিরীক্ষণ ও লোকাদির চরিত্র সন্দর্শন, এই উভয় কর্ম্মে মনঃসংযোগের সম্যগ্ ন্যূনাতিরেক হয়। যাঁহারা উদ্ভিদ্বিদ্যাদির অনুশীলনে যত্ন করেন, তাঁহাদিগের উদ্যান ও বন দর্শন করাই শ্রেয়ঃ কল্প, আর নগর ও লোকাদির ব্যবহার বিলোকন দ্বিতীয় কল্প; কিন্তু যাঁহারা বিদেশীয় রীতি নীতির বিস্তার জ্ঞাত হইবার বাসনা করেন তাঁহারা অবশ্যই এনিয়মের বৈপরীত্যের অনুধাবন করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তাঁহারা প্রথমতঃ মনুষ্যদিগের চরিত্রাদি দেখিয়া পশ্চাৎ নগরাদি অন্য পদার্থ দর্শন করেন। বালকেরা যদবধি মানবদিগের চরিত্রাদি-সন্দর্শনে সক্ষম না হয়, তাবৎ কালপর্য্যন্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেই উৎসুক হয়; আর যে সকল ব্যক্তি মনুষ্যদিগের চরিত্রজ্ঞানে পারগ তাঁহারা প্রথমে নগরদর্শন ও অবসর-ক্রমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানানুসন্ধান করেন। পরন্তু ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণের উপকার না দেখিয়া যাঁহারা নগরাদি পরিভ্রমণের অনাবশ্যকত্ব স্বীকার করেন, সে কেবল তাঁহাদিগের অদূরদর্শিত্বের কারণ। এক্ষণে দেশাদিভ্রমণ সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য কি না ইহা বিবেচনা করিতে হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, ইহা সকল লোকের পক্ষে তুল্য শ্রেয়স্কর হয় না। যাঁহাদিগের অবিচলিতচিত্ত, ও যাঁহারা অপরাপর কুৎসিত লোকদিগের চরিত্র শ্রবণ কিম্বা দর্শন করিয়া স্বীয় স্বভাব-পথহইতে পরিচ্যুত না হয়েন, দেশ ভ্রমণ তাঁহাদিগেরই অত্যন্ত উপকারের নিমিত্তে হয়। অপর অনেকের আচরণ দেশ ভ্রমণদ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; ও উত্তমতা অধমতাকে আশ্রয় করে এবং কখন অধমও উত্তম হইয়া উঠে। এমন কতশতলোকদিগকে দেখা গিয়াছে যাহারা দেশ যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একেবারে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব নির্দ্ধারিত চরিত্র অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে সচ্চরিত্র না দেখিয়া অসদ্বৃত্ত দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে ভ্রমণকর্ত্তরা অনেকেই দেশ ভ্রমণের পূর্ব্বে নানা বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চয় করিব সংকল্প করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না, বরং নানা প্রকার ক্লেশ সহনে পরাঙমুখ হইয়াই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাও আমরা অনেক ব্যক্তিতে দেখিতেছি, যে তাঁহারা পরিবারের তিরস্কার কলহ প্রভৃতি ক্লেশে অসহিষ্ণু হইয়া অথবা নরহত্যাদি মহাপাপ সম্পাদন পূর্ব্বক রাজদণ্ডভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই বিস্তীর্ণ

ধরামণ্ডলে পরমেশ্বর-প্রণীত পদার্থের জ্ঞানই সার, তাহার সম্যক্ উপার্জ্জন নিমিত্ত যাঁহারা দেশ ভ্রমণ স্বীকার করেন্ তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি বিরল। যে যুবা ব্যক্তিরা সুশিক্ষা-বিরহে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রায় তত্রত্য লোকদিগের সুব্যবহার সঙ্গুহে বঞ্চিত হইয়া মন্দব্যবহারই লাভ করিয়া থাকে; কেবল সুশিক্ষিত হইয়া যাঁহারা এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন্। যুবা ব্যক্তিরা যদি দেশ ভ্রমণে ইচ্ছা করেন্ অথচ সেই সকল দেশের চলিত ভাষায় অনভিজ্ঞ হন, তবে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যবিষয়ে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে তাঁহারা এমত লোক সমভিব্যাহারে নগর পর্য্যটন করিবেন, যাহারা সেই২ জনপদের ভাষায় সুশিক্ষিত, ও তথাকার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। কারণ ঈদৃশ লোক অনায়াসেই তাঁহাদিগকে বিশেষ দর্শন যোগ্যবস্তুর উপদেশ প্রদান করিতে পারে; আর সেই২ স্থানের বিচার ও নিয়ম-প্রণালী অতি সহজেই তাঁহাদিগের বুদ্ধিগোচর করাইতে সক্ষম হয়েন। এই সদুপায় ব্যতিরেকে যুবাপুরুষদিগের পক্ষে এতদ্বিষয়ে আর কোন উপায়ান্তর আমাদিগের নয়নগোচর হয় না। আমরা বিদ্যোপার্জ্জন প্রভৃতি যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবশ্যকবোধে নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষ করি তাহা নিয়মের অধীন হইয়া করাই কর্ত্তব্য।

দেশ-ভ্রমণ শিক্ষাপ্রণালীর এক প্রধান অংশ; অতএব ইহা উপযুক্ত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করা মানব জাতির পক্ষে শ্রেয়স্কর। যাঁহারা নিয়ম বশে না থাকিয়া জ্ঞান বুদ্ধিবাসনায় পর্য্যটন পরিশ্রম অকাতরে স্বীকার পূর্ব্বক নানা লোক ও বস্তু সকল নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ফলের শতাংশের একাংশও লাভ করিতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের অতি আবশ্যক, যে তাঁহারা এক২ খানি পুস্তক করিয়া যে২ দেশ ভ্রমণ করেন, সেই ২ স্থানের সবিশেষ বৃত্তান্ত লেখেন: কারণ ইহা করিতে হইলে বহুবিষয়ের অনুসন্ধান অপেক্ষা করে, সুতরাং তদ্দ্বারা জ্ঞান প্রাচুর্য্য লাভের সম্ভাবনা। সাতিশয় যত্ন পুরঃসর প্রতিদিবস দৈনন্দিনবৃত্তান্ত সকল লেখাও তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সচরাচররূপে এমন দেখা যায় যে অনেকানেক বিলাসিব্যক্তিরা দুর্লভ জ্ঞানের পরিবর্ত্তে কেবল চিত্তের আনন্দ জন্মাইবার জন্য স্বীয়বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে নানা দেশ ও রাজসদন প্রভৃতি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, আর যদি দৈবক্রমে তাঁহারা লিখন পঠনাদিতে সক্ষম হয়েন, তবে সময় ক্রমে পুস্তক শালাদিতে উপস্থিত হইয়া রমণীয় আখ্যায়িকা ও সর্ব্বজন বিদিত প্রাচীন বৃত্তান্তাদি পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফলতঃ তাঁহারা ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাহার ফলে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন, এবং তদ্দর্শনে অনেকেই বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত ইহার অব্যবহার্য্যত্ব স্বীকার করেন।

যাঁহারা মনুষ্যদিগের চরিত্রাদি দর্শন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে মানস করেন, তাঁহাদিগের সেই২ দেশের কেবল রাজধানীতে কালক্ষেপণ না করিয়া তাহার প্রান্তবাসী লোকদিগের ব্যবহার-পরম্পরা দর্শন করা কর্ত্তব্য। দেখুন না কেন, যাবতীয় প্রধান ২ নগর দৃষ্ট হইতেছে তৎ সকলেই সমতুল্য। তত্রত্য ব্যক্তিগণের চরিত্রাদিনানা জাতীয় লোকদিগের সহবাস-প্রযুক্ত নানামতে বিমিশ্র হওয়াতে তাহা বিশেষ রূপে অবগত হওয়া অতিশয় দুষ্কর, সুতরাং যাঁহারা বিশেষ ২ দেশের বিশেষ২ রীতি নীতির লক্ষণ জ্ঞাত হইতে

বাঞ্ছা করেন পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এই মহানগরী কলিকাতা মধ্যে যে সকল লোক বাস করেন তাঁহাদিগের চরিত্রাদি দর্শন করিয়া হিন্দুদিগের যথার্থ রীতি নীতি ও তাঁহাদিগের কিপ্রকার ধর্ম্ম ইহা বিশেষ রূপে বোধ করা অতিশয় কঠিন; অনুমান করি কোনক্রমেই বোধ করা যায় না, যেহেতুক সেই সকল লোকের মধ্যে কিয়দংশ ইংরাজদিগের মতব্যবহার করিয়া থাকেন, ও কতক গুলিন্ বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোসলমানদিগের রীতির অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের রীতি নীতি ও ধর্ম্মাদি দেখিয়া বঙ্গদেশের আদিম ধর্ম্মাদি অবগত হওয়া অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে ভ্রমণকারি মহাশয়দিগের উত্তমরূপে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দর্শনাদি করা বিশেষ প্রয়োজন। দেখুন্ যদি কোন লোক কোন এক দেশে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজনীতি এবং রাজা ও প্রধান ২ মন্ত্রিবর্গের বিচারপদ্ধতি শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হন, আর তাঁহাদিগের বিচার সমূহ প্রজাদিগের কিরূপ কল্যাণকর তাহা যদি না অবগত হয়েন, তবে তাঁহাদিগের উক্তবিচার শ্রবণাদিকে অবশ্যই পণ্ডশ্রম বলিয়া মানিতে হইবেক। সুতরাং এবম্বিধ স্থলে পর্য্যটন কারিদিগের বিবেচনা পূর্ব্বক দর্শনকরার যে কি অত্যন্ত আবশ্যক তাহা অবশ্য সকলের বোধগম্য হইবেক। দেশভ্রমণ প্রথা ইংলণ্ড মহারাজ্যে অতিশয় প্রচলিত। তথাকার লোকেরা অনেকে প্রায় বিদ্যালয়ে পাঠসমাপনানন্তর নানা দেশ ভ্রমণদ্বারা অশেষ প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। এতজ্জন্য তত্রস্থ লোকেরা এক্ষণে এমত ভূতত্ত্ববিদ্ হইয়াছেন যে তাঁহারা এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলকে করস্থিত বদরিকার ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, যে অন্যদেশীয় লোকেরা এই প্রথা বিহীন হইয়া কূপস্থিত মণ্ডূকের ন্যায় চিরদিন অবস্থিতি করিতেছেন, আর তজ্জন্য এমত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন যাহা বর্ণন করিতে হইলে কেবল বিলাপ ও পরিতাপের উদয় হয়!

নীড়।

নীড় নির্ম্মাণ বিষয়ে বিহঙ্গমেরা যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করে তাহার আলোচনায় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন; যেহেতু তাহা জীবদিগের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহের এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল, এবং সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অসীম কৃপার চিহ্ন দৃষ্টে কাহার অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার না হইবেক? আশু বিবেচনায় বোধ হয় যে বিহঙ্গমের বুদ্ধি বৃত্তির সঞ্চারও নাই, ফলতঃ জীবনের অপরাপর কর্ম্ম সমাধা করণবিষয়ে তাহাদিগের অল্প বুদ্ধিতার এপর্য্যন্ত ভূরি২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তাহার উল্লেখ করাতে ব্যক্ত কথার পুনরুক্তি বোধে পাঠকদিগের বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা, অথচ পক্ষিদিগের নীড় নির্ম্মাণ-কুশলতা-দৃষ্টে মনে ইহার সম্যক্ বিপরীত ভাবই উদয় হয়। দেখুন অতি সামান্য ক্ষুদ্র টুন্টুনি পক্ষী, যাহার অন্য কোন ক্ষমতা নাই, সে নীড় নির্ম্মাণ বিষয়ে কি পর্য্যন্ত দক্ষতা প্রকাশ করে! কতপরিশ্রমে এবং কীদৃশ নৈপুণ্যতা-সহকারে কার্পাশ সঙ্গ্রহ করত সেই কার্পাশে সূত্র বানাইয়া তদ্দ্বারা এক পত্রোপরি অপর এক পত্র সীবনকরত, পরে সেই পত্র নির্ম্মিত কুঠরি মধ্যে অপূর্ব্ব কোমল শয্যা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি অণ্ড প্রসব করে; এবং পাছে কেহ ঐ নীড় দে-

খিতে পায় এতন্নিমিত্তে নানাবিধ পত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করে। মির্চিং (মধুচুক) পক্ষির নীড়ও অতি সুন্দর। উহা পাটদ্বারা নির্ম্মিত হয়, এবং তদুপরি ঐ পক্ষিরা এক প্রকার সূক্ষ্ম সূত্র বেষ্টন করত তাহার মধ্যে উত্তম পিঞ্জিত পাটের বিছানা সংস্থাপন করে। অনেক পক্ষী মৃত্তিকা বা

বালুকা খনন করিয়া তন্মধ্যে নীড় স্থাপন করে, এবং এতদ্দেশে গাংসালিক উহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। কতক পক্ষী মৃত্তিকার নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং অপরে তৃণাদির নীড় বানাইয়া তাহাতে মৃত্তিকার লেপ দেয়। কাঠঠোকরা আদি কতক পক্ষী কাষ্ঠ ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, এবং তদ্ধেতুক তাহারা "সূত্রধর" শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে। বৃহৎকায় পক্ষি-সকল, যাহাদিগের শরীর স্বাভাবিক অতি উষ্ণ এবং যাহারা এককালে দুইটি মাত্র অণ্ড প্রসব করে, তাহারা নীড় নির্ম্মাণে বিশেষ মনোযোগী নহে; কিঞ্চিৎ তৃণ একত্র করিয়া তদুপরিই অণ্ড প্রস্ফোটিত করে। ক্ষুদ্র পক্ষিদিগের শরীর তাদৃশ উষ্ণ না হওয়াতে সুতরাং তাহাদের অণ্ড উষ্ণতাভাবে অনায়াসে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা এই পক্ষিদিগকে এই সংস্কার ও শক্তি দিয়াছেন যে তাহারা জলবায়ুর অভেদ্য অতি উত্তম ও উষ্ণ ও কোমল নীড় অনায়াসেই নির্ম্মাণ করিতে পারে। উত্তরামরিকাদেশীয় টুণ্টুনির তুল্য এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী এমত আশ্চর্য্য নীড় নির্ম্মাণ করে যে তদ্দৃষ্টে জনৈক সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছিলেন যে, "বোধ হয়, এই পক্ষীহইতে মনুষ্য সূচিকর্ম্ম শিখিয়াছেন"; এবং অপর এক জন তৃণাদিদ্বারা ইহাদিগের নীড় বপন করিবার ধারা দৃষ্টে কহিয়াছিলেন; "বোধ হয়, পুরাতন ভগ্ন বস্ত্র দিলে ইহারা মনুষ্যাপেক্ষায় উত্তমরূপে রিফু করিতে পারে"। কোন২ পক্ষি কার্পাশ বা তদ্বৎ অন্য পদার্থ জমাইয়া এক প্রকার মলিদা বস্ত্র প্রস্তুত করত তদ্দ্বারা নীড় নির্ম্মাণ করে। ঐ মলিদা মনুষ্যজাত মলিদার তুল্যপ্রায় বোধ হয়। এতদ্দেশীয় তালচড়া পক্ষির ন্যায় জাবাদ্বীপস্থ এক জাতীয় পক্ষী তাহার মুখামৃতদ্বারা এক প্রকার নীড় বানাইয়া থাকে। ঐ নীড় বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য এই যে তাহা জলে সিদ্ধ করিলে তাহার সমুদয় দ্রব হইয়া মাংসের ঝোলের ন্যায় অতি সুখাদ্য ঝোল প্রস্তুত হয়, কিছু মাত্র মলা কি কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না। চীন দেশীয় মনুষ্যেরা এই ঝোল অত্যন্ত প্রিয় ও পুষ্টিকর জ্ঞান করেন; এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসকেরা নানাবিধ রোগোপশমনার্থে ইহা পথ্যরূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন, সুতরাং অনেকেই ইহার প্রয়াসী হওয়াতে ইহা অত্যন্ত বহুমূল্য হইয়াছে, এবং সচরাচর সুবর্ণের সহিত তুল্যমূল্যে বিক্রয় হয়।

এতদ্দেশীয় বাবুই * পক্ষির সুচারু নীড় সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাদিগের এক তালা, ডেড় তালা দো তালা, এবং কদাপি তিন তালা বাসা যে কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যতার সহিত রচিত হয় তাহাও অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে রজনীযোগে বাবুই পক্ষিরা যথাথ বাবুয়ানার নিয়মে আপন আপন গৃহ দীপালোকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে; এবং বিলাতি কাচের দেয়ালগিরির অভাবে বাসার দেয়ালে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে জোনাকিপোকা সংলগ্ন করত স্বস্ব অভীষ্ট সিদ্ধ করে। গৃহপালিত বাবুইপক্ষিরা আপন২ প্রতিপালকদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের আজ্ঞানুসারে বারুদ পুরিয়া পিস্তল ছুড়িতে পারে। শ্রুত আছি যে পশ্চিমাঞ্চলে কোন২ সুচতুর নায়কেরা এই পক্ষী প্রেরণ করত দূরস্থ নায়িকার মস্তকহইতে টীকাভরণ অপহরণ করিয়া থাকে।

আমরিকা দেশীয় বাবুইয়ের নীড় এতদ্দেশীয় বাবুই-বাসার তুল্য; কিন্তু তাহা কদাপি দুই তালা হয় না। ইহার ছবি ১৫১ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

*প্রশ্ন: বাবু শব্দহইতে কি বাবুইয়ের উৎপত্তি? এবং তাহাদের পরস্পর কি কোন সম্বন্ধ আছে?

153

তদ্দৃষ্টে পাঠক-মহাশয়েরা তাহার অবয়ব জ্ঞাত হইবেন। উত্তরআমেরিকায় এই পক্ষির নাম বাল্‌টিমোর্, এবং গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে ইহারা নগরে আগমন করত উচ্চ বৃক্ষাগ্রে আপন মনোহর নীড় নির্ম্মাণ করে। এতৎ-সময়ে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অতি সাবধানে রেশম ও সূত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক করেন, কেনना অবকাশ পাইলেই এই পক্ষিরা ঐ সূত্রাদি চুরি করিয়া আপন ২ আবাস নির্ম্মাণার্থে লইয়া যায়। ঐ নীড় নির্ম্মাণার্থে শণ, পাট, কার্পাশ, রেশম, কেশ, লোম, যে কিছু সূত্রবৎ কোমল বস্তু তাহারা প্রাপ্ত হয় তাহাই সংগ্রহ করে, এবং তৎসমুদায়-অশ্ব কেশদ্বারা অতি সাবধানে সীবিত করিয়া অতি পরিপাটী নীড় প্রস্তুত করে। নীড়ের অধোভাগ গোকেশদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অশ্বকেশদ্বারা অপর বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়। দৃষ্ট হইয়াছে যে সকল বাল্‌টিমোর্ পক্ষির নীড় তুল্যাকার হয় না। তাহার পারিপাট্যবিষয়ে বিশেষ তারতম্য আছে, এবং বোধ হয়, ঐ তারতম্য তাহাদের বয়ঃক্রম ভেদে ঘটে; বয়সের আধিক্যের সহিত এই পক্ষিরা নীড় নির্ম্মাণে উত্তরোত্তর পারদর্শী হয়। পরন্তু এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে যদ্যপি পক্ষিরা কেবল জাতি সংস্কার বশতঃ নীড় নির্ম্মাণে রত হয়, বিবেচনাবশতঃ তৎকর্ম্ম করে না, তবে তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রাপ্তির কারণ কি?

সম্পত্তি শাস্ত্র।

পরিশ্রম।

মনুষ্য জাতির পরিশ্রমের স্বরূপ ও ভেদ নিরূপণ।

মানবগণ দ্রব্যের মূল্য বিধান জন্য যে কোন প্রকার আয়াস করিয়া থাকেন তাহার নাম "পরিশ্রম"।

মনুষ্যের ক্ষমতা সহকারে যে মূল্য সৃষ্ট হয় তাহার প্রভেদ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিগের নয়নগোচর অবশ্যই হইবেক যে মানবীয় শ্রম ত্রিবিধ প্রকারে বিনিযুক্ত হয়। প্রথমতঃ, দ্রব্য সকল প্রকৃতিসিদ্ধ ভৌতিক আকারে পরিণত হইয়া রূপান্তর হয়। ইহার নিদর্শন কৃষক আদৌ ক্ষেত্রে শস্যের বীজ বপন করে, তাহা প্রস্তুত হইলে কর্ত্তন করে, পরে তাহার বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অনেক অবয়বে নানাবস্তু নির্ম্মিত হয়। যথা এক ব্যক্তি সূত্রধর এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডহইতে কোন প্রকার দ্রব্য বা পাত্রের অবয়ব নির্মাণ করে। তৃতীয়তঃ, কতক দ্রব্য কেবল স্থানমাত্রে পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন নাবিকেরা আপন২ নৌকা বোঝাই করিয়া দ্রব্য সকল এক দেশহইতে দেশান্তরে লইয়া যায়। উৎপত্তি বিষয়ে মানবীয় পরিশ্রমের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে তাহাহইতে কোন না কোন প্রকার ফল অবশ্যই উৎপন্ন হইবেক। আর এই শ্রমের ভিন্নতা সম্পাদনার্থেই শ্রমিরা কৃষি, বস্তুৎপাদন, ও বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মের ভিন্ন ২ নামে উল্লেখ করিয়া থাকে।

এতৎ সমুদায়ে এই প্রতিপন্ন করা গেল, যে মনুষ্যের সুখ ও স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার জন্যে সর্ব্বপ্রকার মানবীয় শ্রম বিনিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক; এবং এই রীত্যনুসারেই এক ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় ব্যতীত কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। যদি কৃষিবিষয়ে লোক শ্রম না করিত তাহা হইলে সকলে অনাহারে মরিত। যদি কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম করিবার প্রথা না থাকিত তবে মনুষ্যেরা শীতাদিতে বাঁচিত না। যদি নানাবিধ বস্তুজাত এক-দেশহইতে দেশান্তরে লইয়া যাইবার পদ্ধতি না হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব২ শ্রমের ফল ব্যতীত অন্য কিছুমাত্রের সুখভোগ করিতে পারিত না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে এই ভূমণ্ডলে কতক

লোক কেবল আপন২ শ্রম ও দুঃখ সহকারে দিনপাত করিয়া আসিতেছে। তাহাদের সঙ্খ্যা অধিক নহে, আর তাহারা কোনকালেই সুখী হইতে পারে না। অতএব এতাদৃশ কৃষক, শিল্পী, ও বণিক্‌গণ যদি আপনা আপনি ঈর্ষ্যাদি করে তাহা হইলে তাহাদের অনভিজ্ঞতা আমরা অনায়াসেই দেখিতে পারি। ইহারা তুল্যরূপেই পরস্পর উপকারী, এবং এক২ শ্রেণী অপর শ্রেণিদ্বয়ের সহায় হইয়া থাকে।

কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি এমন আছেন যে তাহারা না শিল্পী না কৃষক, না বণিক্; কেবল ছাত্র, বা দার্শনিক, কিম্বা ব্যবস্থাপক অথবা চিকিৎসক, বা ধর্ম্মোপাসকরূপে কালহরণ করিয়া আসিতেছেন। এতাদৃশ ব্যক্তিরাই সভ্যসমাজে অন্যান্য ব্যবসায়ি-শ্রেণিহইতে বিশিষ্ট প্রকার উপযোগী ও ভূরি পারিতোষিকের যোগ্য হন।

দ্রব্য গুণবিশেষ-বলে মানবীয় শ্রমের
ফলোপধায়কতা বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়॥

মনুষ্যেরা স্বীয় শ্রম সহকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে২ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় সেই সমুদায় ফলই মানবীয় শ্রমের ফলোপধায়কতাদ্বারা উৎপন্ন ইহা অনুমান করিতে সমর্থ হই। এইরূপে কৃষক ঐকাহিক পরিশ্রমের দ্বারা যদি এক মন পরিমিত শস্য উঠাইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার শ্রমের ফলোপধায়কতাই সেই মন পরিমাণের তুল্য হয়। যদি সেই শ্রমে দুই মন উঠায় তাহা হইলে সেই শ্রম দুইমনের সদৃশ হইয়া উঠে। এক জন সূত্রকার এক দিনে এক সের তুলা কাটিয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে সেই প্রস্তুত সূত্রই তাহার শ্রমের ফলোপধায়কতাস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক। যদি সেই শ্রমে দশ সের তুলা কাটিতে পারে তাহা হইলে তাবন্মাত্রই তাহার শ্রমের ফল হইবেক।

ইহাতে এই প্রতিপন্ন করা হইল যে শ্রমের ফলোপধায়কতাধিক্যই সেই ভূমির ও তৎপ্রতিবাসিবর্গের উৎকৃষ্ট ফল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন যে কৃষকের পক্ষে হাজা শুকা ভূমি অধিকারে রাখা অপেক্ষা উর্ব্বরা ভূমি অধিকার করা অতি শ্রেয়স্কর, কারণ এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূমিতে যত শস্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহাহইতে ঐ পরিশ্রমে অধিক শস্য উর্ব্বরা ভূমিতে জন্মাইতে পারে সন্দেহ নাই।

পানিপতের যুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই ব্যক্ত হয় যে জনপদের সুখসম্ভোগের বৃদ্ধির সহিত অলসতা ও নিরুদ্যমতাও সম্যগ্‌রূপে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন রোমান্ জাতীয়েরা প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত উৎসাহান্বিত ও কর্ম্মে তৎপর ও যৎকিঞ্চিৎ সুখসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইত; পরে ঐ রাজ্যের বিপুল বিস্তার হইলে সকলেই সম্ভোগের উপাসনায় এমত নির্ব্বীর্য্য হইয়াছিল, যে অনায়াসেই অসভ্য গথ জাতীয়দিগের নিকট শিরোবনত হয়। বলিষ্ঠ আফ্‌গান্ এবং মোগল জাতীয়েরাও ভারতবর্ষের অপর্য্যাপ্ত সুখে মগ্ন হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই নির্ব্বীর্য্য হয়। অপর এই নিয়ম জাতি সম্বন্ধে যে প্রকার বলবান্, বংশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ভীমপরাক্রম মহারাষ্ট্র কুলতিলক শ্রীযুক্ত শিবাজি, যাঁহার বলবীর্য্যের গরিমায় ভারতবর্ষীয় যবনেরা কম্পমান হইয়াছিল, এবং দক্ষিণদেশীয় হিন্দুরা পরাধীনতা-শৃঙ্খলহইতে মুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার বংশ

মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ যাত্রা।

দেড়শত বৎসর কাল মধ্যে সম্ভোগ পঙ্কে এ প্রকার নিমগ্নপ্রায় হয়, যে আপন পরিজনের শাসন করিতেও অক্ষম হইয়াছিল। শিবাজির নামমাহাত্ম্যে তাঁহার বংশ পরম্পরা কখন রাজোপাধিচ্যুত হয় নাই, কিন্তু রাজক্ষমতা ব্যবহার করিবার বোধ তাহাদের কিছুমাত্র ছিল না। সতত হেয় ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন থাকিয়া মন্ত্রিবর্গের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করিত, সুতরাং প্রধান মন্ত্রি রাজার ভৃত্য হইয়াও রাজাহইতে অধিক ক্ষমতা ধারণ করিতেন; ফলতঃ তিনিই রাজা হইতেন, এবং রাজা তাঁহার পোষ্যবর্গের মধ্যে গণ্য হইতেন। অপর এই দুরবস্থা যে কেবল ঐ রাজ-পরিবারেই বদ্ধ-মূল ছিল এমত নহে। প্রধান২ সেনানায়ক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সকল ও প্রায় সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রে তাহার অধীন হইয়া মহারাষ্ট্র ও হিন্দুজাতির প্রদীপক মহিমাকে সকলঙ্ক করিয়াছিল। পরন্তু সামান্য প্রজাবর্গের মধ্যে সম্পত্তির তাদৃশ বৃদ্ধি না হওয়াতে সুখলালসার অভাবে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত্র প্রজাবর্গেরা নিতান্ত নির্বীর্য্য হয় নাই; তথা স্বাধীনতা রক্ষার্থে কদাপি সংগ্রামে অনিচ্ছুক হয় নাই; কিন্তু নায়কাভাবে সেনা সঞ্চালন কে করিবে? চিলিয়ানওয়ালার রণক্ষেত্রে শিখ সুরগণ্ড সমর-সাধনে অদ্বিতীয় বৃটিন সৈন্যের তুল্য সোসর হইয়াছিল; কেবল সেনাপতির মন্দাচরণেই শত্রু হস্তে আপন স্বাধীনতা সমর্পণ করে। আর যে দুর্ঘটনায় চিলিয়ানওয়ালার সমরক্ষেত্রে শিখদিগের রাজ্যবিনাশ হইয়াছে, তদ্রূপ আপদ—সংখ্যা এতদ্দেশে বিরল নহে বরং তাহার অত্যন্ত প্রাচুর্য্যই ভারতবর্ষের উপস্থিত দুরবস্থার প্রধান কারণ। পানিপতের যুদ্ধ এবিষয়ের এক দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা বলবীর্য্য বিষয়ে আফগান্ জাতির ন্যূন ছিল না,

কিন্তু সেনাপতি প্রথমাবধি অপটুতা প্রকাশ করেন, এবং তাহাহইতেই দুর্দান্ত যবনদিগকে ভারত ভূমিহইতে দুরীকরণের প্রবল উপায় ব্যর্থ হইয়া তদুদ্যোগিদিগেরই বিনাশের কারণ হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ সময়ে শিবাজির উত্তরাধিকারি মহারাষ্ট্রাধিপতি কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় কেবল রাজ সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, রাজকীয় ক্ষমতার লেশও তাঁহার ছিল না; "পণ্ডিত প্রধান" উপাধি বিশিষ্ট তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সে সকল ধারণ করিতেন। এই মন্ত্রির নাম বালা-রায়। ইনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং সৌভাগ্যান্বিত ছিলেন, কিন্তু স্বভাবতঃঅলস এবং সম্ভোগপ্রিয় হওয়াতে আপন জ্ঞাতি শ্রীসদাশিব রায় ভাওর হস্তে রাজত্বের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সদাশিব বাল্যকালাবধি প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র বাবা সিদ্ধবির নিকট উপদিষ্ট হইয়া করসঙ্গ্রহে ও সৈন্যসঞ্চালনে ও রাজকার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। প্রত্যহ সূর্য্যোদয় অবধি মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন; এবং কর্ম্মদক্ষতার ও সদ্বক্তৃতার কৌশলে সকলকেই আপন বশে আনিয়াছিলেন, ও সকলেই তাঁহার ক্ষমতার প্রতি সম্যগ্ নির্ভর করিত, ও তদ্ধেতুকই তিনি রাজপ্রতিনিধি হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁর কর্তৃত্বে নানাবিধ বৃহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু তৎসমুদয়ের মধ্যে ভারতভূমিকে মুসলমানদিগের গ্রাস-হইতে বিমুক্ত করণোপক্রম সর্ব্ব প্রধান।

১৮১৬ সংবতে ঐ কার্য্যের প্রারম্ভ হয়, এবং এতদর্থে শ্রী রঘুনাথ রাও, শ্রী মোলহার রাও হোল্কার, শ্রী ঝঙ্কুজি সিন্ধিয়া প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সেনা-নায়ক-সকল সুসজ্জীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শৌর্য্য বলে নর্ম্মদার দক্ষিণ তটস্থ অনেক প্রসিদ্ধ স্থান-সকল তাঁহাদের হস্তগত হইলে তাঁহারা লাহোর নগরে উপনীত হয়েন। তথায় কাবুল দেশের অধিপতি আহ্মদ্ শাহ্ দুরাণির সেনাপতির সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে সিন্ধুনদীর অপর-তট পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে বাধ্য করত কএক মাস আর্য্যাবর্ত্তদেশ স্ববশে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে রাজকর উত্তমরূপে সঙ্গ্রহ হয় নাই, সুতরাং সৈন্যদিগের বেতন বক্রি পড়িল, এবং তদর্থে অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কায় রঘুনাথ রাও আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে দক্ষিণদেশে প্রত্যাগমন করেন। সদাশিব রাও এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রঘুনাথকে তিরস্কার করত কহিলেন, যে "তোমার কর্ত্তৃত্বে রাজভাণ্ডার বৃদ্ধি না হইয়া অশীতি লক্ষ টাকার ঋণগ্রস্ত হইল"। এবং তদুত্তরে রঘুনাথ কহিয়াছিলেন; "ভাল, এবার আপনি চেষ্টা করিয়া দেখিবেন তাহাতে কি করিতে পারেন"। এই রূপ কথায়২ উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ হইবার উপক্রম হইলে বালারাও মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়কে শান্ত করেন।

১৮১৭ সংবতে প্রাগুক্ত কর্ম্মের পুনরায় আন্দোলন হয়; এবং সদাশিব তদ্বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আর্য্যাবর্ত্তের উপার্জ্জনার্থে বালারায়ের সপ্তদশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী বিশ্বাস রাওকে প্রধান সেনাপতি-পদে বরণ করত যবন-দমনে যাত্রা করিলেন। ইহাঁর রণযাত্রা এক তুমুল ব্যাপার হইয়া উঠিল, এবং অনেক হিন্দু রাজন্যবর্গ ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। শ্রী মোলহার রাও হোলকার এতদর্থে পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য-সহ সুসজ্জ হইলেন। শ্রী ঝঙ্কুজি সিন্ধিয়া দশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া আইসেন; অপর শ্রী আমাজি গুইকোয়ার ৩০০০ সহস্র; শ্রী যশোবন্ত রাও পোয়ার

২০০০, শ্রী সমসের বাহাদুর ৩০০০, শ্রী বেলাজি যাদুন্ ৩০০০; সদাশিবের শ্যালক শ্রী বলবন্ত রাও ৭০০০, ইত্যাদি অনেক বীর মণ্ডলী সমবেত হইয়া সদাশিবের সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েন। কথিত আছে এই ব্যাপারে ৫৫০০০ অশ্বারূঢ় ও ১৫০০০ পদাতিকচিহ্নিত * সেনা এবং তদ্ব্যতীত এতৎ সংখ্যার চতুর্গুণ নানাবিধ অচিহ্নিত সেনা ও ২০০ কামান একত্র হইয়াছিল।

এতৎসৈন্য সামন্ত লইয়া সদাশিব আর্য্যাবর্ত্তে উপনীত হইলে তত্রত্য সমস্ত প্রধান রাজন্যবর্গের নিকট উপঢৌকন সহ দূত প্রেরণ করত আফ্গান্ জাতীয়দিগের দূরী-করণার্থে তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করাতে হিন্দু রাজারা অনেকেই এতদর্থে সসৈন্যে অগ্রসর হন; কিন্তু মুসলমান্ রাজারা বিশেষতঃ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মৌখিক সৌহৃদ্য প্রকাশ-পূর্ব্বক আন্তরিক বিপক্ষতাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জাঠদিগের অধিপতি শ্রী সূর্য্যমল্ল সদাশিবের পক্ষে হইয়া উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করণার্থে আদেশিত হইয়া কহিলেন; "মহাশয় আর্য্যাবর্ত্তের প্রভু, এবং সকল বিষয়ে পারদক্ষ; আমি এক জন সামান্য ভূম্যধিকারী মাত্র; কিন্তু আপনার আদেশানুসারে আমার অল্প বুদ্ধিতে যাহা ঘটে তাহা কিঞ্চিৎ কহি। প্রথমতঃ মহাশয়ের সেনা নায়কেরা ও সৈন্যেরা সপরিবারে আসিয়াছে, এবং নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে আনিয়াছে। এসকল পদার্থ যুদ্ধ যাত্রায় অত্যন্ত নিষিদ্ধ। অপর আপনার কামান সকল অত্যন্ত ভারি, তাহা লইয়া দ্রুত গমনাগমনে ক্লেশ হইবেক। মহাশয়ের সৈন্য-সকল ভারতবর্ষের অন্য সৈন্যাপেক্ষায় তৎপর বটে, কিন্তু আপনার শত্রুদলও অত্যন্ত তৎপর, অতএব অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সামন্ত না লইয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ; এবং তদর্থে স্ত্রী, পুত্র, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চর্ম্মণ্বতী নদীর অপর পার্শ্বে ঝান্সি অথবা গোয়ালিয়রের দুর্গে রাখিয়া সমর পরায়ণ হওয়াই কর্ত্তব্য। অথবা আমার দেশস্থ দীগ বা কোম্বির বা ভরতপুরের প্রসিদ্ধ দুর্গ আপনাকে সমর্পণ করিতেছি; তাহাতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিচারকাদি রাখিয়া বিহিত করুন। ইহা হইলে আপনার পশ্চাতে সর্ব্বত্র আত্মীয় থাকিবেক; এবং কদাপি খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুল বা অভাব হইবেক না।" শ্রীমোলহার রাও কহিলেন, "সূর্য্যমল্ল অতি উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন; এতদ্রূপ করিলে অনায়াসেই শত্রু দমন করা যাইবেক। অকস্মাৎ লুঠ করিয়া যুদ্ধ করাই মহারাষ্ট্রীয়দিগের পূর্ব্বাপর রীতি, এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ অনাবশ্যক পোষ্যবর্গ ও বৃহদাকার তোপ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করায় মঙ্গলদায়ক হইবেক না। পুনঃ ২ অকস্মাৎ যুদ্ধে শত্রুরা অবশ্যই ক্লান্ত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইবেক; বিশেষতঃ শত্রুদিগের এতদ্দেশে গৃহাদি নাই; শিবিরে থাকিয়া সর্ব্বদা অকস্মাৎ যুদ্ধে তাহারা কদাপি তিষ্ঠিতে পারিবেক না। অপর আর্য্যাবর্ত্ত ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের আবাস নহে; অতএব পরাস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলে আমাদিগের অপমান নাই; পরন্তু এ উভয়ই বহু পরিজন সমভিব্যাহারে থাকিলে কদাপি সুসাধ্য নহে।"

এই বাক্যে সভাস্থ প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষেরা অনেকেই সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল সদাশিব এতৎ পরামর্শে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন; "মোলহার রাও,

* পত্তিআদি দলে পরিগণিত সর্ব্বদা যুদ্ধ ব্যবসায় নিযুক্ত সৈন্যের নাম "চিহ্নিত সৈন্য"। অন্য ব্যবসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে কিয়ৎকালের নিমিত্তে যুদ্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিরা "অচিহ্নিত সৈন্য"।

বয়োবাহুল্যে তোমার বলবীর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, নচেৎ তোমাকর্তৃক এমত বাক্য কহা যোগ্য হইত না। সূর্য্যমল্ল সামান্য জমিদার; তাহার পক্ষে সর্ব্বদা ভূষিত থাকা ও পলায়নের পন্থা স্থির করা অসম্ভব নহে। পরন্তু ঐ পরামর্শ মহৎ লোকের গ্রাহ্য নহে। সামান্য লোকের পরামর্শে আমি কদাপি নিন্দার ভাজন হইব না”।

মহারাষ্ট্র-বীরমণ্ডলী সকলেই সদাশিবকে বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিতেন। এইক্ষণে তাঁহার প্রমুখাৎ এতদ্রূপ কর্কশ ও অসাবধানতার বাক্য শ্রবণে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং মনে ২ তর্ক করিলেন, যে উপস্থিত ব্যাপারে আমাদিগের বিভ্রাট ঘটিবেক; এই মতগর্ব্ব ব্রাহ্মণ পরাস্ত না হইলে আর কাহারও রক্ষা নাই।

এতদ্ব্যাপারের কিয়দ্দিবস পরে সদাশিব দিল্লিনগর আক্রমণ করিয়া যবনদিগের সহিত ঘোর সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হন, এবং কএক দিবস ক্রমাগত তোপদ্বারা নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে ক্ষত বিক্ষত করিলে দুর্গাধ্যক্ষ য়াকুব আলি খাঁ ভগ্নোৎসাহ হইয়া দিল্লীশ্বরের রাজপাটস্থ মহাদুর্গ মহারাষ্ট্রীয় হস্তে সমর্পণ করিলেন। সদাশিব দুর্গ প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করত, দিল্ল্যধিপতির রাজসভার রৌপ্য নির্ম্মিত ছাদ ভগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা ১৭০০০০০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত করাইলেন; এবং তৎপরেই বর্ষার প্রারম্ভে যুদ্ধ বিগ্রহের অসম্ভবে উক্ত দুর্গে অবস্থিতি করিলেন।

সদাশিবের এবম্ভুত যুদ্ধযাত্রা বিবৃতকরণানন্তর অধুনা তাহার শত্রুবর্গের বৃত্তান্ত বক্তব্য। তন্মধ্যে রোহিল খণ্ডের অধিপতি নজিবুদ্দৌলা সর্ব্বাগ্রগণ্য; কিন্তু তিনি একক মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অক্ষম হওয়াতে আফগান্দিগের অধিপতি অহমদশাহ আব্দালিকে আহ্বান করেন। দ্বিতীয়, দিল্ল্যধিপতির অমাত্য শাহ্ ওলি খাঁ; তৃতীয়, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা; চতুর্থ, হাফিজ-রহমৎ খাঁ; পঞ্চম, শাহ্পসন্দ খাঁ; ষষ্ঠ, আহ্মদ শাহ্ বঙ্গস্; সপ্তম, ভুণ্ডি খাঁ; অষ্টম, আমিরবেগ খাঁ; নবম, বর্খোদার খাঁ। এতৎ সেনাপতিদিগের অধীনে প্রায় ৪১০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং ৩৮০০০ পদাতিক ও ঐ সংখ্যার প্রায় চতুর্গুণ অচিহ্নিত সৈন্যও প্রায় এক শত তোপ ছিল। এই সকল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে যবন সেনাধ্যক্ষেরা আহ্মদ্ শাহ্ আব্দালিকে সেনাপতিপদে বরণ করত বর্ষার আগমনে অনুপশহরনগরে অবস্থিতি করেন; এবং কিয়ৎকাল পরে সে স্থান মনোনীত না হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লি নগরের সমীপে যমুনাতটে শাহ্ডেরা নামক স্থানে আপনাদিগের শিবির সংস্থাপন করিলেন।

এই সময়ে উভয় পক্ষীয় কএক জন প্রধান২ সেনাধ্যক্ষের পরামর্শে পরস্পর সন্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু নজিব্উদ্দৌলা তদ্বিষয়ে আগ্রহ না করাতে সে উপক্রম ব্যর্থ হয়। তৎপরে বর্ষাবসানে শারদীয়া মহাপূজা সমাধা হইলে সদাশিব দিল্লি নগরের ৫০ ক্রোশ অন্তরে স্থিত কুঞ্জপুরনগর আক্রমণ করত তুমুল যুদ্ধের পর তত্রস্থ সমস্ত আফ্গান্ সৈন্য কারাবদ্ধ করিয়া ঐ নগর আপন হস্তগত করিলেন। কুঞ্জপুরের দুর্ঘটনায় আহ্মদ্ শাহ বিষণ্ণ হইয়া দিল্লিহইতে ১৮ ক্রোশ অন্তরে বাগমৎ নামক স্থানে যমুনা নদী পার হইয় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-প্রতি অগ্রসর হইলে তাহারা ১৪ কার্ত্তিকের অপরাহ্ণে তাঁহার সহিত প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই রজনীর আগমনে উভয়েই যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পরদিন প্রাতে পুনরায় যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতেও কোন পক্ষের জয়াবধারণ হইল না; এই প্রকারে কএক

১৫৭

দিবস গত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা হরিয়ানাদেশের* পানিপত নগরে উপনীত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেক; এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে ৪০ হস্ত পরিমাণ প্রশস্ত এক পরিখা খনন করিয়া শিবির বেষ্টন করিলেক। আহ্মদ্ শাহ্ও ঐ শিবিরের ৪ ক্রোশ অন্তরে আপন শিবির সংস্থাপন করেন, এবং দারুময় প্রাচীরদ্বারা তাহা বেষ্টন করেন।

এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় সৈন্য সংস্থাপিত হইলে ক্রমাগত তিনমাস উভয়ে পরস্পরের অনিষ্ট করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সম্মুখ সঙ্গ্রামে অগ্রসর হইল না। ইতি মধ্যে গোবিন্দ পণ্ডিত নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনাধ্যক্ষ আহ্মদ্ শাহের শিবিরের ৪০ ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া তৎশিবিরে খাদ্য দ্রব্যাদি আনিবার উপায় এপ্রকারে নষ্ট করিয়াছিল যে তথায় দুই টাকায় এক সের আটা প্রাপ্তি হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল, এবং ইহার সদুপায়ার্থে আহ্মদ্ শাহ আতাই খাঁ নামক জনৈক সেনানীর সমভিব্যাহারে এক দল অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা এক রজনীর মধ্যে চল্লিশ ক্রোশ স্থান উত্তীর্ণ হইয়া অকস্মাৎ গোবিন্দের শিবির আক্রমণ করত সমস্ত ধ্বংস করে; ও গোবিন্দের মস্তক কাটিয়া আহমদ্ শাহকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্তে লইয়া যায়। অপর এক দিবস সদাশিবের পঁক্তিহইতে ২০০০০ ঘাসচ্ছেদক রক্ষকরহিত হইয়া কিয়দ্দূরে গমন করাতে আফ্গান্ সৈন্যেরা তাহাদিগের মস্তক চ্ছেদ করত ২০০০০ নর মুণ্ডের এক পর্ব্বতাকার রাশি স্থাপন করে!! অপিচ উভয় সৈন্যদলে তিনবার অতি ঘোর সঙ্গ্রামও হইয়াছিল; এবং তাহাতে উভয়েরই অনেক অনিষ্ট হওয়াতে সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছিল। এতৎ সময়ে অপর এক আপদ্ উপস্থিত হয়। উভয়দলের সৈন্য ও পরিচারক ও অশ্ব-গজ-উষ্ট্রাদি জীব-সমষ্টি প্রায় চতুর্দশ লক্ষ প্রাণী হইবেক; পানিপত গ্রামে ক্রমাগত তিন মাস এতৎ সমুদয়ের খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন হইল। যে সকল বীরেরা যমযাতনা তুচ্ছ করিয়া তোপ মুখে অকুতোভয়ে ধাবমান হইতেন; তাঁহারা ক্ষুধার যাতনা সহ্য করিতে অশক্ত হইলেন। কেহই আর স্থির হয়েন না। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা পানিপতের বাজার লূঠ করিলেক; কিন্তু তাহাতে কত দিন চলিতে পারে? এতদবস্থায় সদাশিব সন্ধি করিয়া সৈন্য বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল। পরিশেষে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সেনানী সমবেত হওত সদাশিবের সদনে উপনীত হইয়া কহিলেন; "অদ্য আমরা দুই দিবস অনাহারে রহিয়াছি; এইক্ষণে এই ক্লেশহইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন; সম্প্রতি এক শেষ যুদ্ধে আমাদিগের ভাগ্যে যাহা উপলব্ধ হয় তাহাই গ্রাহ্য।" ভাও ইহাতে সম্মত হইলেন; তৎপর দিন প্রাতে যুদ্ধ যাত্রা স্থির হইল, এবং সৈন্যমাত্রে ভ্রাতৃবর্গ-সম্মুখে * পানপাত্র হস্তে লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

১৮-১৭ সংবতের মাঘ মাসের তৃতীয় দিবসের অতি প্রত্যূষে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা তোপ সকল পুরোবর্ত্তি করিয়া সঙ্গ্রামে যাত্রা করিলেক। আহ্মদ্ শাহ্ও ইহার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন।

সূর্য্যোদয় সমকালে সঙ্গ্রামেরও আরব্ধ হইল, এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা অনবরত তোপ ও বন্দূক ও হাউই

* হরিয়ানা দেশের বিশালক্ষেত্র অতি প্রসিদ্ধ স্থান। ঐ স্থানে অনেকবার অতি ঘোরতর সঙ্গ্রাম হইয়াছে। পূর্ব্বে কুরু পাণ্ডবদিগের পরস্পর যুদ্ধ ঐ স্থানে হইয়াছিল। তথায় কুরুক্ষেত্রের তীর্থস্থান-সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

* পান লইয়া সপথ করা অতি প্রাচীন রীতি। মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের সময় প্রদ্যুম্ন পান পত্র হস্তে লইয়া প্রতিজ্ঞিত হইয়া সৈল্যদকে ধৃত করণার্থে যাত্রা করেন।

ছুড়িতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদিগের তোপ-সকল অত্যন্ত ভারি হওয়াতে অনায়াসে নাড়া যাইত না, সুতরাং তদ্দ্বারা উত্তম লক্ষ্য না হইয়া তোপের গুলি-সকল আফগান্ সৈন্য উৎক্রমণ করিয়া তাহাদি-গের অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চাতে গিয়া পড়িতে লাগিল। আফগান্ পক্ষে শাহ্ ওলি খাঁর সৈন্যদলভিন্ন অন্য কেহ অধিক তোপধ্বনি করে নাই; পরন্তু তোপদ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিবার অধিক অবকাশও ছিল না। অল্প কাল মধ্যেই উভয় দল সৈন্য পরস্পর সম্মুখ-বর্ত্তি হইয়া বাহুযুদ্ধের উপক্রম করিলেক। দক্ষিণ বাহুতে মহারাষ্ট্রীয়দলান্তর্গত ইব্রাহীম্ খাঁ গার্দি সসৈন্যে এমত বেগে রোহিলাদিগের উপর আক্র-মণ করিলেন, যে ক্ষণকালের মধ্যে তৎপক্ষীয় অষ্ট সহস্র ব্যক্তি শমন ভবনে প্রেরিত হইল, এবং অপর রোহিলারা পলায়নের উপক্রম করিলেক, এমত সময়ে ইব্রাহীম্ খাঁ এবং আমাজি গুইকোয়ার নানা স্থানে আহত হইয়া শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। বাম বাহুতে ঝঙ্কুজি সিন্ধিয়া ও মোলহার রাও শাহ্ পছন্দ খাঁ ও নজিবুদ্দৌলাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ব্যূহের মধ্য স্থলে সদাশিব স্বয়ং দিল্লীশ্বরের প্রধান উজির শাহ্ওলি খাঁর সৈন্যান্ত-র্গত এক দল দশ সহস্র আশ্বারোহির ব্যূহ ভগ্ন করিয়া তাহাদিগের তিন চারি সহস্র ব্যক্তিকে নি-পাত করিলেন। বেলা দুই প্রহর ২৷৷০ ঘণ্টা প-র্য্যন্ত এই অবস্থায় সর্ব্বত্রই মহারাষ্ট্রীয়েরা আশ্চ-র্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিলেক। সহস্র ২ যবন নিপাত হইতে লাগিল, এবং অপরে রণক্ষেত্রহইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টায় উৎসুক হইল; এমত সময়ে বিশ্বাস রাও আহত হইয়া অশ্বহইতে নিপতিত হইলেন; এবং বেলা দুই প্রহর তিন ঘটিকার সময় সদাশিব স্বয়ং বীর শয্যায় শয়ন করিলেন। তদ্দৃষ্টে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-মধ্যে সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িল। যে যোদ্ধারা ক্ষণ কাল পূর্ব্বে মার ২ ধ্বনি করত যবন সংহারে একান্ত রত ছিলেন, তাঁহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শোকে মগ্ন হইলেন এবং ঐ উৎসাহভঙ্গে অকস্মাৎ সকলেই পলায়ন পরায়ণও হইল। মহারাষ্ট্রীয় মুণ্ডে রণক্ষেত্র পূরিত হইল, এবং হিন্দুদিগের আর্য্যাবর্ত্ত প্রতি-প্রাপণের আশা একেবারে শেষ হইল।

এই ভয়ানক যুদ্ধ সময়ে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে প্রায় পাঁচ লক্ষ মনুষ্য ছিল; সমরশেষে বেলা-বসানে তাহার অধিকাংশই বীরশয্যায় শয়ন করে, অবশিষ্ট যে সকল রণকাতরেরা সমরক্ষেত্রহইতে পলায়ন করত প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টান্বিত ছিল, তাহাদিগেরও অধিকাংশ বৈরভাবাপন্ন যবন জমিদারদিগের হস্তে পতিত হইয়া তাহাদিগের হেয় জীবন সম্পত্তিহইতে বঞ্চিত হয়। অপর ৪০০০০ ব্যক্তি যাহারা অস্ত্রাঘাতে ক্ষতাঙ্গ হইয়া যবন হস্তে বন্দী হইয়াছিল, ঐ দুরাচার জয়িরা তাহাদের প্রায় সকলেরই মস্তকচ্ছেদন করে; এবং তদ্বিষয়ে কেহ নিষেধ করিলে উপহাস করিয়া কহিত; "আমরা যখন এতদ্দেশে আগমন করি তখন আমাদিগের স্ত্রীপুত্রেরা তাহাদিগের পার-ত্রিক মঙ্গলার্থে কিছু পৌত্তলিক নিধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল; যুদ্ধ সময়ে যাহা মারি-য়াছি তাহা স্বকীয় মঙ্গলার্থে হইয়াছে, সম্প্রতি কিছু পরিবারের ভাল করা কর্ত্তব্য"। শ্রীরাজা-বাবু পণ্ডিত, রায় ঝঙ্কুজি সিন্ধিয়া, ইব্রাহীম্ খাঁ গার্দি এবং অপর কয়েক জন অতি প্রসিদ্ধ সেনা-নীরাও অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছিলেন; এবং যবনেরা ঐ বীরগণকেও অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া কাহার ২ ক্ষতাঙ্গে বিষাক্ত ঔষধি প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের নিধন করে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ;

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, ভাদ্র। [১১ সঙ্খ্যা।

কচ্ছ-দেশের বিবরণ।

রতবর্ষের পশ্চিমাংশে দ্বারকা দ্বীপ ও সিন্ধু সাগর সঙ্গমের নিকট কচ বা * কচ্ছ নামক এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে। উক্ত দেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১৪২ জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘ, এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫৪ জ্যোতিষি ক্রোশ প্রশস্ত; এবং বোম্বাই নগর হইতে বায়ু কোণে প্রায় ৪০০ ক্রোশ অন্তর। ইহার পূর্ব্বে এবং উত্তরে "রণ্ণ" নামক এক বিশাল লবণাক্ত মরুভূমি আছে। উক্ত মরুভূমি শৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশ হইতে সিন্ধু নদের মুখপর্য্যন্ত ১৩৩ জ্যোতিষি ক্রোশ বিস্তার।

* কচ্ছ শব্দে সমুদ্র বা নদীতটস্থ নিম্ন স্থান। প্রস্তাবিত দেশ এই লক্ষণে লক্ষিত, এবং, বোধ হয়, তদর্থে উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কচ্ছ শব্দের অপভ্রংশে কচ শব্দ ব্যবহার হয়।

বর্ষার প্রারম্ভাবধি ছয়মাস কাল এই সমস্ত স্থান সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া থাকে, এবং অন্য সময়ে স্থানে২ লবণাক্ত সমুদ্র জল সঞ্চিত হয়, এবং অপর স্থানে জল শুষ্ক হইয়া লবণে মণ্ডিত হয়। পানোপযুক্ত জল ও তৃণাদির অভাব প্রযুক্ত এই মরুভূমি দিয়া যাতায়াত করা অত্যন্ত কঠিন; বিশেষতঃ সূর্য্য কিরণে-ভাসমান-লবণের জ্যোতিতে সর্ব্বত্র এমত প্রখর উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে অল্পক্ষণ মাত্র তদ্দৃষ্টি করিলে নয়নেন্দ্রিয় বিকল হইবার সম্ভাবনা। তথায় অহরহঃ মরীচিকা দৃষ্টা হয়। মধ্যে২ কএকটা দ্বীপ আছে, এবং তাহাতে বৃক্ষ তৃণাদির প্রাচুর্য্যে মনুষ্য ও পশুর স্বচ্ছন্দে বাস হইয়া থাকে। এই সকল দ্বীপ মধ্যে কাবরা, গদ্দু, দুকরবার, এবং নবাবেট নামক দ্বীপ-সকল প্রসিদ্ধ।

কচ্ছ-দেশের সমুদ্রতট মরুভূমি প্রায় অতি নিম্ন এবং বালুকাময়; কেবল স্থানে২ অত্যল্প তেজোরহিত সামান্য তৃণ ও কএক খর্জুর বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কচ্ছের মধ্যস্থলে এক বিষম পর্ব্বতশ্রেণী আছে, এবং তথাহইতে কএক বলবান জল প্রবাহ নির্গত হইয়া কচ্ছ দেশকে ফলবৎ করে। পরন্তু কচ্ছ দেশের মৃত্তিকা বালুকায় পরিপূর্ণ হওয়াতে, অত্যন্ত পরিশ্রম ও সতত সাবধানে জলসেচন না করিলে যথা প্রয়োজনীয় শস্যাদির উৎপত্তি হয় না। অপর এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরাও কৃষি কর্ম্মে পারদর্শী নহে, এবং কৃষ্যুপযোগি উত্তম অস্ত্রাদিও তাহাদের নাই; অতএব তদ্দেশে যে কিঞ্চিৎ শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে তত্রত্য প্রজাপুঞ্জের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন, সুতরাং সতত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা; এবং অনাবৃষ্টি হইলে অথবা কোন কারণ বশতঃ বাণিজ্য-প্রবাহে প্রয়োজনীয় পরিমাণে শস্য আনীত না হইলেই ঐ আপদ্ ঘটিয়া উঠে। তত্রত্য প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য কার্পাশ; এবং স্থানে২ কিঞ্চিৎ ইক্ষুও জন্মিয়া থাকে। ভুজ নগর এতদ্দেশের রাজপাট, এবং ইহাতে নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও বিবিধ সুরম্য পুষ্প উৎপন্ন হয়, পরন্তু আম্র দাড়িম্বাদি, শ্রেষ্ঠ ফল তথায় উত্তমরূপে জন্মে না। এরণ্ড বৃক্ষ, করবীর বৃক্ষ, তথা শ্বেত-দ্রাক্ষা ও কৃষ্ণ-দ্রাক্ষা এবং ...রে ...কার খরবুজ তদ্দেশের সর্ব্বত্রই সুপ্রা...।

কচ্ছদেশে শকটাদি গমনাগমনের উপযুক্ত পথ সমীচীন নাই, সুতরাং সকলেই অশ্ব ও উষ্ট্রারোহণে যাতায়াত করেন, এবং তদর্থে ধনিব্যক্তিরা কাটিওয়ার দেশের প্রসিদ্ধ ঘোটক ব্যবহার করেন। এতদ্দেশে যে ঘোটক জন্মে তাহা সুদৃশ্য ও বলবান বটে; কিন্তু ইহার পৃষ্ঠদেশ ঋজু না হইয়া ভগ্ন প্রায় ন্যুব্জ হওয়াতে অনেকের মনোনীত হয় না। এতদ্দেশে যে সকল উষ্ট্র ব্যবহার হয় তাহার অধিকাংশ মালব এবং সিন্ধু দেশ হইতে আনীত হয়। কচ্ছ দেশের উত্তরাংশে বহু সংখ্যক বন্য গর্দ্দভ আছে, তাহারা কদাপি মনুষ্যের বশীভূত হয় না; এবং বনে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইলে শস্য ক্ষেত্রে আসিয়া প্রজাদিগের সম্যগ্ অনিষ্ট করে। এতদ্দেশে ছাগ ও মেষ প্রচুর, এবং তাহাদিগের লোমে কম্বল, গালিচা ইত্যাদি নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মহিষ, নীলগাই, হরিণ, কৃষ্ণসার, ব্যাঘ্রাদি পশু এতদ্দেশের বন্য স্থানের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট আছে।

এতদ্দেশের জনসঙ্খ্যা চারিলক্ষ। তাহার অর্দ্ধেক হিন্দু এবং অপরার্দ্ধ মুসলমান। পরন্তু অপরত্র ধর্ম্ম-সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানেরা সর্ব্বদা যে প্রকার কলহ করে, এতৎ স্থানের বৈরধর্ম্মাবলম্বিরা তদ্রূপ নহে। উহারা কিয়দংশে পরস্পরের ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকে। মুসলমানেরা হিন্দুর পর্ব্বাহে পর্ব্ব-

রক্ষা করে; এবং হিন্দুরা ও মুসলমানদিগের কোন২ ধর্ম্ম চর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দেশের প্রধান পর্ব্ব নাগপঞ্চমী; এবং তদ্দিবসে নগরস্থ হিন্দু মোসলমান সমস্ত লোক একত্র হইয়া ভুজ নগরের প্রধান মন্দিরে নাগ পূজায়* নিযুক্ত হয়। এতদ্দেশে জিন ধর্ম্মানুগামী অনেকে আছে। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ইহা তাহাদিগের [illegible], এবং তদ্ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে তাহাদিগের প্রধান-ধর্ম্মবেত্তারা নানাবিধ উপহাসজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। পাছে মুখমধ্যে কীট পতঙ্গাদি প্রবেশ করে তন্নিবারণার্থে অনেকে বদনোপরি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অবগুণ্ঠন ধারণ করে; এবং ভ্রমণ কালীন দৈবাৎ কীটাদি বিনাশের সম্ভাবনা নিরাকরণার্থে বর্ত্ম সম্মার্জন করত গমন করে, এবং তদর্থে সর্ব্বদা তাহাদিগের হস্তে সম্মার্জনী (ঝাঁটা) থাকে। অপর জীব হিংসার ভয়ে তাহারা রাত্রিকালে ভোজন করে না, এবং জল না ছাঁকিয়া পান করে না। সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়াও ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম; এবং তদ্ধর্ম্ম প্রতিপালনে ইহারা সতত অনুরাগী। ইহাদিগের উৎসাহে কচ্ছদেশে নানাবিধ অতিথিশালা ও ঔষধালয় স্থাপিত আছে, এবং ঐ স্থানে পশুপক্ষ্যাদি সকলে উপকৃত হয়। ভুজনগরে জনৈক ধার্ম্মিক পুণ্যার্থে এক বাটীতে পাঁচ সহস্র মূষিক প্রতিপালন করিতেন; এবং তাহাদিগকে প্রত্যহ তিনবার ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা একত্রে আহ্বান করিয়া শস্য প্রদান করিতেন।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় হিন্দু-রাজা ও কিয়দংশ প্রজারা সিন্ধু দেশীয় যবনদম্পতি গ্রহণ করাতে তাহাদের অপত্যেরা বর্ণসঙ্কর হইয়া "ঝারিজা" নামে এক পৃথক্ শ্রেণী সংস্থাপন করে। এই ঝারিজারা অধুনা মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; পরন্তু ইহাদের ক্ষেত্রিয়াভিমান অদ্যাপি জায় নাই; এবং পাছে অন্য জাতির সহিত তাঁহাদিগের দুহিতাদের বিবাহ হওয়াতে কৌলিন্য মর্য্যাদার হানি হয় এতদর্থে কন্যা জন্মিবা মাত্র তাহাদিগকে বিনাশ করে; এবং আপনারা অপর জাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করে। ইংরাজদিগের চেষ্টায় এই কদর্য্য রীতির অনেক দমন হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা এমত বলবতী ছিল যে ১৮৭০ সংবতে কাপ্তান মেক্মর্ডো সাহেব অনেক অনুসন্ধান করত নিরূপণ করিয়াছিলেন যে তৎসময়ে ১২০০০ ঝারিজার মধ্যে কেবল ১৮ জনা তদ্বংশজাতা স্ত্রী ছিল!!! ঝারিজাদিগের শরীর অত্যুত্তম রূপে গঠিত, ও তাহারা বলবান্ ও সুন্দর ও যুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শী বটে; কিন্তু অলস, ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এবং সম্যগ্ রূপে বিদ্যাহীন হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত গুণ-সকল নিষ্ফল হইয়াছে। কচ্ছদেশের বর্ত্তমান রাজা ঝারিজা বংশজাত; এবং তদ্বংশের সমস্ত দোষ গুণ তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছে; পরন্তু তিনি ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে ইংরাজদিগের অমতে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার অত্যাচারে রাজ্যের কোন বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বাণিজ্য-বিষয়ে কচ্ছ দেশীয় ব্যক্তিরা সম্যগ্রূপে তৎপর। তাহাদিগের অন্যূন ২৫০ সমুদ্র-পোত আছে; এবং তদ্দ্বারা তাহারা স্বদেশ জাত অত্যুত্তম ছীট ও শুক্ল বস্ত্রাদি অন্যান্যস্থানে বিশেষতঃ আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্ব তটে লইয়া যায়; এবং তথা হইতে আপনাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আনয়ন করে। ঐ বস্তু মধ্যে হস্তিদন্ত ও খড়্গি-চর্ম্ম প্রধান। এই সকল বাণিজ্য কার্য্যের প্রধান স্থান মাণ্ডাবি-

* পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে বিশেষতঃ কাশ্মীর-দেশে ও লঙ্কা-দ্বীপে নাগপূজার রীতি অতি প্রবলা ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিরা অনেক যত্ন পূর্ব্বক ইহার নিষেধ করেন।

নগর। তথায় প্রায় ৫০০০০ ব্যক্তির বসতি আছে, এবং তাহারা অনেকেই বানিজ্য ব্যাপারে তৎপর হওয়াতে মাণ্ডাবির বন্দর সর্ব্বদা সমুদ্র-পোতে পরিপূর্ণ থাকে, এবং তত্রত্য লোকেরা বিশেষ ধনী ও সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

আল্কাৎরা বানাইবার প্রকরণ।

অধুনা আল্কাৎরা এতদ্দেশে যে প্রকার প্রচুররূপে ব্যবহার হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে কএক দিবস হইল কোন আত্মীয় 'আল্কাৎরা কি?' এবংবিধ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদ্রূপ প্রশ্ন অন্যেও করিতে পারেন; অতএব তদ্বিষয়ে আমাদিগের আত্মীয়-প্রতি-প্রোক্ত প্রত্যুত্তর লেখনীবদ্ধ করিলাম।

আল্কাৎরা বৃক্ষজাত পদার্থ। ধুনা, তার্পিন তৈল, গোঁদ, এবং অপর কএক পদার্থ-মিলিত হইয়া আল্কাৎরা উৎপন্ন হয়। ইউরোপ-খণ্ডের উত্তরাংশ ইহার জন্ম স্থান, এবং তথায় ইহার নাম "থার" বা "ঝার"; এবং তৎশব্দহইতে ইংরাজি "তার" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় এতদ্দেশে প্রচলিত আল্কাৎরা শব্দ আরব্য ভাষাহইতে জাত। দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় দৃশ্য এবং তদ্বংশজাত "ফর্" নামে বিখ্যাত এক প্রকার বৃক্ষে আল্কাৎরা জন্মে। তৎপ্রস্তুতকারিরা আদৌ শৃঙ্গাকার এক গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তাহার অধোভাগে এক লৌহকটাহ স্থাপন করত তন্নিম্নে এক ছিদ্র করিয়া এক পার্শ্বে ঐ ছিদ্র স্ফুটিত করে, এবং তথায় এক পিপা স্থাপন করে। পরে ফর্ বৃক্ষের মূল ও কাষ্ঠখণ্ডের এক স্তূপ বানাইয়া ঐ গর্ত্ত-মধ্যে স্থাপন করত কুম্ভকারের পোয়ানের ন্যায় তাহা মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঐ ফর্ কাষ্ঠের মাচানে অগ্নি প্রদান করিলে, ঐ কাষ্ঠ দগ্ধ হইতে থাকে, এবং ঐ উত্তাপে কাষ্ঠস্থ ধুনা, তার্পিনতৈল, গোঁদ ও অন্যান্য পদার্থ ধূমাকারে নির্গত হয়, ও গর্ত্তের ঊর্দ্ধভাগ মৃত্তিকাদ্বারা অবরোধিত থাকাতে নিম্নগামী হইয়া তত্রস্থ লৌহ কটাহে তৈলাকারে পরিণত হয়, এবং পরে পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রদ্বারা পিপায় আসিয়া পতিত হয়। এই তৈলাকারে পরিণত পদার্থের নাম আল্কাৎরা; এবং তাহা লৌহ কটাহে জাল দিয়া ঘনীভূত করিলে "পিচ্" নামে বিখ্যাত হয়।

গর্জন তৈল, মাটিয়া তৈল, আল্কাৎরা আস্ফালুম্ ইত্যাদি পদার্থ-সকলের আকর সম্যগ্ স্বতন্ত্র। এতদ্দেশীয় বৃক্ষবিশেষে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলে গর্জন তৈল উৎপন্ন হয়; ব্রহ্মদেশের স্থানে২ মৃত্তিকা খনন করিলে মাটিয়া তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়; আস্ফালুম্ খনি দ্রব্য, এবং কদাপি সমুদ্র তটেও প্রাপ্য; পরন্তু দ্রব্যগুণজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সকল পদার্থের ধর্ম্মবিষয়ক সাম্যত্ব থাকায় তাহাদিগকে এক পর্য্যায়ে গণ্য করেন।

বৌদ্ধদিগের মঠ।

যদিচ হিন্দু শাস্ত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যৎপরোনাস্তি নিন্দা আছে, এবং বস্তুতঃ তদ্ধর্ম্ম মনুষ্যজাতির পারত্রিক শ্রেয়স্কর নহে, তথাপি অসংখ্য মনুষ্য ঐ ধর্ম্মপথের অনুগামী হইয়াছেন। উক্ত ধর্ম্ম প্রথমতঃ কাশীধামে প্রচার হয়; পরে তথাহইতে বিস্তার হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপিলে হিন্দু রাজন্যবর্গ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ নানাবিধ কৌশলদ্বারা এতদ্দেশহইতে তাহার দূরীকরণ করেন।
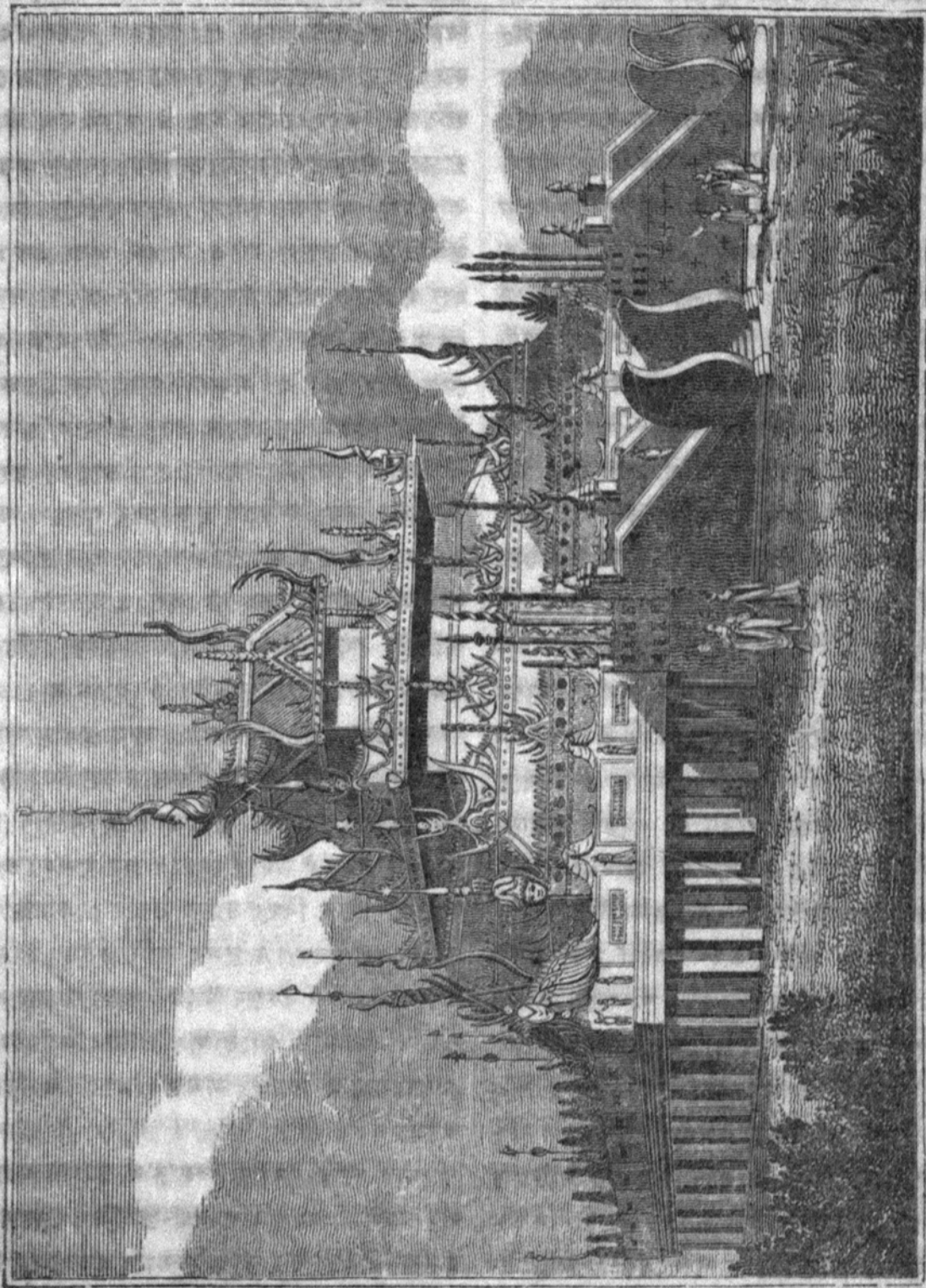
ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ মঠ।

পরন্তু তাহাতে ঐ ঈশ্বরবিমুখ-ধর্ম্মপন্থার কোন হানি হইল না: নেপাল দেশ, তিব্বত দেশ, তাতার দেশ, মাঞ্চুরিয়া দেশ, চীন দেশ, ব্রহ্ম দেশ, সিয়াম দেশ, মলয় দেশ, লঙ্কা দ্বীপ, ইত্যাদি নানাবিধ প্রসিদ্ধ স্থানে উহা বিস্তার হইয়া অধুনা তৎসর্ব্বত্র অতি গৌরবের সহিত বিরাজমান আছে। কথিত আছে যে মানব জাতির পঞ্চমাংশ এই ধর্ম্মাবলম্বী। এই ধর্ম্মানুগামিব্যক্তি-মাত্রে দুই দলে বিভক্ত হয়; প্রথম, গৃহস্থ; দ্বিতীয়, উদাসীন। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে গৃহস্থদিগের আচার, ব্যবহার ও স্বভাব নানা প্রকার হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্ম্ম নিরামিষ ভোজন; তত্রাপি গৃহস্থ বৌদ্ধেরা অধিকাংশ ঐ নিয়মের অন্যথাচরণ করত সর্ব্বদা আমিষ ভক্ষণে রত থাকে। কিন্তু উদাসীনেরা তদ্রূপ নহে; তাহাদিগের ধর্ম্ম-রীতি সর্ব্বত্রই সমানা। তাহারা কদাপি আমিষ ভক্ষণ করে না। উদাসীন হওয়াতে সুতরাং দারপরিগ্রহে বিড়ম্বিত হয়, এবং বাসার্থে কেহ স্বগৃহও নির্ম্মাণ করে না। এতদ্বিষয়ে বুদ্ধ-দেব স্বয়ং আজ্ঞা করেন যে তাঁহার মতানুযায়ি উদাসীনদিগের কর্ত্তব্য যে জ্ঞান-সঞ্চয়নে, ধর্ম্মঘোষণায় ও তীর্থ ভ্রমণে বর্ষের আট মাস তাহারা কালযাপন করে; এবং কেবল বর্ষা ঋতুর চারি মাস অতিথি হইয়া গৃহস্থের আবাসে অথবা পর্ব্বতগুহাতে বাস করে। ও এতদাদেশানুসারেই আদিম বৌদ্ধেরা দিনপাত করিতেন; কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যেই তাঁহাদিগের সঙ্খ্যা এতদ্রূপে বৃদ্ধি হয় যে তৎসমুদায়ের নিমিত্তে গৃহস্থের বাটীতে আবাস পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল, সুতরাং বর্ষাকালে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের আবাসজন্য অন্য উপায় করিতে হইত; একারণই মঠের সৃষ্টি হয়। মগধ দেশের অধিপতি রাজা অজাতশত্রু প্রথমতঃ মঠের স্থাপন করেন, এবং তন্মঠে স্বয়ং বুদ্ধদেবের বিহার করাতে তাহা "বেহার" নামে বিখ্যাত হয়; এবং তৎপ্রযুক্ত বুদ্ধ-মঠ মাত্রের নাম বেহার হইয়াছে, এবং, বোধ হয়, ঐ কারণ বশতই মগধ রাজ্যের নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া বেহার হয়।

অধুনা যে সকল দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার আছে তৎসর্ব্বত্র এতদ্রূপ মঠও আছে, এবং এক২ মঠে বহু সঙ্খ্যক বৌদ্ধ উদাসীন বাস করিয়া থাকেন। কোন২ প্রসিদ্ধ বেহারে ৫০০০ উদাসীন একত্রে দেখা গিয়াছে। এই সকল উদাসীনেরা ভিক্ষাদ্বারা উপজীবিকা সঞ্চয় করেন, এবং ঐ ভিক্ষার্জ্জিত বস্তুর অধিকাংশ অতিথি-সেবায় ব্যয় করেন। সর্ব্ব-প্রাণি-প্রতি দয়া করিতে বুদ্ধ দেব পুনঃ২ আদেশ করেন, এবং তদাজ্ঞা প্রতিপালনে তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই সতত তৎপর হন; সুতরাং বেহারে অতিথি সেবা এক প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে; এবং তৎসম্পাদনে কেহই ত্রুটি করেন না।

প্রত্যেক বেহারে এক২ জন প্রধান আচার্য্য থাকেন। তিনি বেহারস্থ অপর সমস্ত উদাসীনদিগকে স্ববশে রাখিয়া প্রত্যহ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন; এবং ঐ উদাসীনেরাও অবকাশমত্তে গৃহস্থবালকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান। এতদ্রূপে বেহার-সকল বিদ্যাভ্যাসের স্থান হইয়া উঠিয়াছে, এবং যে সকল দেশে উত্তম বেহার আছে, তথায় অন্য বিদ্যালয় থাকে না। ফলতঃ সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ বেহার-সকল তত্রত্য সমস্ত বিদ্যা ও বিদ্বানের আলয় হইয়াছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে বেহার সংস্থাপন করা অতি পুণ্য-কর্ম্ম, এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচলিত দেশে ধনিব্যক্তি-মাত্রেই স্ব২ সাধ্যানুসারে এতৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বহু ধন ব্যয় স্বীকার করেন, সুতরাং তত্তদ্দেশে সুচারু বেহারের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হই-

য়াছে। বুহ্ম-দেশে যে সকল উত্তম অট্টালিকা আছে তন্মধ্যে বেহার-সকলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং তাহা নানাবিধ ও প্রচুর স্বর্ণাভরণে মণ্ডিত হইয়াছে।

১৬৫ পৃষ্ঠায় যে সুচারু মন্দিরের ছবি মুদ্রিত হইয়াছে বুহ্ম-দেশে তাহার নাম "কিউম্ দোগি," অর্থাৎ রাজ-প্রতিষ্ঠিত মঠ। তত্রত্য অপর মঠ-হইতে এই প্রসিদ্ধ মঠ অতি-উচ্চ ও প্রশস্ত, এবং নানাবিধ স্বর্ণাভরণে সুশোভিত। বুহ্ম দেশে অতি উত্তম কাষ্ঠ সুপ্রচুর হওয়াতে তত্রত্য অনেক প্রসিদ্ধ আবাস কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়, তথা প্রস্তাবিত মঠও কাষ্ঠে নির্ম্মিত, এবং পাঁচ-তলা উর্দ্ধ। কাপ্তান সাইম্ সাহেব এই মঠ দর্শন করত তাঁহার রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-গুন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গুন্থে লেখেন যে "এই মঠের পোতা ৮ হস্ত উচ্চ; অতি বিশাল কাষ্ঠখণ্ড-সকল অগ্রে ভূমিতে পুঁতিয়া তদুপরি তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। এক প্রশস্ত সোপানদ্বারা এই পোতার উপর উঠিয়া এতৎ অট্টালিকার সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ইহার চতুর্দ্দিগ্ নানাবিধ আশ্চর্য্যগঠনে-রচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত (গিল্টি করা) গরাদিয়াদ্বারা বেষ্টিত; এবং তন্মধ্যে প্রশস্ত ও সুচারু বারাণ্ডায় বেষ্টিত এক বিস্তার গৃহ আছে। ঐ গৃহের ছাদ ৫০ ফুট উচ্চ বহু সংখ্যক স্তম্ভোপরি স্থাপিত; এবং তাহার চতুর্দ্দিগে সুবর্ণে মণ্ডিত মনোহর গরাদিয়া আছে। স্তম্ভের নিম্নভাগে ৩ হস্ত পরিমাণ স্থান রক্তবর্ণাক্ত, অপর সর্ব্বাংশ সুবর্ণে মণ্ডিত। আমরা এতৎ গৃহের মধ্যস্থলে স্বর্ণমণ্ডিত এক সিংহাসনোপরি গৌতম (বুদ্ধ) দেবের সুবর্ণ মণ্ডিত প্রস্তরময় এক প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তৎসম্মুখে উপাচার্য্য এক সাটিন বস্ত্রের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে অপর কএক জন আচার্য্য কৃতাঞ্জলিপুটে অতি নম্রভাবে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন।"

সৃষ্টির সমন্বয়।

পৃথিবীস্থ যে কোন পদার্থের আলোচনা করা যায় তাহাতেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের অখণ্ড প্রমাণ উপলব্ধি হয়। সকল বস্তুই পরস্পর উপকারজনক; সকলেই অপরাপরের মঙ্গল ও ব্যবহারার্থে হইয়াছে; প্রত্যেকেই পৃথিবীর হিতার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয়; কোন পদার্থই নিরর্থক বা কেবল অনিষ্টকর বোধ হয় না। মহাবাত ও বজ্র যাহাতে পর্ব্বত শৃঙ্গ-সকল সমুৎপাটন করে,—জীবদিগের ধ্বংস করে,—তরি সকলকে জলমগ্ন করে,—গ্রাম ও নগর-সকলকে ছিন্নভিন্ন করে,—তাহাও আমাদিগের পরমোপকারী; এবং তাহা না থাকিলে মনুষ্য-জাতির অচিরাৎ ধ্বংস হইত। গলিত বস্তুজাত দুর্গন্ধ পূর্ণ অপরিষ্কার বায়ুর সংশোধনার্থে মহাবাত ও বিদ্যুৎ অতি প্রধান উপায়। অপর সেই গলিত বস্তুজাত দুর্গন্ধ, যাহার ঘ্রাণে মনুষ্য নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাও নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। বৃক্ষদিগের পোষণার্থে ঐ দুর্গন্ধ বায়ু সর্ব্বদা আবশ্যক; এবং সেই বৃক্ষহইতে জীবদিগের খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। হিংস্র-পশু-সত্ত্বে তদিতর জীব-সংঘের কোন ইষ্টাপত্তি নাই, এমত বোধ হইতে পারে। পরন্তু জীবদিগের মধ্যে পরস্পর খাদ্যখাদক সম্বন্ধ না থাকিলে পৃথিবীতে যে পরিমাণে প্রাণী আছে তৎ সমুদায়ের খাদ্য দ্রব্য সুপ্রতুল হইত না। আর হিংস্র পশুর অত্যাচারে কোন জীবশ্রেণির

লোপ হইয়াছে এমত প্রমাণও নাই; প্রত্যুত সর্ব্বত্র খাদ্য সম্বন্ধীয় পশুর প্রাচুর্য্যই দেখা যায়।

অপত্যপ্রতিপালনের উপায় এক অনির্বচনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার; তাহার বিবেচনা করিলে সর্ব্বনিয়ন্তার প্রতি কেবল কৃতজ্ঞতারই উদয় হয়। জীবের প্রথমাবস্থাই অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থা; সুতরাং তদবস্থায় বিশেষ সাবধানতা ব্যতীত রক্ষা পাইবার উপায় নাই; অতএব করুণাময় সৃষ্টিপালকের অখণ্ড নিয়মে তদবস্থায় জীবদিগের শরীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র থাকে; এবং পাছে বায়ু সংস্পর্শেও অনিষ্ট হয় এতদর্থে প্রথমাবস্থায় মাতৃগর্ভে তাহা লুক্কায়িত থাকে। পরে গর্ভহইতে প্রসবিত হইলে মাতৃহৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হয়; এবং তদ্দ্বারা চালিত হইয়া সেই জননী প্রাণপণে অপত্য প্রতিপালনে নিযুক্তা থাকে। পক্ষিরা ঐ সময়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন দৈহিক উষ্ণতাদ্বারা অণ্ড প্রস্ফুটিত করণার্থে অনবরত তদুপরি তা (তাপ) দেয়; এবং অণ্ডহইতে শিশু নির্গত হইলে তাহার রক্ষা ও পোষণার্থে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম না করে? পরন্তু যদ্যপি তৎসময়ে অপত্যের দেহ ক্ষুদ্র না হইত তাহা হইলে তাহার ভূমিষ্ট হওয়াই দুঃসাধ্য হইত, কারণ তাহা হইলে মাতা তাহাকে প্রসব করিতে পারিত না। পরে রক্ষা পাওয়াও অত্যন্ত ক্লেশকর হইত; কারণ মাতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ইতস্ততঃ করিতে ও আপদহইতে পলায়ন করিতেও পারিত না। বিহঙ্গমবিশেষেরা পক্ষাচ্ছাদন করত শত্রুহইতে অপত্য রক্ষায় অশক্ত হইত। মৎস্য ও কীটের অণ্ড অতি ক্ষুদ্র হওয়াতেই অনায়াসে শত্রুহইতে লুক্কায়িত করা যাইতে পারে; নচেৎ কদাপি তাহাদের রক্ষা হইত না। কত সহস্র ২ বিহঙ্গম কীটাণ্ড আহরণার্থে অবিরত অনুসন্ধান করিতেছে, এবং প্রাপ্তি মাত্রেই তাহার ধ্বংস করিতেছে? অথচ ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত অনায়াসেই অসংখ্য শত্রুহইতে রক্ষা পাইয়া নানাবিধ কীটেরা আপন ২ জীবনের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছে, কোন মতে কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি হয় না, এবং কোন কীট বংশের লোপও হয় নাই। বৃক্ষ সম্বন্ধেও এই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে বলবান্। তাহারাও প্রথমাবস্থা সর্ব্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল, এবং অতি সাবধানে রক্ষিত হয়। বৃক্ষ সর্ব্বাদৌ-পুষ্পকেশরাগ্রে রজোরূপে পরিণত থাকে, এবং পাছে তথায় কোন অনিষ্ট ঘটে অতএব ঐ রজঃ পুষ্পদলে আবৃত থাকে। উদ্ভিদ্বেত্তারা কহিয়া থাকেন যে পুষ্পের প্রধান অংশ তাহার রজঃ ও কেশর; এবং নানাবিধ উত্তম বর্ণের সুকোমল দল-সকল যাহাতে মনুষ্য মাত্রের মনঃ বিমোহিত করে এবং যদভাবে সামান্য ব্যক্তিরা পুষ্পকে পুষ্প শব্দবাচ্য জ্ঞান করেন না, তাহা উক্ত রজঃ ও কেশরের আবরণমাত্র। ঐ রজঃ কেশরাগ্রে পরিপক্ক হইলে গর্ভকেশরে * নিপতিত হয়। এবং তদ্দ্বারা গর্ভে আনীত হইয়া বীজাকারে পরিণত হয়। অপিচ ঐ বীজাবস্থাও অতি কোমল ও তন্মধ্যস্থিত অঙ্কুর অনায়াসেই নষ্ট হইতে পারে; অতএব উক্ত বীজ

---

* যদুপরি পুষ্প জন্মে তাহার নাম বৃন্ত। ঐ বৃন্তহইতে যে দল নির্গত হয় তাহার নাম "বৃন্তদল;" তদুপরি অন্য বর্ণের যে পাপড়ি জন্মে তাহার নাম "দল"। ঐ দলক্রোড়স্থ সূত্রবৎ পদার্থের নাম "কেশর"। উক্ত কেশর দুই প্রকার হয়। প্রথম যাহার অগ্রে ধূলিবৎ পদার্থ থাকে তাহাকে "পরাগ কেশর" কহা যায়; অপর যাহার অগ্র কিঞ্চিৎ আঠাবৎ পদার্থে আর্দ্র থাকে তাহার নাম "গর্ভ-কেশর"। প্রায় সকল পুষ্পেই গর্ভ-কেশর পরাগ-কেশরের মধ্য স্থলে থাকে। কোন ২ পুষ্পে পরাগ কেশর মধ্যস্থলে ও গর্ভ-কেশর এক পার্শ্বে দৃষ্ট হইয়াছে। অপর কোন বৃক্ষের এক শাখায় গর্ভকেশরবিশিষ্ট পুষ্প অর্থাৎ স্ত্রী পুষ্প, ও অপর শাখায় কেবল পরাগ-কেশরযুক্ত পুষ্প অর্থাৎ পুংপুষ্প, জন্মে। জনার বৃক্ষের অগ্রভাগে পুংপুষ্প হয়, এবং তাহাকে লোকে "ফুল" শব্দে কহে; এবং অধোভাগে স্ত্রীপুষ্প হয়, এবং তাহাই জনার বা ভুট্টা নামে বিখ্যাত। কদাপি এক বৃক্ষে স্ত্রী পুষ্প ও অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এমতও দৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্রূপ পুং বৃক্ষকে লোকে "রাঁড়া বৃক্ষ" কহিয়া থাকে। গর্ভ-কেশরের মূলে গর্ভস্থান, এবং তাহাতেই বীজের উৎপত্তি হয়।

নানাবিধ অতি স্থূলত্বচে আবৃত থাকে। নারিকেল অতি উচ্চ বৃক্ষে জন্মে, অন্য ফলবৎ তথাহইতে ভূমিতে পড়িলে ভগ্ন হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা এবং ভগ্ন হইয়া বীজ নষ্ট হইলে সুতরাং নারিকেল জাতির লোপ হইবার আশঙ্কা সম্ভবে। এতন্নিমিত্তে পরম কারুণিক ভগবান্ নারিকেলকে অতি স্থূল এবং স্থিতিস্থাপক * গুণবিশিষ্ট ত্বচে (অর্থাৎ ছোবড়ায়) আবৃত করিয়াছেন। তৎ প্রযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের বৃক্ষাগ্রহইতে ভূমিতে পড়িয়া কোন ক্রমে ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অপর সেই বীজহইতে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইলে তাহাও অতি দুর্ব্বল ও কোমল ও অনায়াসে নাশ্য হইয়া থাকে; এবং ক্রমশঃ নানাবিধ উপায়দ্বারা পুষ্ট না হইলে বৃদ্ধি পায় না। নবাঙ্কুর হওন সময়ে অতি ক্ষুদ্র২ দুইটি পত্র না হইয়া যদ্যপি কোন অশ্বত্থাদি বৃক্ষের চারা একেবারে প্রমাণানুরূপ পত্র ধারণ করিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তদ্ভারে তাহার দুর্ব্বল মূল সমুৎপাটিত হইয়া—অথবা ঐ ক্ষুদ্র মূলে বৃহৎকায় পত্রের পোষণোপযোগ্য রস সঙ্গ্রহ না হইয়া—বৃক্ষের বিনাশ হইত; পরন্তু এমত অনিয়ম কুত্রাপি হয় না। বৃক্ষের মূলের যে পর্য্যন্ত শক্তি তদনুসারেই বৃক্ষের পত্রাদি হয়; কদাপি তাহার অধিক হয় না। পশুমধ্যে মাতৃ-স্তনে যে পরিমাণে দুগ্ধ জন্মে শাবকেরও তৎপরিমাণে খাদ্য প্রয়োজন হয়; এবং শাবকের দেহ সম্বন্ধে যে পরিমাণে খাদ্য-প্রয়োজন, মাতার দেহেও সেই পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা। যেখানে যে পরিমাণে বৃষ্টি হয় সেখানে সেই পরিমাণে শস্য হয়। যেখানে অধিক বৃষ্টি সেখানে তৎপরিমাণে বৃষ্টিতে জন্মোপযোগ্য শস্য উৎপন্ন হয়। যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেখানে বন্যা হইয়া ভূমিকে ফলবতী করে, অথবা তথায় এ প্রকার শস্যের সৃষ্টি আছে যাহার উৎপন্নার্থে বর্ষার প্রয়োজন নাই। কোন২ স্থানে ক্রমাগত তিন চারি মাস রাত্রি থাকে, পরে ক্রমাগত তিন চারি মাস দিবস হয়; পরন্তু তথাকার জীব জন্তু সকলের জীবনের কার্য্য ঐ নিয়মেই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর যে দেশে এমত সকল বৃক্ষ আছে যাহা শীত সংস্পর্শে বাঁচিতে পারে না তথায় সর্ব্বদা গ্রীষ্মেরই প্রাদুর্ভাব; যথায় সমতার প্রয়োজন তথায় সমতা, ও যথায় শীতলতার আবশ্যক তথায় নিয়ত শীতেরই বৃদ্ধি থাকে; ফলতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ও সকল বস্তুই পরস্পর উপকারজনক ও প্রয়োজনীয়, কেহ কাহার নিরবচ্ছিন্ন অপকারী নহে; এবং তাহাদের প্রত্যেকের অভাবে অপরের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

* বস্তুকে নমু করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শক্তিতে তাহা আপন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার নাম স্থিতিস্থাপক শক্তি।

চামরি-গো।

পাঠক মহাশয়েরা সকলেই শ্বেত-চামর দেখিয়াছেন, কিন্তু যে পশুর কেশহইতে তাহা প্রস্তুত হয় সে পশু, বোধ হয়, অতি অল্প লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবেক, কারণ তাহারা অতি শীতল-দেশবাসী, কদাপি উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে না; এবং গ্রীষ্ম দেশে আনীত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। অনেকে এতদ্দেশে উক্ত পশুকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেরই পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। তিব্বত, তাতার, মাঞ্চুরিয়া, চীন-দেশের পশ্চিমাংশ, এবং আশিয়া খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি অপর দেশসকল এই পশুর বাসস্থান, এবং অন্যত্র গো-সকল যে সকল প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে, প্রস্তাবিত দেশে প্রায়
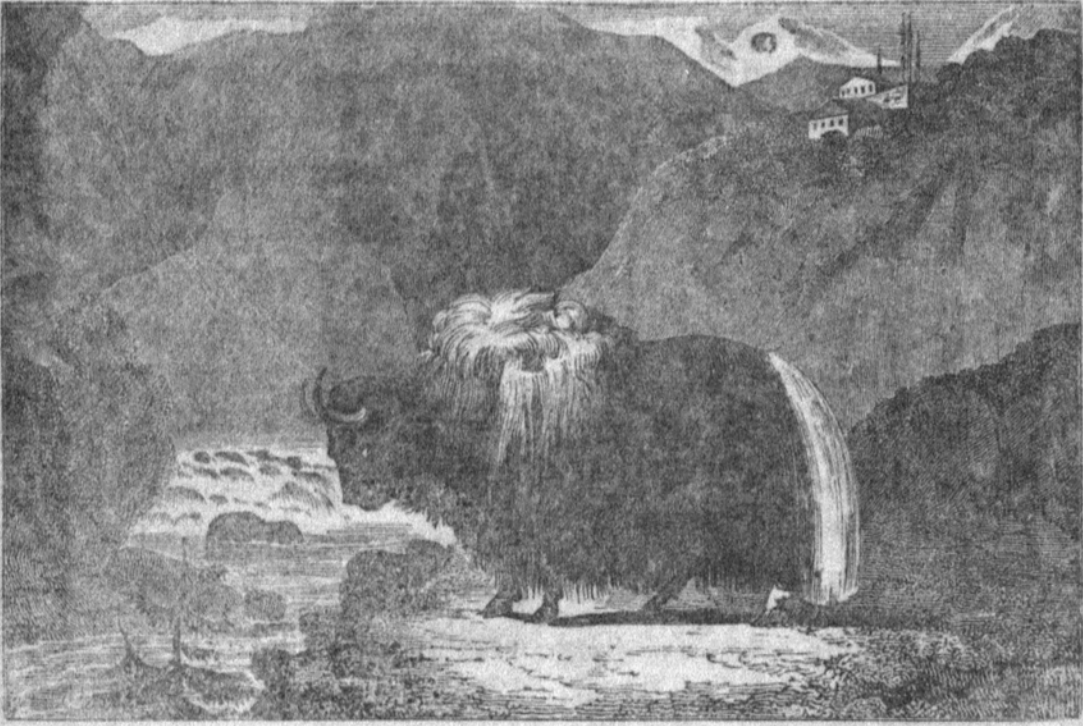
তৎসমুদায় কার্য্য চামরি-গোদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই জীব মহিষবৎ বৃহৎ, এবং সর্ব্বাঙ্গ কেশে মণ্ডিত। উক্ত কেশ দেহের অপর সর্ব্বত্র কৃষ্ণ বর্ণের হয়, কদাপি ধুম্র, শুক্ল ও কৃষ্ণে মিশ্রিতও হয়; কেবল পুচ্ছ, ও ককুদ ও ললাটোপরি তদ্বর্ণের হয় না। তথাকার কেশ শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট; এবং তাহাই চামর বানাইবার নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। যে সকল দেশে চামরি-গোর আবাস তত্রত্য মাংসাশি- মনুষ্যমাত্রে এই পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং তথাকার বিষম শীত নিবারণার্থে ইহার কেশসংযুক্ত চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ ধারণ করেন, এবং তাহা শয্যার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চামরি-গোর কেশে বস্ত্র ও এক প্রকার সুদৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত হয়, এবং তাহার খুর ও শৃঙ্গে শিরিশও অস্ত্রাদির মুষ্টি বানান যায়। চামরী গাভীরা সুপ্রচুর দুগ্ধবতী, এবং ঐ দুগ্ধ অতি সুস্বাদু হয়, অপিচ তাহাতে যে নবনীত জন্মে, তাহা অপর সকল নবনীত হইতে শ্রেষ্ঠ। ভার-বহন বিষয়ে চামরী অতি সমর্থ, এবং সকলেই ইহাদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকে। পরন্তু এই সকল নানা গুণ-সত্ত্বেও এই পশু সুবিখ্যাত হয় নাই। ইহার সুখ্যাতির প্রধান কারণ কেবল ইহার পুচ্ছ; এবং ঐ পুচ্ছের মাহাত্ম্য বিষয়ে নানাবিধ মিথ্যা-গল্প প্রচলিত আছে। তুর্ক জাতীয়দিগের বিশ্বাস আছে যে ঐ পুচ্ছ সমভিব্যাহারে থাকিলে যুদ্ধে পরাজয় হয় না; অতএব তাহাদিগের সৈন্যদলের পতাকা-সকল এই গোপুচ্ছে নির্ম্মিত হয়। এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সম্পত্তি মধ্যে শ্বেত-ছত্র ও চামর অতি প্রধান, এবং ঐ চামর দীর্ঘ ও লঘু, ও স্বচ্ছ এবং ঘন-কেশবিশিষ্ট হইলেই শ্রেয়স্কর হয়। এতদ্বিষয়ে ভোজরাজকৃত "যুক্তি-কল্পতরু" গ্রন্থে কথিত আছে যে—

"দীর্ঘে দীর্ঘায়ুরাপ্নোতি লঘৌ ভীতিবিনাশনং।
"স্বচ্ছে স্যাদ্ধনকীর্ত্তিভ্যাং ঘনে স্যুঃ স্থিরসম্পদঃ॥
"খর্ব্বে খর্ব্বায়ুরুদ্দিষ্টং গুরুর্গুরুভয়প্রদঃ।
"বিরলে রোগশোকাভ্যাং মলিনং মৃত্যুমাদিশেৎ॥"

অর্থাৎ দীর্ঘ [কেশবিশিষ্ট চামরে] দীর্ঘায়ু হয়; লঘুতায় ভয় বিনাশ করে। স্বচ্ছ গুণে ধন এবং কীর্ত্তির বৃদ্ধি হয়; এবং ঘন রোমে স্থির-সম্পদ প্রাপ্তি করায়। [এবং রোমের এতদ্গুণ চতুষ্টয়ের বিপর্য্যয়ে ফলেরও বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ] খর্ব্বচামর অল্পায়ুঃপ্রদ হয়, ভারি হইলে মহা ভয় প্রদান করে। [কেশ সকল] বিরল হইলে রোগ এবং শোকের উৎপত্তি করে, এবং মলিন হইলে মৃত্যু দায়ক হয়।

চামরির সহিত ইতর গোর সংসর্গে এক প্রকার বর্ণসঙ্কর গোর উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং এই জাতির হিমালয় পর্ব্বতের অনেক স্থানে নিবাস আছে। তথায় এই বর্ণসঙ্কর পুং-গোকে "যো" এবং স্ত্রী-গোকে "যোমো" শব্দে কহে। গোদ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ইহাদ্বারাও তৎসমুদায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। "আসিয়াটিক সোসাইটী" নামক সভার অদ্ভুত-পদার্থ-সঙ্গ্রহালয়ে এই পশুর চর্ম্ম একখানি আছে, এবং তদ্দৃষ্টে প্রকৃত চামরির অবয়ব অনুমান করিতে পারা যায়।

সাহিত্য বিবেক।

অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথমতঃ "ব্যক্তব্যনুদ্দেশ্য-বাক্য" অর্থাৎ মনোগত ভাব প্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য; দ্বিতীয়, "উদ্দেশ্য-বাক্য" অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের উদ্দেশে প্রোক্ত বাক্য; এবং যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য-সকলের সুশৃঙ্খলায় প্রয়োগ বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে তাহার নাম "সাহিত্য", অর্থাৎ বাক্য বিষয়ক হিতকারি শাস্ত্র। রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য পরস্পর অন্বিত সেই কাব্যকে সাহিত্য শব্দে বিধান করাযায়, পরন্তু, বোধ হয়, সে কেবল তৎকাব্যের উৎকর্ষজ্ঞাপনার্থে ঘটিয়া থাকিবেক।

ব্যক্তব্যনুদ্দেশ্য-বাক্যসম্বন্ধে কোন নিয়মের আবশ্যক নাই, কারন বক্তা নানাবিধ বিশৃঙ্খলতায় বাক্য উচ্চারণ করিলেও আপনার বাক্য আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, এবং তাহা হইলেই বাক্য-তাৎপর্য্য সফল হইল; অন্যের তাহা বুঝিবার প্রয়োজন না থাকায় তদ্বিষয়ের নিয়ম করণে ফলাভাব।

উদ্দেশ্য-বাক্যে এক ব্যক্তি স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় অপরকে ব্যক্ত করে। তদ্বাক্যের পরস্পর ঐক্য ও মাধুর্য্যাদি গুণ থাকিলে যে অভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করাযায় তৎসিদ্ধির সুলভতা হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন, এবং ঐ নিয়ম সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। বাক্যের পরস্পর অর্থ বুৎপাদন ব্যাকরণ শাস্ত্রে নিষ্পন্ন হয়; এবং আশু বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয় বাক্যের প্রয়োজ্যতা ও অপ্রয়োজ্যতা বিষয়ে বক্তা আপনিই বিহিত বিবেচনা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নিয়মান্তরের আবশ্যক করে না। যথা ক্রোধ-প্রকাশ-করণ-সময়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তিহইতে ক্রোধ-জ্ঞাপক বাক্যই নির্গত হয়, কারুণ্য বাক্যের স্ফূর্ত্তি কদাচ হয় না, তথা অন্যান্য-ভাব প্রকাশ-করণ-সময়ে ও তত্তদ্ভাবনারূপ বাক্যেরই সম্ভাবনা। পরন্তু এই স্বাভাবিক রীতি কেবল মনোগত ভাব প্রকাশ সম্বন্ধেই ফলবতী হয়; রসোদ্দীপন-বিষয়ে পরম্পরা পরীক্ষায় যে সকল নিয়ম

উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে তাহারই অনুশীলন করা আবশ্যক; বিশেষতঃ কাব্যাদি রচনা সময়ে, যখন অন্তঃকরণে যে সকল রস স্তব্ধীভূত থাকে তাহারই বর্ণনা করিতে হয়, তখন তদুদ্বোধ-বিষয়ক নিয়ম জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে, আর এতজ্জন্য কেবল যে নিয়মেরই আবশ্যক এমত নহে; কিন্তু নিয়ম করিবার হেতু এবং ঐ রসের প্রকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য; নচেৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অভিপ্রায় ভিন্ন কেহ বাক্য উচ্চারণ করেন না। সেই অভিপ্রায়-ভেদে উদ্দেশ্য বাক্য তিন প্রকার হইয়া থাকে; যথা; ১, বুদ্ধ্যুদ্দীপক, অর্থাৎ যে বাক্যে তর্ক করা যায় বা অজ্ঞানি-ব্যক্তির মনে জ্ঞানালোক প্রদান করা যায়; ২, রসোদ্দীপক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শ্রোতার মনে করুণাদি-রসের উদ্দীপন হয়, এবং ৩, মনোব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ যে বাক্যদ্বারা শ্রোতার মনকে এক পথহইতে অন্য পথে আনয়ন করা যায়, যথা ক্রোধিকে স্নিগ্ধ বাক্যে শান্ত করা ইত্যাদি। ঐ অভিপ্রায়-ভেদে বাক্য-রচনার পদ্ধতি বিভিন্না হইয়া থাকে, এবং তাহার অন্যথা করিলে ফলের হানি হয়। যে পদ্ধতিতে রসোদ্দীপক বাক্য-রচনা করা যায়, তদনুসারে বুদ্ধ্যুদ্দীপক প্রস্তাব লিখিলে কদাপি তুল্য ফল সম্ভবে না। রসোদ্দীপক রচনায় যমক, অনুপ্রাস, রূপকাদি নানাবিধ অলঙ্কারের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। বুদ্ধ্যুদ্দীপক বাক্যে তাহার প্রয়োগে আপাততঃ ভ্রমের সম্ভাবনা, প্রকৃত প্রস্তাবের কোন উপকারই হয় না; বিশেষতঃ অঙ্ক শাস্ত্রের উপদেশ সময়ে অলঙ্কার নিতান্ত নিষিদ্ধ। ২, ৩, ৫, ৭ ও ৯-য়ে ২৬ সঙ্খ্যা হয়, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে, দুই এবং তিনে পাঁচ, পাঁচ এবং পাঁচে দশ, এবং দশ ও সাতে সতের, এবং সতের ও নয়ে ২৬, এই প্রকার বলিলেই বক্তার অভিপ্রায় সর্ব্বতো ভাবে সুব্যক্ত হয়; তদন্যথায় যমক অনুপ্রাস বা রূপকে কদাপি সুলভে ইষ্ট-সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র ও অঙ্ক শাস্ত্র এবং উপদেশ বিষয়ক রচনায় অলঙ্কার পরিহরণ পূর্ব্বক যাহাতে অভিপ্রায়ের স্পষ্টতা বোধগম্য হয় তাহাই কর্ত্তব্য। পরন্তু এ কথা বলায় আমাদিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে অন্যত্র অভিপ্রায় স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত সর্ব্বত্রই স্পষ্টতার আবশ্যক। রচনা সম্বন্ধে ইহা এক অত্যুৎকৃষ্টগুণরূপে গণ্য। এই গুণ-বিরহে কোন রচনাই সমাদরণীয়া হইতে পারে না, এবং এই গুণ-প্রাপ্তির নিমিত্তে লেখক মাত্রেরই নিয়ত চেষ্টা করাই বিধেয়। আমাদিগের পূর্ব্বোক্তবাক্যের এই মাত্র তাৎপর্য্য যে অঙ্কশাস্ত্রে অলঙ্কার নিরপেক্ষ শুদ্ধ স্পষ্ট বাক্যেরই অত্যন্তাবশ্যক। এতদ্রূপ স্পষ্টতা বিচারালয় সম্পর্কীয় কাগজ-পত্রেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। তথায়ও অলঙ্কার সার্থক হয় না; প্রত্যুতঃ তাহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এতদ্বিষয়ে মিতাক্ষরাকার লেখেন “[আবেদন পত্র] বিরূপ, ব্যর্থ, বিরুদ্ধার্থক, অধিক শব্দান্বিত না হইয়া স্বল্পাক্ষর স্বল্প অথচ কোমল শব্দে বহু-মর্ম্মাবধারক হইবেক”; এবং ইদানীন্তন বিচারালয়ের কর্ম্মচারিরা এতদ্রূপ আবেদন-পত্র রচনায় সম্যগ্‌রূপে অপটু হওয়াতেই অধুনা আবেদন পত্রেক-পার্শ্বে সংক্ষেপে তন্মর্ম্ম লিখনের প্রথা হইয়াছে। অপর অঙ্কশাস্ত্র ও বিধি নিরূপকবাক্য ব্যতীত অন্য প্রকার বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় সাবধানে বিবেচনাপূর্ব্বক উপমাদি সামান্যালঙ্কার ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই, পরন্তু রূপকাদি প্রদীপ্ত অলঙ্কার কদাপি প্রয়োগ-যোগ্য হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার রচনার নাম রসোদ্দীপক। ইহার অভিপ্রায় শ্রোতার মনোমধ্যে করুণাদি

রসের উদ্দীপন করত আনন্দ প্রদান করা। এবং তদর্থে কোন রসাত্মক বাক্যকে উপযুক্ত অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া মনের সহিত সন্দর্শন করাইতে হয়। এতদ্রূপ রচনার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল কবিতা। তাহাতে অলঙ্কারমাত্রেরই প্রচুররূপে ব্যবহার আছে; ফলতঃ কবিতা ও রসাত্মক গল্পই অলঙ্কারের উপযুক্তাধার; অপিতু মনোব্যাবর্ত্তকবাক্যেও অলঙ্কার নিষিদ্ধ নহে।

যে বাক্যে কোন ব্যক্তির মনকে এক পন্থাহইতে ফিরাইয়া অন্য পথে আনয়ন করা যায় তাহার নাম "মনোব্যাবর্ত্তকবাক্য;" এবং জনসমাজে বক্তৃতাই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ইহা পূর্ব্বোক্তরচনাদ্বয় অপেক্ষা কঠিন। পূর্ব্বোক্ত রচনাদ্বয়ে এক২ মাত্র অভিপ্রায়। বুদ্ধ্যুদ্দীপকবাক্যে ন্যায় ও স্পষ্টতা রক্ষা করিলেই ইষ্টাপত্তি হয়; এবং রসোদ্দীপকবাক্যে মনের সন্তোষই উদ্দেশ্য, ও তাহা জন্মানই মুখ্য কল্প। মনোব্যাবর্ত্তক বাক্যের অভিপ্রায় দুই; প্রথমতঃ কোন পদার্থকে সপ্রমাণকরা, এবং দ্বিতীয় তদ্বিষয়ে শ্রোতার মনকে রত করান; সুতরাং ইহাতে ন্যায় ও স্পষ্টতা ওরসোদ্দীপন—এতৎ সকলের ঐক্য ভিন্ন কদাপি ইষ্ট সিদ্ধি সম্ভবে না; এবং যে সকল বক্তৃতায় এই সকল গুণের উত্তম সম্মিলন হয় তাহাই অত্যন্ত সমাদরণীয়া ও ফলবতী হইয়া থাকে।

যে প্রকার অভিপ্রায় ভেদে রচনার ত্রৈবিধ্য নিরূপিত হইল, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যাদি ভেদেও রচনা ত্রিবিধ হইয়া থাকে; তদ্যথা; সাধারণী, বৃত্তগন্ধিনী, ও উৎকলিকা। পরন্তু এতদ্বিষয়ে এইক্ষণে আমাদিগের মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্তি নাই। আদৌ রচনার অঙ্গসম্বন্ধীয় দোষ-গুণ বিচার্য্য; পরে অলঙ্কারের লক্ষণ করা কর্ত্তব্য, এবং এই উভয়ের বিশেষ বোধ হইলে, রচনা প্রণালীর বিচার অনায়াসেই সাধ্য হইবেক।

পদ, পদাংশ, বাক্য, অর্থ, এবং রস, এই পঞ্চ রচনার অঙ্গ; অলঙ্কার অলঙ্কারমাত্র; এবং ইহাদিগের প্রত্যেকেতে দোষের সম্ভাবনা আছে। সাহিত্য শাস্ত্রজ্ঞেরা পদগত দোষকে চতুর্দ্দশ প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন; তদ্যথা (১) দুঃশ্রাব্য, অর্থাৎ শ্রবণে কটু; (২) অশ্লীলতা, অর্থাৎ লজ্জাদিজনক ভাষাবিশিষ্ট; (৩) চ্যুতসংস্কৃতিত্ব, অর্থাৎ ব্যাকরণঅশুদ্ধ পদের প্রয়োগ; (৪) অপ্রযুক্ততা, অর্থাৎ যে পদ শুদ্ধ হইলেও সল্লেখকেরা ব্যবহার করেন না তাহার প্রয়োগ; (৫) গ্রাম্যত্ব, অর্থাৎ গ্রাম্য বাক্যের প্রয়োগ; (৬) অপ্রতীতত্ব, অর্থাৎ যে পদের কোন এক মাত্র শাস্ত্রে ব্যবহার আছে তাহার প্রয়োগ; (৭) সন্দিগ্ধতা, অর্থাৎ যে পদের প্রয়োগে দুই অর্থের সন্দেহ জন্মে; (৮) নিহিতার্থতা, অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারা অপ্রসিদ্ধ অর্থে নিষ্পাদ্য পদ; (৯) নিরর্থকতা, অর্থাৎ যে বাক্যের প্রয়োজন নাই কেবল পাদ পূরণের নিমিত্তে তাহার প্রয়োগ, (১০) নেয়ার্থতা অর্থাৎ যে পদের যে অর্থ তদ্ভিন্ন অন্য অর্থে বা গৌণার্থে তাহার প্রয়োগ, (১১) অবাচকতা, অর্থাৎ যে অর্থের নিমিত্ত পদ প্রয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা তদর্থের বোধ হয় না এমত পদের প্রয়োগ; (১২) ক্লিষ্টতা, অর্থাৎ অত্যন্ত বুদ্ধি শ্রমদ্বারা যে শব্দার্থের বোধ হয় তাহার প্রয়োগ। (১৩) বিরুদ্ধমতিকারিতা, অর্থাৎ একার্থে প্রযুক্ত শব্দের বিরুদ্ধরূপ অর্থের বোধক বাক্যের প্রয়োগ; (১৪) অসমর্থতা, অর্থাৎ যে পদে লেখকের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে না তাহার প্রয়োগ।

সতীত্ব।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

হা সর্ব্বকালে ও সকল লোক-মধ্যে বিদিত আছে, যে পতি-শুশ্রূষা ও পতির প্রতি প্রকৃষ্ট-রূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্মও কর্ত্তব্য

কর্ম্ম। বুধগণ ইহাকে সতীত্ব শব্দে বিখ্যাত করেন; ও ইহার বিস্তার মাহাত্ম্যজন্য ইহাকে বিবিধ পারলৌকিক ফলের আস্পদ বলিয়া বর্ণনা করেন। সীমন্তিনীরা এই ধর্ম্মসহকারে বহুবিধ সদ্গুণের আধার হইয়া পৃথিবীর পরম কল্যাণকারিণী হয়েন; এবং তৎ-পারিতোষিক-স্বরূপ অসীম যশোরাশি লাভ করেন। সতীত্ব তাহাদিগের অসাধারণ অনুপম ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে, কারণ অলঙ্কার-বিমুক্তা রূপবিহীনা রমণী এই ধর্ম্ম সংযুক্তা হইলেও জনসমাজে অত্যন্ত আদরণীয়া হয়েন; কিন্তু ইহার অভাবে নানা রত্নে ভূষিতা লাবণ্যময়ী ললনাও দুশ্চরিত্রাপবাদে সকলের অবজ্ঞার পাত্র হয়েন। সতী নারীরা স্বভাবতঃ ধীরা, লজ্জাশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা; তাহাদিগদ্বারা সংসারের নানাবিধ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ইহাতে সন্দেহ কি? যদ্যপি দাম্পত্য-সুখ সাংসারিক অপরাপরসুখাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবে তাহার উপলব্ধির নিমিত্তে সতী স্ত্রীর কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা বচন-পথের অতিক্রান্ত; অতএব এমত স্ত্রীরত্ন লাভ করাও সামান্য সৌভাগ্যের কর্ম্ম নহে। সতী স্ত্রীর স্বামী অতিশয় কুপুরুষ ও দরিদ্র হইলেও অসীমস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করেন। তিনি দিবসাবসানে সাংসারিক পরিশ্রমহইতে অবসৃত হইয়া যখন সেই ধর্ম্ম-বিশুদ্ধ-প্রণয়িনীর নিষ্কলঙ্ক-বদন-সুধাকরকে সন্দর্শন করেন, বিবেচনা করুন, তখন তাঁহার মনোমধ্যে কীদৃশ অলৌকিক সুখের সঞ্চার হয়? তিনি পরিবার জনের ভরণ-পোষণ-জন্য অনুক্ষণ অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলেও সেই সুলোচনার সুধাময় মধুরালাপ ও অকৃত্রিম প্রীতি-প্রভাবে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন। এমত অনেকানেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়াছে, যে ব্যক্তিরা প্রথমতঃ দুর্বৃত্ত ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত থাকিয়াও এবম্বিধ সদ্ভার্য্যা সমাগমদ্বারা সুশীল ও সৎক্রিয়াবান্ হইয়াছেন। পরিজন মধ্যে অসতী মহিলা সকল-সুখাবরোধের প্রধান কারণ; সেই স্বৈরিণীদিগের অসাধ্য অপকর্ম্মের অস্তিত্ব-প্রতি আমাদিগের সন্দেহ জন্মে। অধিক কি কহিব, তাহারা স্বাভীষ্ট সাধনার্থে স্বীয় পতির ও পুত্রের প্রাণ পর্য্যন্তও সংহার করিয়া থাকে। একারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে দুষ্টা ভার্য্যা শঠংমিত্রমিত্যাদি। এতৎ শ্লোকোক্ত ব্যক্তিরা সাধুদিগের সতত পরিত্যজ্য, যেহেতুক ইহাদিগের সংসর্গে সহবাস করা ও সর্পাশ্রিত আবাসে বাস করা উভয়ই তুল্য; কারণ উভয়ই সংশয়পূর্ণ ও আপদজনক।

সতীরা আপন প্রাণাপেক্ষা পতিকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করেন, স্বামির ক্লেশে ক্লিষ্টা হয়েন,এবং তাঁহার সুখেই সুখানুভব করেন। কোন২ সময়ে পতির পরিতুষ্টি-জন্য মরণ পর্য্যন্তের অনুসরণ করেন। শাস্ত্রকারেরা এবিধায় তাঁহাদিগের প্রতি "পতিপ্রাণা" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে কোন২ পণ্ডিতেরা সতীনারীর অস্তিত্বে নানা প্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া কহেন, "যে সতীত্ব ধর্ম্ম কেবল কাল্পনিক মাত্র, যেহেতুক পৃথিবী মণ্ডলে পতিব্রতা সতী স্ত্রী নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য; তবে যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কতক-গুলীন স্ত্রীদিগকে এবংবিধ গৌরবান্বিত বিশেষণ দিয়া বিখ্যাত করেন, তাহাতে কেবল সাধারণ সীমন্তিনী-গণের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জন্য উৎসাহ প্রদান করেন"। তাঁহারা আরো কহেন্ যে "মহিলাগণ স্বভাবতঃ চঞ্চলা, দুশ্চরিত্রা ও স্বেচ্ছাচারিণী, অতএব স্বভাব বৈপরীত্যে যে তাহারা এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা কদাপি বিশ্বাস-যোগ্য নহে,—বরং ইহাই বিশ্বাস্য যে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই দেশ কাল ও পাত্রাভাব প্রযুক্ত নি-

তান্ত নিরুপায় হইয়া স্ব২ স্বভাব-সিদ্ধ অপকর্ম্ম-সম্পাদনে ক্ষান্ত থাকেন; এই নিমিত্তে তাহাদিগকে সতী বলা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে”। এই আপত্তির বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ না করিয়া বিসম্বাদিদিগকে প্রথমতঃ এই কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, যে তাহারা মানব-সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মের যথার্থ অবস্থিতি স্বীকার করেন কি না? যদ্যপি অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে সতীত্বের ও প্রকৃতত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। নতুবা তাহাদিগের এই অপ্রসিদ্ধ বিধি স্থলান্তরে অর্থাৎ অপরাপর ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রয়োগ করিলে, তৎসানুদায়িকই কাম্পনিক বোধ হইবেক; তাহা হইলে সকলেই আপত্তি উত্থাপন-স্থলে অনায়াসেই কহিতে পারিবেন, যে মানব-বর্গ কেবল কারণান্তর বশতঃ, ও বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, ধর্ম্মাদি সৎকর্ম্মানুশীলনে নিবিষ্ট হয়েন, নচেৎ ঈদৃশা অভিরুচি কদাপি তাহাদিগের প্রকৃত ইচ্ছানুগত হয় না। সুতরাং এপ্রকার বাগ্‌বিরোধ করিলে ভূমণ্ডল-মধ্যে সুশীল ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব হইয়া উঠে। সে যাহা হউক এবিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন-বোধে আপত্তিকারিদের পূর্ব্বপক্ষের এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে পৃথিবীতে লোক সকল স্বাভাবিক সীমা নিবদ্ধ থাকিয়া নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মাদি সাধনে যদনুসারে কৃতকার্য্য হয়েন, সেই পরিমাণে অবলাগণও এই শুদ্ধেয়-ধর্ম্ম-প্রতিপালনে যথেষ্ট সক্ষম, তাহার অন্যথা সম্ভবে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জীবন চরিত্র ও তাহাদের এই ধর্ম্মানুরক্তি-বিষয়ে যে সকল প্রামাণিক উদাহরণ প্রকাশিত আছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বিপক্ষবাদিরা কেবল স্বপক্ষ-রক্ষণ-জন্য বনিতাগণকে প্রাগুক্ত বিরূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট করিয়াছেন; বস্তুগত্যা তৎসমস্তই অপ্রসিদ্ধ ও কাম্পনিকমাত্র। পুরাণাদিতে কথিত আছে যে সত্যকালে বেদবতী নাম্নী এক সতী স্ত্রী ছিলেন; বিষম কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত, চলচ্ছক্তি-বিহীন, অতিদরিদ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার পতি ছিলেন; অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে অতিশয় অবজ্ঞা করিত, এবং ঘৃণাপ্রযুক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তি হইত না; কিন্তু বেদবতী সতত স্বামির আজ্ঞাবহ থাকিয়া অকপট-ভক্তি-প্রকাশপুরঃসর পবিত্রচিত্তে তাঁহার পরিকর্ম্ম পরিচর্য্যাদি করিতেন। অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত চিররুগ্ন-ব্যক্তির সন্তোষার্থে লক্ষহীরা নাম্নী এক জন বারবনিতার ভবনে দাস্য-বৃত্তি-পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পতির প্রতি বিরক্তি বা স্বাভাবিক-ভক্তি-ভাবের ব্যতিক্রম করেন নাই॥ কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কহেন, যে প্রাচীন কালে জর্ম্মন রাজ্য এই ধর্ম্মাক্রান্ত স্ত্রীদিগের প্রাচুর্য্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল। সে সময়ে তদ্দেশীয়েরা এপ্রকার সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, তাঁহারা পত্রকুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, ও যৎসামান্য রূপে গ্রাসাচ্ছদনাদি আহরণ-পূর্ব্বক অতি কষ্টে কাল-যাপন করিতেন। কিন্তু এবম্বিধ দুঃখাবৃত হইয়াও তাঁহারা স্ব২ পত্নীদিগের অপূর্ব্ব ভক্তি ও অসাধারণ শুশ্রূষার প্রভাবে অসীম সন্তোষভোগ করিতেন। সেই সীমন্তিনীরা পতিকে পরম-পদার্থ বলিয়া জানিতেন, ও নিতান্ত প্রণয় প্রযুক্ত নয়ন পথের বহির্ভূত করিতেন না। একারণ স্বামিরা প্রয়োজন-বশতঃ যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলে, স্ত্রীসকল অকুতো-ভয়ে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে ভয়ানক সমর ক্ষেত্রেও উপনীতা হইতেন। এমত প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে সতী নারীরা

নানা প্রকারে স্বদেশের পরম হিতৈষিণী হইয়াছেন। রোম নগরীয় লুক্রিযিয়া নাম্নী এক লোকমান্যা সতী ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। এই রূপ ভিন্ন২ দেশে বিভিন্ন স্ত্রী জাতীয়ের মধ্যে বিবিধ উদাহরণ বিদিত আছে। অপিচ ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে বহু কালপর্য্যন্ত বঙ্গ ভূমিতে এই লোকোৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব আছে। এতদ্দেশীয় অবলাগণের প্রতি যে প্রকার উৎকট নিয়মাদি নির্দ্ধারিত আছে, ভিন্ন দেশীয় অঙ্গনাগণ তাহা হইতে সম্যগ্রূপে বহির্ভূত। বিবেচনা করুন, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশীয় প্রমদাগণ বহু-পরিশ্রম-পুরঃসর শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন; বয়োবৃদ্ধ কালে স্বেচ্ছানুসারে তাহাদিগের বিবাহ হয়; তাহারা পতির পরলোকানন্তর পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, ও স্বামী অসৎশীল বা পরদার রত হইলে দেশীয় ব্যবহার মতে তাহাকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বঙ্গদেশীয় দুর্ভাগা কন্যাগণের কি বিপরীত অবস্থা! তাহারা প্রথমতঃ শাস্ত্রানভিজ্ঞত্ব জন্য নীতি-জ্ঞানে বঞ্চিতা, দ্বিতীয়তঃ জনক জননীর অনুমত্যনুসারে শৈশবাবস্থায় বিবাহিতা হইয়া স্বামির সম্পূর্ণ পরতন্ত্রা থাকেন; বিশেষতঃ পতি-বিয়োগে তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য-যাতনা সহ্য করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন দেশ-ব্যবহার বশতঃ নৃসংশ কৌলীন্য-প্রথার দুঃসহ যাতনায় ও অন্যান্য কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে নিবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারা অশেষ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করেন। এতাবৎ দুঃখাকর-নিয়ম-সকল সতীত্ব ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট প্রতিকূল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক, সন্দেহ কি? কিন্তু যখন অস্মদ্দেশীয় কামিনীরা এসমস্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া এই পরম-ধর্ম্ম-প্রতিপালনের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে অপরাপর মহিলাগণাপেক্ষায় অধিকাংশ প্রশংসা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কণিকাসমুচ্চয়।

রন্ধন প্রথা।

কাপ্তান ওয়েক্‌ফিল্ড সাহেব নূতন-জিলাণ্ড দেশে ব্যঞ্জন রন্ধনের নিয়ম বিষয়ে লেখেন যে প্রথমতঃ তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা ২ হস্ত দীর্ঘ ও প্রায় এক হস্ত গভীর এক গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে; এবং ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিতে থাকে, যখন ঐ প্রস্তর সকল উত্তাপে অগ্নি বর্ণ হইয়া উঠে তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করত তদুপরি বনজ শাক ও ঘাস ও গোলআলু ও মৎস্য কি মাংস একত্রে স্থাপন করিয়া তৎসমুদয় এক ঝুড়িদ্বারা আচ্ছাদন করত সর্ব্বোপরি মৃত্তিকার লেপ দেয়। এতদবস্থায় উক্ত দ্রব্য কিয়ৎকাল থাকিলেই সুপক্ব হইয়া উঠে; এবং অভ্যাস বশত সুপকারিণীরা অনায়াসে ঐ সময় নিরূপণ করিয়া যথাযোগ্য কালে গর্ত্তহইতে ব্যঞ্জন উদ্ধার করেন।

(২) পাক-করণ-বিষয়ে আষ্ট্রেলিয়া দেশের লোকেরা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগাপেক্ষায় অত্যন্ত অধম। তাহারা সর্প, মণ্ডূক ও মৎস্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে; কিন্তু কঙ্গারু নামক পশুর মাংস পাইলে তদ্রূপ না করিয়া এক প্রস্তরোপরি তাহা রাখিয়া অপর একপ্রস্তরদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করত ঐ প্রস্তর উত্তপ্ত করে, এবং যথাযোগ্য সময়ে প্রস্তরস্থ মাংস সুপক্ব হইলে ঐ প্রস্তরহইতে বাহির করিয়া লয়।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ পর্ব্ব]　　শকাব্দা ১৭৭৪, আশ্বিন।　　[১২ খণ্ড।

নূতন-জিলণ্ড-দ্বীপের বিবরণ।

ভারতবর্ষীয় মহাসমুদ্রের পূর্ব্ব-সীমায় যে সমুদ্র আছে তাহার নাম "স্থিরসমুদ্র"। ঐ সমুদ্রে যত উপদ্বীপ আছে এত অধিক আর কুত্রাপি নাই। এই সকল উপদ্বীপের অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্র; পরন্তু

কএকটা প্রকাণ্ড২ দ্বীপও আছে; বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া নামক দ্বীপ এতাদৃশ বিস্তৃত যে তাহার অর্দ্ধাংশও ভারতবর্ষহইতে বৃহৎ বোধ হয়। ভূগোলবেত্তারা ইহাকে মহাদ্বীপ শব্দে কহিয়া থাকেন। ইহার অধিকাংশ ইংরাজদিগের অধীন; এবং দেশ-বহিষ্কৃত করণোপযোগ্য তজ্জাতীয় অপরাধিরা ঐ স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহার কিয়দ্দুর পূর্ব্বে অপর এক বৃহৎ দ্বীপ আছে; তাহার নাম নূতন-জিলণ্ড। ১৬৯৮ সংবতে শ্রীব্রবেল্ জান্‌সেন্ তাস্‌মান্ নামক এক জন ওলন্দাজ পোতাধ্যক্ষ জাবা-দ্বীপের ওলন্দাজ-রাজপ্রতিনিধির অনুমত্যনুসারে অজ্ঞাত দ্বীপ-সকলের অনুসন্ধান করিতে যাত্রা করত প্রথমতঃ অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের দক্ষিণে এক বৃহৎ দ্বীপে উপনীত হইয়া আপন প্রভুর নাম চিরবিখ্যাত করণাভিপ্রায়ে তাহার নাম "বান-ডিমন্ ভূমি" রাখিলেন। পরে তথাহইতে কিয়দ্দুর পূর্ব্বে অপর এক দ্বীপে আইসেন; তাহার নাম "নূতন-জিলণ্ড"। ঐ দ্বীপের নিকট তাস্‌মান্ সাহেব পোত নঙ্গর করিলে তত্রত্য কএক জন মনুষ্য দুই ডোঙ্গায় আরোহণ করিয়া জাহাজের কিয়দ্দুরহইতে বিদেশীয়দিগের সহিত সম্ভাষা করিলেক; কিন্তু জাহাজের নিকট আইল না। পরদিবস এক ডোঙ্গায় ১৩ জন মনুষ্য পোতের নিকট আইল; কিন্তু কোনমতেই পোতের উপর আসিতে স্বীকার করিল না। ইত্যবসরে অপর ৭ খানা ডোঙ্গায় কএক ব্যক্তি তীরহইতে পোতাভিমুখে যাত্রা করিলেক, তাস্‌মান্ সাহেব এতদ্দৃষ্টে সন্দিগ্ধান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারি অপর-পোতের অধ্যক্ষকে সাবধান করণাভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র নৌকায় ছয় জন নাবিককে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতে ডোঙ্গাস্থ-ব্যক্তিরা অত্যন্ত বেগে নাবিকদিগকে আক্রমণ-করত চারি জনকে বধ করিয়া এক জন নাবিকের শব লইয়া পলায়ন করিলেক। তাস্‌মান্ সাহেব এই দুঃখজনক ঘটনায় পোতের নঙ্গর উঠাইয়া তথাহইতে যাত্রা করিলেন; এবং তৎসময়ে ২২ খানা ডোঙ্গা তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হওয়াতে এক তোপ ধ্বনিপুর্ব্বক এক জনের প্রাণঘাত করেন; এবং পথিমধ্যে ঐ দ্বীপের এক অন্তরীপ-নিকটে আসিয়া আপন প্রভুর কন্যা যাহাকে তিনি বিবাহ করিবার মানস করিয়াছিলেন তাহার নাম চিরবিখ্যাত করিবার নিমিত্তে ঐ কামিনীর নামে উক্ত অন্তরীপের নাম-করণ করিলেন; অর্থাৎ তাহার নাম "মারিয়া-বান-ডিমন্" রাখিলেন।

নূতন-জিলণ্ডদ্বীপে তাস্‌মান্ সাহেব যাত্রা করণের পর এক শত বৎসর কাল মধ্যে অপর কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি তথায় গমন করে নাই। পরে ১৮২৪ সংবতে কাপ্তান কুক্ সাহেব তদ্দ্বীপে গমন করেন; কিন্তু তথাকার মনুষ্যদিগের সহিত সদ্ভাব করিতে অশক্ত হইয়া কএক জনকে বন্দুকদ্বারা বধ করত অপর দুই জনকে বন্দি করিয়া আপন পোতে আনয়ন করেন।

অতঃপর ডিসর্ব্বিল্ নামক এক জন ফরাসিস্ কাপ্তেন এতদ্দ্বীপে আগমন করেন। তাঁহার সহিত দ্বীপস্থ মনুষ্যদিগের বিশেষ হৃদ্যতা হয়; এবং তাহারা তাঁহার পোতস্থ বহু-জন রুগ্ন-নাবিককে আপনাদিগের গ্রামে লইয়া রাখে, এবং নানাবিধ সেবা-সুশ্রূষাদ্বারা আরোগ্য করে। কিন্তু আশু তাহারা এই সদ্ব্যবহারের অতি বিপরীত ফল পাইয়াছিল। কাপ্তান ডিসর্ব্বিল্ সাহেবের এক খানা ক্ষুদ্র-নৌকা হারাইবাতে তিনি মনে করিলেন যে দ্বীপস্থ মনুষ্যেরাই তাহা চুরি করিয়াছে; এবং ঐ কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া দ্বীপস্থ এক জন প্রধান দলপ-

তিকে নিমন্ত্রণ করত আপন পোতে আনিয়া কয়েদ করিলেন; এবং যে গ্রামে তাঁহার নাবিকেরা পরমোপকৃত হইয়াছিল তাহা এবং তন্নিকটস্থ অপর দুই গ্রাম দগ্ধ করত তথাহইতে প্রস্থান করিলেন!!

অতঃপর ১৮২৭ সংবতে মারিয়ন্ নামক অপর এক জন ফরাসিস্ দুই জাহাজ লইয়া তদ্দ্বীপে গমন করেন। তাঁহার সহিতও দ্বীপস্থ লোক দিগের প্রথমতঃ বিশেষ হৃদ্যতা হয়; কিন্তু এক মাস কাল গত হইলে সেই হৃদ্যতার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইলে পর এক দিবস মারিয়ন্ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি ষোড়শ (ব্যক্তি) মৎস্য বেধনার্থে দ্বীপ-মধ্যে গমন করিয়া রজনীতে পোতে প্রত্যাগমন করিলেন না। ইহাতে পোতস্থ ব্যক্তিরা মনে করিলেক যে দ্বীপস্থ তিকোরি নামক জনৈক দলপতি আমোদ প্রমোদে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পরদিবস প্রাতে পোত হইতে অপর কএক জন নাবিক মিষ্ট জল ও কাষ্ঠ আহরণার্থে দ্বীপমধ্যে গমন করিলেক; এবং চারি ঘণ্টা-কাল পরে তাহাদের কেহ প্রত্যাগমন না করাতে পোতস্থ লোকেরা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইতেছিল, এমত সময়ে দেখিলেক এক জন নাবিক সন্তরণ করিয়া পোতাভিমুখে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং তাহার নিকট শ্রুত হইল যে তাহার সমভিব্যাহারিদিগকে ও মারিয়ন্ প্রভৃতি সকলকে দ্বীপস্থ লোকেরা নিবিড়-বনমধ্যে লইয়া গিয়া ধ্বংস করিয়াছে, কেবল পলায়নদ্বারা তাহার প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে। অতঃপর পোতহইতে অপর এক দল নাবিকেরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দ্বীপে উত্তরিল; এবং স্বজাতীয় কাষ্ঠ সংগ্রহার্থী যে কেহ অসভ্য দ্বীপবাসিদিগের বিশ্বাসঘাতকতাহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগকে পোতে প্রত্যানয়ন করিয়া তথাহইতে যাত্রাকালে বন্দুকদ্বারা বহু-সঙ্খ্যক মনুষ্যের ধ্বংস করে। এতদ্রূপে দ্বীপবাসিদিগের সহিত ইংরাজ ও ফরাসিস্‌দিগের পরস্পর অনিষ্টাচরণ বহু-কালাবধি হইয়াছিল; কিন্তু বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদ্ অসদাচরণের সূত্র সভ্য ইউরোপীয়দিগের হইতেই প্রথম হয়! ইহাদিগের কেহ অসভ্যদিগের কুঠার লইয়া মূল্য দিত না—কেহ তাহাদিগকে পরিশ্রম করাইয়া বেতন দিত না—কেহ দ্রব্য অপহরণ করিত—সুতরাং তাহাতে অসভ্য দ্বীপবাসিরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের অপরাধে ইউরোপীয় মাত্রের অনিষ্ট করিত।

নূতন-জিলণ্ড দ্বীপ বঙ্গদেশহইতে বৃহৎ, এবং উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। "কুকের জল-সঙ্কট" নামক এক খাড়িদ্বারা এই দ্বীপ দুই খণ্ডে বিভাগ হইয়াছে। ইহার উত্তরভাগ ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাতেই অনেক ইংরাজের বসতি আছে। এতদ্দ্বীপস্থ লোক মাত্রেই অতি অসভ্য; এবং নরমাংস-প্রিয়। ধর্ম্মঘোষক পাদরিরা অনেকে ইহাদিগের মঙ্গলার্থে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি ইহাদিগের নৃমাংস-ভক্ষণের স্পৃহা সর্ব্বতোভাবে দূরাকৃত করিতে পারেন নাই। কএক বৎসর হইল এতদ্বিষয়ে এক জন দলপতি কহিয়াছিলেন; "শ্বেত পুরুষেরা * যাহা বলুন, আমরা কদাপি পৈতৃক নীতি পরিত্যাগ করিব না; চিরকাল যে কর্ম্ম হইয়া আসিতেছে; এই ক্ষণে কি তাহার অন্যথা হইবেক? শ্বেত-পুরুষদিগের সহিত আলাপে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। যে প্রকার পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে আমিও তদ্রূপে প্রত্যহ নরমাংস ভিন্ন ভোজন করিব না"।

* অর্থাৎ ইংরাজেরা।

পূর্ব্বে ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রাদি এই অসভ্য জাতির ছিল না। তাহারা প্রস্তর নির্ম্মিত কুঠার ও কাষ্ঠের যষ্ট্যাদি ব্যবহার করিত। কিন্তু সম্প্রতি ইংরাজ দিগের নিকটহইতে নানাবিধ লৌহময় অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সকলেই গৃহে একাদিক্রমে যথাসম্ভব বন্দুক রাখিয়া থাকে।

পরিধেয় বিষয়েও ইহাদিগের পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্দশা ছিল। বল্কল ও চর্ম্ম-মাত্র পরিধেয় ছিল, এবং অনেকে দিগম্বর অবলম্বন করিত। কিন্তু অধুনা ইংরাজদিগের সহবাসে ইহারও অনেক অন্যথা হইয়াছে।

নূতন-জিলণ্ড-দ্বীপস্থ লোকেরা উল্কি পরিতে অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং সকলেই বদনের সর্ব্বত্র উল্কি-দ্বারা চিত্রবিচিত্র করে। ১৭৭ পত্রে যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে এতল্লোকদিগের অবয়ব এবং উল্কি পরিবার প্রণালী স্পষ্ট বিদিত হইবেক *। যদিচ ইহারা অত্যন্ত অসভ্য বটে, তত্রাপি কায়িক ও মানসিক ক্ষমতা বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া দেশের মনুষ্যাপেক্ষায় সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। অষ্ট্রেলিয়া-দ্বীপের মধ্য-দেশবাসি মনুষ্যের ন্যায় অত্যন্ত অধম, অসভ্য ও জীর্ণ-তনু, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

তৃতীয় সঙ্খ্যা।

মিবার-বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী চিতোরনগরের রক্ষণ-চেষ্টা ও পতন, এবং ভীমসিংহ-রমণী পদ্মানীর সতীত্ব-রক্ষা-হেতুক প্রাণ সমর্পণ-বৃত্তান্ত আমরা এতৎপত্রের নবম সঙ্খ্যায় বাহুল্যরূপে বর্ণন করিয়াছি; সংপ্রতি উক্ত ঘটনার পর-পর বৃত্তান্ত প্রস্তাব করা যাইতেছে।

যবন সেনাপতি আলাউদ্দিন ১৩৬৯ সংবতে চিতোর নগর গ্রহণ করিয়া ধারাপুরী, অবন্তি রাজ্য, অনলবারা, মন্দার, দেবগড়, শোলাঙ্কি, প্রমরা, পরিহার এবং তাক—অর্থাৎ সমস্ত অগ্নিকুলবংশের আবাস-স্থান—এককালীন লোপ করিলেন। জেসলমীরও বূঁদি প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ রাজ্যসমূহ তদীয় বিক্রমের বশীভূত এবং তদীয় বলে প্রগর্ব্বিত হইয়াও এক্ষণে পুনর্ব্বার শিরোত্তোলন করিয়াছে। কেবল মাড়োয়ার-দেশায় রাঠোর ও অম্বর দেশীয় কচবহ বংশের তৎকালীয় অবস্থা সামান্য প্রযুক্ত আল্লার বল প্রকাশের উপযুক্ত স্থল বোধ হয় নাই; সুতরাং এই আপদহইতে অনায়াসে ত্রাণ পাইয়াছিল।

এই পরাক্রমশালি দুর্দ্দান্ত যবন যোদ্ধাকে প্রসিদ্ধ দিল্লীশ্বর আলমগিরের সহিত অনেক বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি যে "দ্বিতীয় সেকন্দর" শব্দ উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালীয় মুদ্রা সকলে তাহাই মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল বৃথা দম্ভ প্রকাশ হয় নাই; ভারতবর্ষীয় সিংহাসনারূঢ় যবনদিগের মধ্যে আল্লাউদ্দিন অগ্রগণ্য। তিনি কএক দিবস চিতোরে অবস্থিতি পূর্ব্বক আপন পরাক্রম-মদে মত্ত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হিংসা ও হিন্দু জাতির প্রতি দ্বেষ ও অসভ্যতাসূচক সহস্র২ ক্রিয়াতে দেশ পরিপূর্ণ করত স্বীয় অধিকৃত ভূপতি ঝালোরাধিপতি মল্লদেব নামক রাজপুত্রকে মিবার দেশের রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাপ্পা-বংশের অবশিষ্ট শাখা রাণা অজয়সিংহ চিতোরের নিধন-সময়ে তথাহইতে পলায়ন করত

---

* বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহানুরাগিণীদিগের মধ্যে উল্কি পরিবার রীতি লোপ হইয়াছে; যদ্যপি তদ্বিষয়ে কাহার কিছু স্পৃহাসশেষ থাকে, বোধ করি, উল্লেখিত ছবির দৃষ্টে তাহারও সম্যক্ শান্তি হইবেক।

স্বচ্ছন্দে কেলবারা-দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান মিবার-দেশের পশ্চিম-সীমাস্থ আরাবল্লি-পর্ব্বতের অন্তর্গত, এবং ঐ পর্ব্বতের শিরোনালা নামক বিস্তৃত-গহ্বরের উপরি-ভাগস্থিত ভীমসিংহের সহিত তাঁহার শেষ-সন্দর্শন-সময়ে তিনি এই প্রবল পিত্রাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, "যে একশত বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর অর্থাৎ মরণানন্তর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অরিসিংহের পুত্রকে রাজ্যপ্রদান করিবে"। হামীর-নামক উক্ত-পুত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং বাল্যোপাখ্যান অত্যন্ত চমৎকৃত। এক দিবস অরিসিংহ বন্য-শূকর-মৃগয়ায় অন্দোয়া-নামক অরণ্যে কতিপয় সমবয়স্কের সমভিব্যাহারে একটা শূকরের প্রতি ধাবমান হইলে ঐ শূকর এক শস্য-ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং তদ্দৃষ্টে তৎক্ষেত্রপালপত্নী কোন এক রমণী একটা বৃহৎ শস্য-শীষ উত্তোলন করিয়া তাহার শেষভাগ ফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণ করত শূকরের পার্শ্বভেদ-পূর্ব্বক মৃগয়ার্থিবর্গের সম্মুখে রাখিয়া গমন করিল। মৃগয়ার্থিবর্গ সকলেই এই শৌর্য্যশালিনী-ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়া সমীপবর্ত্তি-স্রোতঃ-পার্শ্বে উক্ত শূকর-মাংস-রন্ধনপূর্ব্বক প্রীত-ভোজন করিতে২ সুন্দরীর বাহুবলের যশোল্লেখ করিতেছিল; এমত কালে একটা মৃৎপিণ্ড কোথাহইতে সমুত্থিত হইয়া রাজকুমারের অশ্ব-পদ ভগ্ন করিলেক। চক্ষুরুত্তোলন করিয়া সকলে দেখিল যে উক্ত দুরান্ত ক্ষেত্রপালপত্নী গগনবিহারি পক্ষির আক্রমণ হইতে ক্ষেত্র রক্ষা-হেতুক এক উচ্চ-স্থানে দণ্ডায়মানা হইয়া ছিকাদ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিতেছিলেন; দৈবাৎ ঐ একটা মৃৎপিণ্ড আসিয়া এই অনিষ্ট-ঘটন ঘটাইয়াছিল। রমণী এই দুর্ঘটনে যথেষ্ট অকল্পিত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। মৃগয়ান্তে বাটী-প্রত্যাগমন-সময়ে পুনরায় ঐ অদ্ভুত-স্ত্রীর সহিত মৃগয়ার্থিবর্গের সন্দর্শন হইল। দেখেন মস্তকে দুগ্ধের কলস এবং হস্তদ্বয়ে একং টা মহিষ-শাবক ধৃত করত গজরাজগমনী গৃহে যাত্রা করিতেছেন। রাজ-অমাত্যের মধ্যে এক জন অশ্বারোহী কৌতুক-ছলে রমণীকে বিরক্ত করিবার মানসে তাহার সমীপে অতিবেগে গমন করত তাহার শরীর-স্পর্শ করিলেক, কিন্তু ক্ষেত্রপাল-পত্নীর চাতুর্য্যে দুগ্ধের কলস না পড়িয়া কেবল অশ্বারূঢ় ব্যক্তিই ভূমিতে নিপতিত হইল।

এই অপূর্ব্ব ক্ষেত্রপালপত্নী চন্দানো-বংশীয় এক জন দরিদ্র-রাজপুত্রের দুহিতা। কুমার অরিসিংহ মৃগয়ার পর-দিবস সংবাদ করত তাহার পিতাকে নিকটে আনয়ন করিলে সেই নিঃশঙ্কপুরুষ রাজসন্নিধানে কুণ্ঠিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে তদীয়-পার্শ্বে উপবেশন করিলেক। রাজ-পারিষদেরা তাহাতে ঈষদ্ধাস্য করাতে রাজকুমার সক্রোধ-বদনে তাহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করেন, ও সসম্মানে উক্ত ব্যক্তির নিকট তাঁহার দুহিতার পাণি-প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলে ঐ রূঢ়-পিতা তাহাতে অসম্মত হয়; কিন্তু পরে আপন সহধর্ম্মিণীদ্বারা তিরস্কৃত হওয়াতে রাজ-পরিণয়ে সম্মতি-প্রদান করিল। এই চন্দানো রাজপুত্রাণীর গর্ভে হামীরের জন্ম হয়। তিনি সমস্ত বাল্যকাল মাত্রাশ্রমে নিক্ষেপ করেন। পরে অজয়সিংহের পুত্রেরা তাঁহাদিগের প্রবল পিতৃ-শত্রু মুঞ্জাবেলেচাকে দমন করিতে অশক্ত হইলে অজয়সিংহ আপন দ্বাদশ-বর্ষীয় ভ্রাতৃপুত্র হামীরকে আহ্বান করেন; এবং হামীর ঐ শত্রু-হত্যার ভার-গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন যে "জয়যুক্ত হই তবে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব, নতুবা নহে"। কিয়দ্দিবসান্তে এই প্রতিজ্ঞানুসারে মুঞ্জার মৃত-মস্তক আপন অশ্ব-পার্শ্বে ধারণ করত হামীরকে কেলবারার রাজমার্গে আগমন করিতে দৃষ্ট হইয়াছিল।

অগর্ব্বে ছিন্ন-মুণ্ড খুড়ার পদে সমর্পিয়া হামীর কহিলেন "আপন অরি-মস্তক ঈক্ষণ করুন"। অজয়সিংহ পরমাহ্লাদে তাঁহার বদন চুম্বন করত "পরমেশ্বর তোমার শিরে রাজত্বের চিহ্ন-লিপি করিয়াছেন," এই কথা কহিয়া শব-শিরার শোণিতদ্বারা তাঁহার মস্তকে রাজটীকা-প্রদান করিলেন। এই ঘটনায় অজয়সিংহের তনয়েরা রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া এক জন তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং অপর সুজনসিংহ দক্ষিণ দেশে গমন করে। তথায় তাহার বংশহইতে শিবাজি-নামক সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ভূপতির উৎপত্তি হয়।

এই রূপে ১৩৫৭ সংবতে হামীর রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন; এবং একাদিক্রমে ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া অবিরত নিজ বাহু-বল-বিস্তারে তৎপর ছিলেন। রাজ্য প্রাপ্ত হইলে তিনি কেলবারার মধ্যে স্থায়ি হইয়া "হামীর তলাও" নামক তথায় এক রম্য সরোবর নির্ম্মাণ করেন, ও শত্রু-আক্রমণ ও স্বগণের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে অহরহ নিযুক্ত ছিলেন। এমত সময়ে চিতোরাধিপতি মল্লদেবের নিকটহইতে রাজদূত নারিকেল হস্তে লইয়া পরিণয়ের প্রস্তাব-সহিত সমাগত হইল। মন্ত্রিগণেরা সন্দেহ করিলেন যে এ কেবল এক ছলনামাত্র। কিন্তু হামীর নারিকেলরূপী-প্রস্তাব গ্রহণানন্তর বক্র মন্ত্রিগণকে কহিলেন "যদ্যপি ছলনাই হয় তথাচ আমি পৈতৃকালয়ে এক দণ্ডের নিমিত্তেও পদ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব। সর্ব্বথা বিপদসম্পদের নিমিত্তই প্রস্তুত থাকা রাজপুত্রদিগের কর্ত্তব্য। কখন বা পরাজিত ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিতে হয়; এবং কখন বা মস্তকে মোর* ধারণ করত সিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়"।

* রাজমুকুট।

এতদ্রূপে বিবাহের প্রস্তাব পরস্পর অবধারিত হইলে পর কেবল ৫০০ অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া হামীর বিবাহ-যাত্রা করেন। চিতোরের দুর্গে সমাগত হইলে মল্লদেবের পঞ্চ পুত্র অভ্যর্থনা হেতুক অগ্রসর হইল; কিন্তু রাজ অট্টালিকাদ্বারে বিবাহ উদ্দেশে তোরণ† সংলগ্ন না থাকাতে হামীর সন্দিগ্ধমনা হইলেন; তত্রাপি অকুতোভয়ে চিতোর-নগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় মল্লদেব ও তাঁহার পুত্র বর্গের এবং অপর সমস্ত সেনানায়ক কর্ত্তৃক কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক সমাদৃত-হইলেন। প্রচলিত সমারোহের কিঞ্চিন্মাত্র অপেক্ষা না করিয়া মল্লদেব স্বীয়-কন্যা আনয়ন পুরঃসর বরকন্যার পাণি-সংযোগ-পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করত কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর পাত্রকন্যা বাসর-গৃহে গমন করিল। এবং তথায় হামীর শ্রুত হইলেন যে তিনি বিধবার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। মল্লদেব-সুতা প্রথমত এক জন ভট্টিবংশীয়-যুবকে সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। শৈশবাবস্থায় সেই স্বামি সঙ্গ্রামে হত হইয়াছিল। এই অজ্ঞাত-ঘটনায় হামীর অত্যন্ত অসুখী হন, কিন্তু নববিবাহিত যোষিতের বদান্যতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত তাঁহার ঐ বৈধব্য বিবাহের শোক সম্বরণ হইয়াছিল। ঐ প্রৌঢ়া রমণী স্বীয় ভর্ত্তাকে

† রাজপুত্রেরা তিন কাষ্ঠখণ্ডে রচিত ও ময়ুরাবয়বে মণ্ডিত, ত্রিকোণাবয়ব তোরণ নামক বস্তু কন্যাকর্ত্তার গৃহদ্বারোপরি রাখিয়া থাকে। বর তাহা অগ্রেই বর্ষাদ্বারা ভগ্ন করিতে চেষ্টা করিলে কন্যা-যাত্রিণী কামিনীরা তাঁহার প্রতি মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করেন। পরিশেষে চতুর্দ্দিগহইতে তাঁহার প্রতি ফলপুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়, ও বরপাত্র জয়ী হইয়া তোরণ ভগ্ন করিলে কামিনী কুল পলায়ন করেন। এবং তিনি ভাবি শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করেন। এই ব্যাপারের নাম "তোরণ তোড়না"। বোধ হয় ইহারি অবশিষ্ট রীতি এতদ্দেশে "ডেলাফেলা" নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে; এবং অনুভব হয় নববিবাহিত যোষিতের সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা ও পাত্রের বীরত্বে তাহা নষ্ট হওয়ার অনুকরণে এই উভয় রীতির সূত্র হইয়াছে

শিক্ষা দিলেন যে পাত্র-বিদায়কালীন অন্য বস্তু কিছু মাত্র প্রার্থনা না করিয়া জাল-নামক সেনাপতিকে তাঁহার পিতার নিকটহইতে যাচ্ঞা করিয়া লএন। এই উপদেশানুসারে হামীর ভার্য্যা এবং সেনাপতি প্রাপ্ত হইয়া চিতোর নগরে এক পক্ষ কাল-যাপন করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ ক্ষেত্র সিংহ-নামক পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিলে মল্লদেব স্বীয় দৌহিত্রকে চিতোরের সমীপস্থ পার্ব্বত্য-দেশ-সমস্ত প্রদান করেন। বালকের এক-বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে পর ক্ষেত্রপাল নামক দেবতার নিকট সাপরাধি হওয়াতে মল্লদেবের দুহিতা পিত্রালয়ে আগমনের ইচ্ছা স্বীয় জনকের নিকট প্রকাশ করেন; এবং পরে পুত্র সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে উপনীত হইয়া দেখেন যে তাঁহার পিতা বিদেশে যুদ্ধ-যাত্রায় গমন করিয়াছেন। এই অবসরে জাল-সেনাপতির উপদেশমতে তিনি পিতৃ-নগরস্থ-সৈন্য সকলকে আপন বশীভূত করিয়া স্বামিকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন; এবং হামীর তৎক্ষণাৎ চিতোরে আগমন করত নিজ বাহুবলে সমস্ত শত্রুকে দমন করিয়া অনায়াসে পৈতৃকাসনে উপবেশন করিলেন।

মল্লদেব যুদ্ধ-যাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশাভিমুখ হইলে রাজ-পুত্র-সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। এবং তিনি তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া তথা-হইতে দিল্লীতে আলাউদ্দিনের উত্তরাধিকারি মহম্মদ খিলিজি নামক পাদশাহের নিকট স্বীয়-পরাজয়-বার্ত্তা লইয়া যাত্রা করেন।

এ স্থলে চিতোর দুর্গ হইতে সূর্য্যবংশীয়-পতাকা পুনরায় উড্ডীয়মানা হইল; এবং সমস্ত পশ্চিম-পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য গহ্বর ও দেশ হইতে চিতোরের মঙ্গলার্থে রাজপুত্রেরা আপনং নিভৃত-স্থান-হইতে নির্গত হইয়া যবনাধীনত্ব পরিত্যাগের আশয়ে পুলকিত হইল। হামীর এই সকল ব্যক্তি-হইতে বল এবং সাহস প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ চিতোর গ্রহণার্থে উপনীত হইলে তাঁহার সহিত সঙ্গ্রাম করিতে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন না। মহম্মদ হামীরের তুল্য রণপটু না হওয়াতে এবং অনবধানতা প্রযুক্ত কুস্থানে পতিত হইয়া হামীর কর্তৃক অনায়াসে পরাভূত এবং কারারুদ্ধ হয়েন; এবং তিন মাস-কাল যাবৎ ঐ অবস্থায় থাকিয়া তৎপরে আজমির, রিন্থম্পুর, নাগোর প্রভৃতি রাজ্য ও ৫০ লক্ষ মুদ্রা এবং এক শত হস্তি পণ দিয়া কারাগারহইতে মুক্ত হন।

এতৎ-যুদ্ধে মল্লদেবের তনয় হরিসিংহও হামীরের হস্তে পতিত হইয়াছিল। মল্লদেবের জ্যেষ্ঠ-পুত্র বন্বির হামীরের নিকট অধীনত্ব স্বীকার করেন; এবং হামীর তাহাকে নিমচ, জিরণ, রত্নপুর এবং কেরার দেশের অধিপতিত্ব প্রদানপূর্ব্বক শ্বশুরের বংশ-প্রতিপালনার্থে বন্বিরকে নিযুক্ত করেন; এবং ঐ পদে নিয়োগ-করণ-সময়ে এই মাত্র কহিয়াছিলেন; "পূর্ব্বে যবনের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ,এক্ষণে স্বধর্ম্মাক্রান্তের সাপক্ষতা করহ। কদাচ বিশ্বাস-ঘাত করিও না। আমি কেবল নিজ-বস্তু পুনর্গ্রহণ করিয়াছি; তোমার সত্ত্ব অপহরণ করি নাই। এই পার্ব্বত্য ভূমি অদ্যাপি আমার পিতৃশোণিতে আর্দ্র রহিয়াছে। আমার বংশের রক্ষিত্রী দেবী ইহা আমাদিগকে দান করিয়াছেন, এবং আমাদিগের নিমিত্তে রক্ষাও করিবেন।" কিয়ৎকাল-পরে বন্বির ভৈঁসরোর-দেশ জয় করাতে ঐ প্রাচীন অধিকার পুনরায় মিবার রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

এতৎসময়ে হামীরের তুল্য পরাক্রান্ত হিন্দু-

ভূপতি ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। প্রাচীন বংশ সকল এককালীন লোপ হইয়া মাড়োবার, জয়পুর, বুঁদি, গোয়ালিয়র চান্দেরি, প্রভৃতি অভিনব রাজ্যসমূহ সকলেই তাঁহার অধীনত্বে থাকিয়া কর-প্রদান করিতে লাগিল। এই সময় অবধি ২০০ শত-বৎসর-পর্য্যন্ত চিতোর-রাজ্যের প্রজারা পরম-সুখে কাল-যাপন করিয়াছিল; এবং পর২ উত্তম২ রাজার হস্তে সাম্রাজ্য সমর্পিত হওয়াতে দেশের মঙ্গল বিলক্ষণরূপে বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। বিশেষতঃ দিল্লীতে পরস্পর বিরোধি যবন-বংশীয়দের কলহেতে এই বৃদ্ধির বিলক্ষণ সহায়তা হয়; এবং অদ্যাপি তথায় যে সকল মনোহর অট্টালিকা-প্রভৃতি দৃষ্ট হয় তাহা ঐ বহু দিবসের স্বচ্ছন্দ ও প্রচুর সৌভাগ্যের ফল। কেননা ইতিপূর্ব্বে কেবল সমরসিংহ ও পদ্মানীর রাজধানীনামক অপূর্ব্ব অট্টালিকা ব্যতিরেকে আর সমস্ত প্রসিদ্ধ অট্টালিকাদি আলাউদ্দিন পাদশাহদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। এবম্প্রকারে পূর্ণায়ুঃ হইয়া অতুল্য যশ বিস্তার করত হামীর পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রসিংহ ১৪২১ সংবতে চিতোরের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি লীলা-নামক এক জন পাঠানের হস্তহইতে আজমির এবং জাহাজপুর বলপূর্ব্বক উদ্ধার করেন; এবং মান্দেল-গড়, দসোর ও চপ্পন রাজ্য মিবারের সহিত সংযুক্ত করেন। বাক্রোল-নামক স্থানে দিল্লীশ্বর হুমাউন বাদসাহকেও পরাভূত করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে আপন অধীন বনৌদা-দেশের হারা-বংশীয় সেনাপতির দুহিতার সহিত তাঁহার পরিণয়ের কল্পনা হইলে তাহার সহিত বিবাদে প্রাণে বিনষ্ট হন।

অতঃপর (১৪৩৯ সংবতে) লাক্ষা রাণা চিতোরাসনে আরোহণ করেন। এই ভূপতি প্রথমেই মেয়রওয়ারা পার্ব্বত্য রাজ্য স্ববশে আনিয়া তাহার রাজধানী বিরাটগড় ধ্বংস করত তথায় বেদনুর নামক স্থান নির্ম্মান করেন। পরে ঐ অপহৃত চপ্পন রাজ্যের অন্তর্গত যাওর নামক স্থানে রৌপ্য এবং রাঙ্গের আকর প্রকাশ হওয়াতে লাক্ষার যথোচিত গৌরবের উপায় হয়। তিনি নগরছুলদেশের রাজপুত্রদিগকে অম্বর-নগরে পরাজয় করিয়াছিলেন; এবং দিল্লীর রাজা মহম্মদ-শাহ-লোদির সহিত বেদনুর নগরে সাক্ষাৎ করিয়া একদা ঐ রাজার সৈন্যকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। তৎপরে গয়াধাম পর্য্যন্ত যবন-সেনার প্রতি ধাবমান হইলে তাঁহাকে তথাকার যুদ্ধে প্রাণ-সমর্পণ করিতে হয়।

লাক্ষা রাণার রাজ্য সময়ে অনেক প্রকাণ্ড২ জলাশয় এবং তাহার জল-রক্ষা-হেতুক উচ্চ২ বাঁধ সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং যাওরার আকরহইতে সমুত্থিত ধনে আলাউদ্দিন চিতোরের যে সকল অনিষ্ট করিয়াছিলেন তৎসমুদয় অনায়াসে সংশোধিত হইয়াছিল। তাঁহার কৃত রাজগৃহ এবং বুক্ষোদ্দেশে উৎসৃজিত এক মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

লাক্ষা আপন পুত্র পৌত্রাদিকে স্বতন্ত্র ২ রাজ্যে স্থাপিত করত বৃদ্ধাবস্থায় এক দিবস রাজ সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, এমত সময়ে মাড়োয়ার ভূপতি রিণমল্লের নিকটহইতে মিবার উত্তরাধিকারি চণ্ডার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব-সূচক নারিকেল ফল* সমাগত হইল। দূত উপনীত হইলে তাহাকে যথা যোগ্য সম্মান-পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া চণ্ডা তথায় উপস্থিত না থাকাপ্রযুক্ত লাক্ষা কহিলেন; "চণ্ডা আগমনমাত্রেই আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন"। পরে আপন শুষ্ক-কেশে হস্ত-প্রদান

* বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণসময়ে রাজপুত্রেরা এক নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের অতি প্রাচীন রীতি।

পূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে ব্যঙ্গ করিলেন "চণ্ডা উপস্থিত মাত্রেই আপনকার আনীত ফল গ্রহণ করিবেন; কেননা আমার ন্যায় বুড়ার নিমিত্তে কিছু এমন ক্রীড়ার সামগ্রী প্রেরিত হয় নাই।"

এই ব্যঙ্গ শুনিয়া সকলেই হাস্য-বদন হইল; কিন্তু চণ্ডা প্রত্যাগমনান্তর ঐ উপহাস-বাক্য শুনিয়া আপন নির্ব্বন্ধীকৃত-কন্যার প্রতি পিতার কটাক্ষপাত হওয়াও অনুচিত বিবেচনায় উক্ত বিবাহের প্রস্তাব কোন মতেই গ্রাহ্য করিতে স্বীকার করিলেন না। লাক্ষা পুত্রের অবাধ্যতায় বিশেষ রাগান্বিত হন,এবং প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে মাড়োয়ারাধিপতি রুষ্ট হইতে পারেন এই শঙ্কা করিয়া সক্রোধে কহিলেন; "ভাল, আমি স্বয়ং পাণি-গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছি, পরন্তু তুমি স্বীকার করহ যে এই পরিণয়ের ফলোদয় হইলে আপন উত্তরাধিকারিতা-সত্বে বঞ্চিত হইয়া কেবল মাত্র প্রধান মন্ত্রিত্ব-পদে অভিষিক্ত থাকিবে"। চণ্ডা তৎক্ষণাৎ একলিঙ্গ শিবের নাম স্মরণ করত তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং লাক্ষার বৃদ্ধাবস্থায় পুন-র্বিবাহ হইল।

মোকলজি নামক পুত্র এতৎ-পরিণয়ের ফলোদয় হয়। সে পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইলে রাণা যবনাক্রমণহইতে গয়াধাম রক্ষা-হেতুক যাত্রা করিতে বাঞ্ছিত হইলেন। তাৎকালীয় হিন্দু-ভূপতিদিগের ব্যবহার ছিল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে রাজদণ্ড ও মুকুটের পরিবর্ত্তে দণ্ড-গ্রহণ পূর্ব্বক পুণ্য-ক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া কলুষ রাশির ধ্বংস করণের উপায় চিন্তা করিতেন। যদি সৌভাগ্যক্রমে সেই পুণ্য-ধামে দেহ-সম্বরণ হয় তবে স্বর্গীয় বিদ্যাধরী-কর্ত্তৃক সূর্য্য-মণ্ডলে পুষ্প-রথে নীত হইয়া জঠর-যন্ত্রণাহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনায়াসে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। লাক্ষা রাণা গয়াধামে যাত্রা করিবার পূর্ব্বক্ষণে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন। তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয় এক দিবস মাত্র আন্দোলিত হইয়াছিল; এক্ষণে চণ্ডার সহিত কথোপকথনে রাণা জিজ্ঞাসিলেন "মোকলের নিমিত্ত কোন্২ দেশ অবধারিত করা যায়?" "সমস্ত চিতোর রাজ্য" এই বীরবাক্য তৎক্ষণাৎ চণ্ডার মুখ-হইতে নিঃসৃত হইল; এবং নিঃসন্দেহ করিবার নিমিত্তে তিনি ভূয়ো ২ কহিলেন "আপনার রণ যাত্রার পূর্ব্বেই কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য"। লাক্ষা এপরামর্শ অনুসারে উত্তরাধিকারি নিরূপণ করাতে চণ্ডা সর্ব্বাগ্রে কনিষ্ঠের অধীনত্ব স্বীকার পূর্ব্বক রাজ-সেবায় অগ্রসর হইলেন; এবং আপন জ্যেষ্ঠত্বের সম্মান-রক্ষা হেতুক এইমাত্র অবধারিত করিয়া লইলেন, যে তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বপদ থাকিবেক; এবং রাজ সরকার হইতে যে সমস্ত ভূম্যাদির সনন্দ অর্পিত হইবেক তাহাতে তাঁহার গ্রাহ্য-সূচক বল্লমের চিহ্ন তদুপরি অঙ্কিত থাকিবেক। চণ্ডা রাজকার্য্য-সম্পাদনে সর্ব্বাংশে দক্ষ হইয়াও অনায়াসে আপন সত্ব ত্যাগ করিলেন, ইহা সাধারণ সহিষ্ণুতা ও সুজনতার কর্ম্ম নহে।

পিতার আজ্ঞা-পালন-পূর্ব্বক তিনি কনিষ্ঠের অসম্পূর্ণ বয়ঃক্রম বিধায়ে তদুদ্দেশে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার বিমাতা স্বীয় ক্ষমতার খর্ব্বতা প্রযুক্ত ঈর্ষামদে পরিপূর্ণা হইলেন; এবং ইহা একবারও মনে ২ চিন্তা করিলেন না চণ্ডা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ না করিলে তিনি কদাপি রাজমাতা হইতে সমর্থা হইতেন না। নির্ম্মলচিত্ত চণ্ডা রাজমাতার সতর্কতা ও ঈর্ষা দৃষ্টে আপনার দূরে গমন শ্রেয় বিবেচনা করিয়া মাণ্ডু-রাজধানীতে উপনীত হওয়াতে তথায় যথেষ্ট সমাদর-পূর্ব্বক আহূত হইয়া হালার প্রদেশের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন।

শল্লকী।

শজারু কে না দেখিয়াছে? ইহার ভীষণ সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাবৃত-দেহ সকলেরই মনে জাগরুক আছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইহা সুপ্রাপ্য, এবং সংস্কৃত-শাস্ত্রে ইহা "শ্বাবিৎ," "শলকা," "শল্য" "ক্রকচপাদ," "ছেদার," "শল্য-মৃগ," "বজ্র-শল্য," "বিলেশয়" ইত্যাদি-নামে বিখ্যাত আছে। হিন্দী-ভাষায় ইহার নাম "সালিল্"। ভগবান্ মনু এই পশুর মাংস পিতৃ-লোকের প্রিয়-খাদ্য-মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শশক-মাংস যে অতিসুখাদ্য ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, এবং শশক ও শল্লকির পরস্পর অতিনৈকট্যরূপ সম্বন্ধ থাকাতে শল্লকির মাংস শশকামিষের তুল্য হইবেক ইহা সম্ভব-পর বটে। ব্রুজিল-দেশে ও রোম-রাজ্যের বাজারে শল্লকির মাংস সর্ব্বদা বিক্রয় হইয়া থাকে; পরন্তু ভারতবর্ষ ও আফরিকা খণ্ড ঐ পশুর আদিম আবাস-স্থান।

প্রস্তাবিত পশু দিবসে মৃত্তিকায় গর্ত্ত-খনন করিয়া তন্মধ্যে নিদ্রিত থাকে; এবং রজনীযোগে বহিরাগমন করত খাদ্যান্বেষণে বন-ভ্রমণ করে। কথিত আছে যে রোম ও স্পেন্-রাজ্যের শল্লকিরা শীত ঋতুর কএক মাস ক্রমাগত নিদ্রিত থাকিয়া বসন্তের প্রারম্ভে জাগরিত হয়; কিন্তু এতদ্দেশীয়

শজারুতে এই লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। শাক, কন্দ এবং ফল ইহাদিগের খাদ্য-দ্রব্য, ও তত্তক্ষণার্থে ইহাদিগের প্রত্যেক মাড়ির পুরোভাগে ইন্দুরের ন্যায় অতি সুতীক্ষ্ণ দুই দন্ত থাকে। ইহাদিগের সমস্ত দন্তের সঙ্খ্যা ২০।

শল্লকির মস্তক, বক্ষোদেশ ও পদ-চতুষ্টয় শূকর লোমের ন্যায় এক-প্রকার সুদৃঢ়-কেশে আবৃত থাকে; কেবল পৃষ্ঠ-দেশ কণ্টকাবৃত হয়। ঐ কণ্টক পৃষ্ঠ-দেশের মধ্যভাগে প্রায় এক-হস্ত দীর্ঘ; এবং পার্শ্বে তদপেক্ষায় কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হয়। পুচ্ছে যে কণ্টকশলাকা হয় তাহা দেহের শলাকার ন্যায় না হইয়া ফাঁপরা হয়; এবং তাহার বর্ণও অপর কণ্টকের তুল্য নহে। ইহা শুক্ল বর্ণের হইয়া থাকে; এবং শজারুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ-সময়ে ঐ শলাকা-সকল পরস্পর আহত হইয়া এক-প্রকার খড়খড়-শব্দ করে। ভ্রমণকর্ত্তারা লিখিয়াছেন যে শল্লকিরা পুচ্ছের ফাঁপরা শলাকা জলে মগ্ন করিয়া বারি-পূর্ণ করে; এবং পরে ঐ শলাকা বক্রভাবে ধারণ করত অনায়াসে আপন অপত্যের পানোপযোগ্য জল আবাসে আনয়ন করিয়া থাকে; ফলতঃ পুচ্ছের শলাকাতে কলসের কার্য্য সম্পন্ন করে। কথিত আছে যে শজারুরা ক্রুদ্ধ হইলে বিরক্তকারির প্রতি আপন দেহস্থ শলাকা দূর হইতে তীরের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়া থাকে; কিন্তু সে মিথ্যা প্রবাদমাত্র। স্বভাবত শজারুর কণ্টক তাহার দেহে পুচ্ছাভিমুখ হইয়া নম্রভাবে থাকে; এবং ঐ পশু বিরক্ত হইলে ছটার ন্যায় কণ্টক সকল উত্তোলন করত কম্পায়মান করে; তৎসময়ে কোন জীর্ণ-কণ্টক দেহে থাকিলে পড়িয়া যাইতে পারে; কিন্তু ঐ কণ্টককে তীরের ন্যায় নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা শজারুর নাই।

ভয়ানক আয়ুধবিশিষ্ট হইয়াও শজারু নির্দ্বন্দ্বে একাকী-কাল-যাপন করে; আক্রমিত না হইলে কদাপি কাহার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করে না। স্বভাবত ইহা বলবান্, এবং মৃত্তিকাখননে অতিসুপটু। তদর্থে ইহাদিগের পশ্চাৎপদে সুদৃঢ় নখবিশিষ্ট ৫ অঙ্গুলি, ও অগ্রিমপদে তদ্রূপ ৪ অঙ্গুলি হয়; তদ্ভিন্ন পুরঃপদে অপর এক একটা নখ থাকে; বোধ হয় ইহা অঙ্গুষ্ঠের প্রতীক। শজারুর বুদ্ধিবৃত্তি বলবতী নহে; এবং গৃহ-পালিত শল্লকী অন্য পশুর ন্যায় পোষ মানে না। শজারুর কণ্টকে চাঙ্গারি, বাক্স, ঘড়ি রাখিবার আধার ও অন্যান্য নানাবিধ অতিমনোহর দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং তন্নির্ম্মাণে পারসি সূত্রধরেরা অতিসুপ্রসিদ্ধ।

কাজির বিচার।

[ইংরাজি প্রসিদ্ধ কবি সেক্সপিয়রের রচিত "বিনিস্ দেশীয় বণিক্" নামে বিখ্যাত নাটকের গল্প এক পারস্য গল্পহইতে উদ্ধৃত হয়। নিম্ন-লিখিত গল্প সেই পারস্য আদর্শের অনুযায়ী।]

এক নগরে কোন বণিক্ ও এক জন ইহুদি বাস করিত। বণিকের সঙ্গতি অল্প, ও বাণিজ্য-ব্যাপারও তাদৃশ লাভজনক ছিল না। ইহুদি ধনী; এবং অধিক সুদে অর্থ ঋণ দেওয়াতে দিন দিন তাহার সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছিল। একদা বাণিজ্য-কার্য্যের বিশেষ সুযোগ দেখিয়া বণিক্ ইহুদিকে কহিলেন; "যদ্যপি তুমি আমাকে দুই সহস্র টাকা কর্জ্জ দেও, তবে উপস্থিত বাণিজ্যে যে লভ্য হইবেক তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে দিতে স্বীকৃত হইতেছি"। ইহুদি স্বভাবতঃ অতি কৃপণ;

লাভের প্রত্যাশায় অনায়াসেই মুগ্ধ হয়; কিন্তু উপস্থিত ব্যাপারে সে অসম্মত হইয়া কহিলেক; "যদ্যপি তুমি স্বীকৃত হও যে নিয়মিত দিবসে এই ঋণ পরিশোধ না করিলে তোমার দেহ-হইতে এক সের মাংস কাটিয়া লইতে দিবে, তাহা হইলে আমি তোমাকে কর্জ্জ দিতে পারি, নচেৎ পারিব না"। ইহুদির এই পণের অভিপ্রায় এই যে সে বহু দিবসাবধি ঐ বণিকের পরমা সুন্দরী সুসাধ্বী স্ত্রীর প্রতি লালসা করিত, কিন্তু কোন মতে ঐ পতিব্রতার মতান্তর করিতে পারে নাই; সম্প্রতি তাহার স্বামিকে এই কঠিন পণে অর্থ ঋণ দিয়া সঙ্কটে নিক্ষেপ করিতে পারিলে অনায়াসে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বণিক্ বাণিজ্য-বিষয়ে কখন কি হয় কিছু স্থির না থাকায় এমত ভয়ঙ্কর পণে অস্বীকার করিল।

দুই মাস গত হইলে বণিকের দুঃখ-যাতনার বৃদ্ধি হইল; পুত্র কলত্রাদি অন্নাভাবে পীড়িত হইতে লাগিল; সুতরাং অগত্যা কএক জন বিশ্বস্ত সাক্ষির সম্মুখে ইহুদির ভীষণ-পণে সম্মত হইয়া বণিক্কে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। পরন্তু ঐ ঋণ পরিশোধ-করণাভিপ্রায়ে তিনি তৎক্ষণাৎ বাণিজ্যার্থে বিদেশে যাত্রা করিলেন। তথায় বাণিজ্য সফল হওয়াতে অবিলম্বে ঋণ পরিশোধনার্থে আপন গৃহিণীর নিকট টাকা পাঠাইলেন; কিন্তু সেই অবলা তাহার স্বামী কি সঙ্কট-পণে বদ্ধ আছে তাহা না জানিয়া ঐ টাকা সাংসারিক কার্য্যে ব্যয় করিলেক; সুতরাং বণিকের অজ্ঞাতসারে পণের নিরূপিত কাল বহির্ভূত হইল।

অতঃপর বণিক্ বাণিজ্যদ্বারা প্রচুররূপে সম্পত্তি বৃদ্ধি করণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন-সময়ে তস্করে হস্তে পড়িয়া চ্যুত-সম্পত্তি হওত রিক্ত-হস্তে স্বাবাসে উত্তরিল। আত্মীয় স্বজন সকলেইসাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাহার দুঃখে দুঃখিত হইল। ইহুদিও অপরের ন্যায় সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষকরিলেক, কিন্তু তৎপরদিবস ঋণপরিশোধ করণার্থে সংবাদ দেওয়াতে বণিক্ আপন দুরবস্থার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া কিয়ৎকালের অবকাশ চাহিলে সে অতি নির্দয়রূপে কহিল; "খতের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে; অধুনা অবশ্য পণ রক্ষা করিতে হইবেক"। এতদ্বাক্যে পরস্পর অত্যন্ত বিবাদ হইতে লাগিল; এবং কএক দিবসান্তে তাহার কোন সমাধা না হওয়াতে প্রতিবাসিরা উভয়কে গ্রামস্থ কাজির নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেক। কাজি এ বিষয়ের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিলেন; "বণিক্ যে পণে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, অতএব সুতরাং তাহাকে পণের শাস্তি সহ্য করিতে হইবেক"। কিন্তু বণিক্ এই বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য কাজির নিকট বিচার-প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেক। ইহুদি কহিল "ভাল, অন্য যে কাজির নিকটে যাইতে ইচ্ছা কর তাহাতে আমার সম্মতি আছে; কিন্তু আদৌ স্বীকৃত হও, এই বার যে নিষ্পত্তি হইবেক, তাহাই তুমি গ্রাহ্য করিবে, নচেৎ পুনঃ২ বিচারে আমার অত্যন্ত অসম্মতি"। বণিক্ তাহাতে স্বীকৃত হইল; এবং উভয়েই ইমিসা নগরের বিখ্যাত কাজির নিকট যাত্রা করিলেক।

ইমিসানগরে যাত্রাকালীন ইহারা পথিমধ্যে দেখিল, এক খচ্চর দৌড়িয়া আসিতেছে, এবং তাহার স্বামী চীৎকার করিয়া কহিতেছে "মহাশয়েরা আমার খচ্চরটিকে ধরুন"। বণিক্ স্বভাবতঃ সরল; খচ্চর-স্বামির বাক্য শ্রবণমাত্র তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইল; এবং বহু-পরিশ্রমে ঐ খচ্চরকে ধরিতে না পারিয়া দুরন্ত পশুকে স্থির করি-

বার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি এক লোষ্ট নিক্ষেপ করিল। দৈবাৎ ঐ ঢেলা খচ্চরের চক্ষুর উপর পড়িয়া তাহাকে অন্ধ করাতে তৎস্বামী মহা-ক্রোধে বণিকের নিকট খচ্চরের মূল্য চাহিলেক। ইহুদি কহিল; "আদৌ আমার প্রাপ্য লই, তবে তোমার খচ্চরের দাম পাইবে"। ইহাতে সেও কাজির নিকটে চলিল।

পথে যাইতে২ রাত্রি উপস্থিত হইলে ইহুদি, বণিক্ ও খচ্চর-স্বামী—এই তিন জনে এক গৃহের ছাদে শয়ন করিল। কতক রাত্রে গ্রামে এক কোলাহল হয়; তাহা দেখিবার নিমিত্তে ঐ তিন ব্যক্তি ছাদহইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল, কিন্তু দুর্দৈব-বশাৎ বণিক্ ভূমিতে না পড়িয়া পথ-পার্শ্বে নিদ্রিত এক মনুষ্যের বক্ষোপরি পড়িয়া তাহাকে বিনাশ করিল; ইহাতে মৃত ব্যক্তির পুত্রদ্বয় তাহাদিগের পিতৃহন্তাকে মারিতে উদ্যত হয়; কিন্তু ইহুদি ও খচ্চর-স্বামী মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাজির নিকটে যাইতে পরামর্শ-দেওয়াতে তাহারাও ইহুদির সঙ্গী হইল।

পরদিন প্রাতে উক্ত পাঁচ জন কাজির নিকটে যাইতেছিল এমত সময়ে পথিমধ্যে এক গর্দ্দভ কর্দ্দমে পড়িয়াছে এবং তাহার স্বামী পথিকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহা দৃষ্টে সকলে গর্দ্দভের উদ্ধারে নিযুক্ত হইল। আর২ সকলে গর্দ্দভের অন্য২ অঙ্গ ধরিল; দুর্ভাগা বণিক্ লাঙ্গুল ধরিয়া টানিতে২ তাহা ছিঁড়িয়া ফেলাতে আর এক বিপদে পড়িল। গর্দ্দভের মূল্য না দিলে গর্দ্দভ-স্বামী বণিক্‌কে ছাড়ে না; কিন্তু ইহুদি মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাজির নিকট লইয়া চলিল।

মধ্যাহ্ন সময়ে উক্ত ছয় জনে ইমিসা নগরে উত্তরিয়া দেখে, এক জন অতি ভদ্র-লোক উত্তম উষ্ণীষ ও সুদীর্ঘ বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক এক গর্দ্দভে আরূঢ় হইয়া যাইতেছে; কিন্তু অত্যন্ত মদে বিহ্বল, ও নিরন্তর বমন করিতেছে। তিনি তদ্দেশের ধর্ম্ম-রক্ষক।

তৎপরে মশ্জিদে গিয়া দেখে যে তথায় অনেকে একত্রে জুয়া খেলিতেছে; এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে দেখিল, কতিপয় ব্যক্তি এক জনকে এক খাটে লইয়া সমাধি দিতে যাইতেছে। সে চীৎকার করিয়া কহিতেছে "দেখ আমি জীবিত আছি, আমাকে কেন গোর দেও"। কিন্তু সকলেই কহিল; "না; তুমি মরিয়াছ, এখন তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াই বিধেয়া"; এবং এই কথা বলিয়া তাহাকে গোর দিলেক।

এই সকল ঘটনা দেখিতে২ দিবাবসান হওয়াতে প্রস্তাবিত বিচারার্থিরা ইমিসা-নগরে সে রাত্রি অবস্থান করত পর-দিন প্রাতে কাজির নিকট উপস্থিত হইল। সর্ব্বাদৌ ইহুদি অভিযোগ করে। কাজি বণিকের প্রাচীন বন্ধু; এবং জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে তাঁহাকে আপন সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেক। কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কোন মনোযোগ না করিয়া দণ্ড দিতে আজ্ঞা-প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন; "ইহুদি, ওঠ, এই ছুরিকা লইয়া আপনার প্রাপ্য গ্রহণ কর। এক সের মাংস তোমার অবশ্য প্রাপ্য, তাহা লইতে ত্রুটি করিও না; কিন্তু সাবধান, এক-সেরের কিছুমাত্র কম বা বেসি কাটিতে পাইবে না। তাহা হইলেই আমি তোমাকে দণ্ডদাতার হস্তে সমর্পণ করিব, এবং সে তোমার প্রাণ-দণ্ড করিবেক"। ইহুদি কহিল; "ঠিক এক-সের কাটা অতি অসাধ্য, কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্ অবশ্যই ঘটিবেক"। কিন্তু কাজি প্রত্যুত্তর দিলেন; "এক সের মাংস তোমার ন্যায্য, তাহার অন্যথায় অন্যায় হয়। আমি কদাপি অবিচার করিতে পারি না"। কাজির

এই বিচারে ইহুদি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া অগত্যা কহিল "আমি আমার প্রাপ্য টাকা ক্ষমা করিতেছি"। কাজি কহিলেন "ভালই; কিন্তু যে প্রাপ্য-বস্তু গ্রহণ-করণে প্রস্তুত নহ, তাহার নিমিত্তে এ ব্যক্তিকে কেন এত ক্লেশ দিলে? উচিত, ইহার বৃথা-কাল-ক্ষেপের ক্ষতি পূরণ করিয়া দেহ।" এবং কএক ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী হইয়া ক্ষতি-পূরণার্থে দুই শত টাকা দিতে অনুমতি করিলে, ইহুদি তাহা দিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল।

ইহুদির পর খচ্চর-স্বামী অভিযোগ করিলেক। কাজি জিজ্ঞাসিলেন; "তোমার খচ্চরের মূল্য কি?" সে কহিল "এক হাজার টাকা"। কাজি কহিলেন "আচ্ছা, এ অতি সহজ মোকদ্দমা। এক করাত লইয়া এই খচ্চরটা দুই ভাগে চ্ছেদ কর, আর যে ভাগের চক্ষু উত্তম আছে, সেই ভাগ খচ্চর-স্বামীকে ফিরাইয়া দেও; এবং অর্দ্ধ ভাগের নিমিত্তে বণিক্ তাহাকে পাঁচ শত টাকা দেউক"। খচ্চর-স্বামী কহিলেক; "আমার অন্ধ-খচ্চরের মূল্য ৭৫০ টাকা; তাহাকে কাটিয়া ৫০০ টাকা লইবার প্রয়োজন নাই"। কাজি কহিলেন; "সে তোমার স্বেচ্ছা; কিন্তু তুমি যদ্যপি বিচার গ্রাহ্য না কর তবে এ ব্যক্তির নামে বৃথা অভিযোগদ্বারা ক্লেশ-দেওনের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবেক"। অগত্যা সে এক শত টাকা দণ্ড দিয়া বিদায় হইল।

অতঃপর পিতৃহীন ব্যক্তিদ্বয় অভিযোগ করিলে কাজি প্রশ্ন করিলেন "যে বাটির ছাদহইতে বণিক্ তোমাদিগের পিতার উপর পড়িয়াছিল, সে কত উচ্চ"? তাহারা কহিল; "এই বিচারালয় যত উচ্চ সে বাটিও তত উচ্চ হইবেক"। কাজি কহিলেন; "এ ব্যক্তি তোমার পিতাকে হত করাতে শাস্ত্রমতে এ যে প্রকারে মারিয়াছে তোমরাও সেই প্রকারে ইহাকে মারিতে পার; অতএব আমি আজ্ঞা দিতেছি, বণিক্ রাজপথে গিয়া শয়ন করুক, এবং তোমরা উভয়ে একত্রে এই বাটীর ছাদহইতে লাফ দিয়া তাহার উপর পড়"। তাহারাও তদ্রূপ করিতে গেল; কিন্তু উচ্চ ছাদহইতে নিম্নে দৃষ্টি-করিবামাত্র ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া কাজি সাহেবকে কহিল; "দোহাই প্রভু; আমাদের দেহে এক২ টী প্রাণ না হইয়া দশ প্রাণ থাকিলেও এ উচ্চহইতে পড়িলে নিষ্কৃতি নাই; অতএব, অন্য কোন উপায় করুন"। কাজি কহিলেন "শাস্ত্রের সূক্ষ্ম গতি; তোমাদিগের খুশির নিমিত্তে কি প্রকারে আমি তাহার অন্যথা করিব"। ইতিগত্যা পিতৃহীনেরাও অনেক-কষ্টে দুই শত টাকা দণ্ড দিয়া পলায়ন করিল।

অবশেষে ছিন্নলাঙ্গুল-গর্দ্দভের স্বামী আপনার দুঃখ জানাইলে কাজি কহিলেন "আবার দাদ তুলিবার মকদ্দমা! ভাল, আমার গর্দ্দভটা আন; এবং বণিক্ যে প্রকারে তোমার গর্দ্দভের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়াছে, তুমিও তদ্রূপ কর।" এই আজ্ঞায় কাজির গর্দ্দভ সম্মুখে আনীত হয়, এবং ছিন্নলাঙ্গুল-গর্দ্দভের স্বামী "দাদ তুলিতে" অগ্রসর হয়েন; কিন্তু কাজি সাহেবের হৃষ্ট পুষ্ট খর স্থির হইয়া লেজ-টানা-অবমান সহ্য করিতে কদাপি প্রস্তুত ছিল না; পুচ্ছ-স্পর্শ করিবা-মাত্র ধড়াধড় পদাঘাতে অবমান-কারিকে মৃত-প্রায় করিয়া ফেলিলেক। কিঞ্চিৎ কাল-বিলম্বে চেতনা পাইয়া সে গাত্রোত্থান করত কাজির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল; কিন্তু কাজি সাহেব কহিলেন, "এ বড় আক্ষেপের বিষয় যে তুমি আপনার দাদ তুলিতে পারিবে না। উচিত যে তোমার প্রিয় গর্দ্দভের

যে প্রকার অবমান হইয়াছে, এই গাধাকেও তুমি তদ্রূপ অবমান কর।" সে কহিল "প্রভু, বুঝিয়াছি; অন্যেরা যে প্রকার দণ্ড দিয়াছে আমারও তদ্রূপ না দিলে নিষ্কৃতি নাই।" ইতিগত্যা সে এক শত টাকা দণ্ড দিয়া প্রয়াণ করিল।

এই প্রকারে অভিযোগকারি-সকলে বিচারালয়-হইতে প্রস্থান করিলে কাজি সাহেব দণ্ডের অর্থ দুই অংশ করিয়া এক অংশ বণিক্কে দিলেন, এবং অপরাংশ স্বীয়-ভাণ্ডারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দেখেন যে বণিক্ ঐ অর্থ পাইয়াও বিচারালয়হইতে জায় না; অতএব জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি আমার বিচারে সন্তুষ্ট হও নাই? নচেৎ কি কারণ এমত ভাবে বসিয়া আছ?" সে কহিল, "প্রভু, আপনার অতুল্য জ্ঞানের প্রভা ও বিচারের প্রাখর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; আপনার নগরে কএক আশ্চর্য্য-ঘটনা দেখিয়া সন্দিগ্ধ-চিত্ত আছি; অনুগ্রহ করিয়া তাহার মর্ম্ম আমাকে জ্ঞাত করাইলে কৃতার্থ হই।" কাজি তদ্বিষয়ের তদন্ত জানিয়া কহিলেন; "এতদ্দেশের সুরা-ব্যবসায়িরা অত্যন্ত অসৎ এবং সর্ব্বদা জল-মিশ্রিত সুরা বিক্রয় করে। তন্নিবারণার্থে এতদ্দেশের ধর্ম্মরক্ষক মধ্যে২ তাহার অনুসন্ধান করিতে গমন করেন, এবং প্রত্যেক শুণ্ডিকালয়ে কিঞ্চিৎ২ মাত্র পান করিয়া পরীক্ষা করিলেও, অবশেষে মদোন্মত্ত হইয়া উঠেন। গত কল্য তিনি ঐ কর্ম্মে গিয়াছিলেন এই কারণই তাঁহাকে তোমরা উন্মত্ত দেখিয়াছিলে। মস্জিদ বিষয়ে যাহা দেখিয়াছ তাহার কারণ এই। ঐ মস্জিদের কোন সঙ্গতি নাই, এবং বহুকাল মেরামত না হওয়াতে ভগ্ন-প্রায় হইয়াছিল; অতএব তাহার মেরামত কারণ কিঞ্চিৎ অর্থ-সঞ্চয়ার্থে তাহাতে জুয়া খেলিতে দিয়াছি। ইহাতে যে লভ্য হইবেক তাহাতে মস্জিদ মেরামত করিব। অপর যে মনুষ্যের গোরে তোমার এত দয়া হইয়াছে, সে যে যথার্থ মরিয়াছিল আমি তাহার প্রমাণ তোমাকে দিতেছি। দুই মাস গত হইল তাহার স্ত্রী আমার নিকট আবেদন করে, তাহার স্বামী বিদেশে মরিয়াছে, অতএব আমার অনুমতি পাইলে সে পুনরায় বিবাহ করিবেক। তাহাতে অনেক বিশ্বস্ত ভদ্র সাক্ষী আনাইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করাতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইল যে ঐ স্ত্রীর স্বামী যথার্থ মরিয়াছে; সুতরাং আমি আজ্ঞা দিলাম যে সে স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে। অতঃপর ঐ স্বামী আসিয়া গত-কল্য নালিশ করে যে তাহার স্ত্রী তাহার বর্ত্তমানে অপর স্বামী গ্রহণ করিয়াছে; এবং সেই স্ত্রী আসিয়া কহিল যে ঐ ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব স্বামী বটে; কিন্তু তাহার মৃত্যু সপ্রমাণ হওয়াতে আমার আজ্ঞায় সে পুনর্ব্বিবাহ করিয়াছে। অধুনা যে বিষয় শাস্ত্রানুসারে যথানিয়মে সপ্রমাণ হয় কদাপি তাহার অন্যথা হইতে পারে না; সুতরাং আমি আজ্ঞা দিলাম যে তোমার মৃত্যু সপ্রমাণ হইয়াছে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অতএব সম্প্রতি তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া বক্রী আছে; তদ্বিষয়ে বিহিত আজ্ঞা দিতেছি; যথা-নিয়মে তাহার সমাধা হউক। এবং তদনুসারেই তাহার গোর হইয়াছে।" বণিক্ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া কাজি সাহেবের সমীচীন প্রশংসা ও ধন্যবাদ করত দৈব-প্রাপ্ত অর্থ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ইংরাজ নাবিকদিগের সাহসিকতা।

ইংরাজ নাবিকেরা যাদৃশ বলবান্ ততোধিক সাহসিক। তাহাদিগের অনেকে ভয়-রূপ পদার্থই স্বীকার করে না। নিম্ন লিখিত ঘটনা তদ্বিষয়ের এক দৃষ্টান্ত স্থল।

জনৈক উক্তজাতীয় নাবিক সন্ধ্যার সময়ে
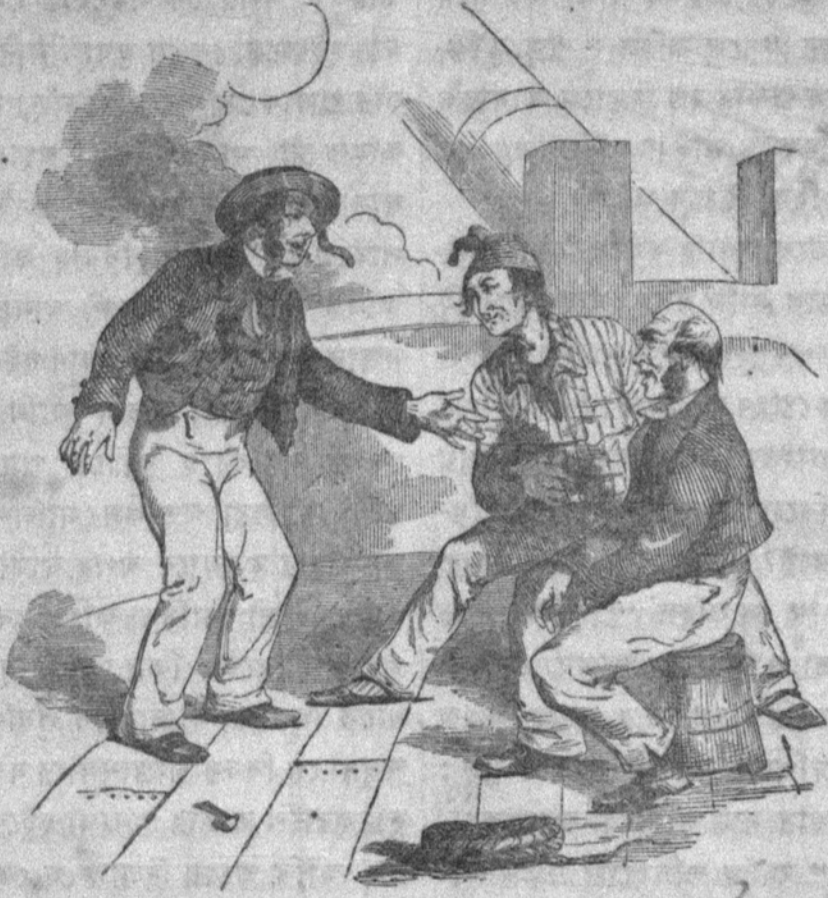
(নাবিক বন্ধুদিগের নিকট দস্যুর বৃত্তান্ত কহিতেছেন।)

স্বদেশীয় রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিল, ইতি-মধ্যে এক জন দস্যু তাহার সম্মুখে আসিয়া আপন পিস্তল প্রসারণ পূর্ব্বক কহিল "তোমার নিকট যে কিছু সম্পত্তি থাকে তাহা দেহ, নচেৎ এই পিস্তলদ্বারা বিহিত করি"। এই কথা শুনি-বামাত্র নাবিক হাস্য-বদনে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করত উলউইচ নামক স্থানের উপদ্রব রক্ষ-কের নিকট লইয়া গেল। উপদ্রব-রক্ষক ইহার অনু-সন্ধান-সময়ে নাবিককে কহিলেন, "তুমি শপথ করিয়া কহ যে ঐ দস্যু তোমাকে শারীরিক কোন ভয় প্রদর্শন করাতে তুমি উহাকে ধৃত করি-য়াছ, নচেৎ আমি উহাকে কোন্ অপরাধে বিচার-কের হস্তে সমর্পণ করি" ঐ কথায় নাবিক উপদ্রব রক্ষকের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া কহিল; "কি ঐ ব্যক্তি আমাকে শারীরিক ভয় প্রদর্শন করাইবে? না, মহাশয়, না: পৃথিবীস্থ কোন মনুষ্যদ্বারা আমি কদাপি ভয় প্রদর্শিত হই নাই; সুতরাং এমত মিথ্যা শপথ আমি স্বজ্ঞানে কি মতে করিব। যদ্যপি তদ্ভিন্ন আপনি উহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে না পারেন, তবে উহাকে বরং ছাড়িয়া দিউন, আমি ভয় পাইয়াছি এমত শপথ কখনই করিব না।" এতদ্বাক্যানন্তর সে বিচারালয়হইতে প্রস্থান করিল।

ইতি প্রথম পর্ব্ব।